Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বর্তমান সময়ে বয়স্কদের মাঝে দ্বীনি ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Tabassum Farha Tithi

রোলঃ 227022102

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বর্তমান সময়ে বয়স্কদের মাঝে দ্বীনি ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Tabassum Farha Tithi

রোলঃ 227022102

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " বর্তমান সময়ে বয়স্কদের মাঝে দ্বীনি ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে Tabassum Farha Tithi, আইডিঃ 227022102 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ----------- ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Tabassum Farha Tithi

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

Tabassum Farha Tithi

আইডিঃ 227022102

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

লেখকের কলাম

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا وَسَلاَمًا وَاستَغْفَرَهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن
شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ
أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

শুরু করছি আর-রহমান
আর- রহিমের নামে।যিনি সর্বদ্রষ্টা এবং সর্বজ্ঞানী। যিনি কলম সৃষ্টি করেছেন এবং মানবজাতিকে নির্দেশ দিয়েছেন পড়তে।

সেই ইল্ম আহরণের ক্রমধারায় ইসলামিক অনলাইন মাদরাসায় আলিম কোর্সের ৬ষ্ঠ সেমিস্টারে রিসার্চ এবং মাসায়েল বিষয়ের অধীনে আমি "বর্তমান সময়ে বয়স্কদের মাঝে কুরআন ও দ্বীনি ইল্ম শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা" শীর্ষক এসাইনমেন্টটি নিয়ে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। মহান রবের প্রতি অগণিত শুকরিয়া আমাকে এত তাৎপর্যপূর্ণ একটি প্রসংঙ্গে আলোচনা করার তৌফিক দেওয়ার জন্য।

এই এসাইনমেন্টটিতে যা কিছু কল্যান আছে তা আমার অতি দয়ালু পালনকর্তার পক্ষ থেকে। আল্লাহ তাআলা যেন আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করে নেন, ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে,যেন এর মধ্যে যা কিছু শিক্ষণীয় বিষয় আছে তা নিজের এবং অপরের দুনিয়ার জীবনে প্রয়োগ করার দুয়ার খুলে দেন,মৃত্যু।

পরবর্তী জীবনে নাজাতের ওয়াসিলা বানিয়ে দেন।আমীন।

তাবাসসুম ফারহা তিথী

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সমস্ত প্রশংসা আকাশ-যমীনের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর জন্য। যিনি জীবন-মরণের একমাত্র মালিক। তিনি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করার জন্য এবং সীমা লংঘনকারীদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্যে সমস্ত মাখলুকের মৃত্যু ও পুনরুত্থান অবধারিত করেছেন। দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম,তাঁর বংশধর ও সৎকর্মশীল সাথীদের উপর।

মূলত,ইল্ম বা জ্ঞান ইসলাম ধর্মের অন্যতম মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মহান আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ঘোষণা করেছেন

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ

অর্থ: “পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন”।(সূরা আলাক্ব, আয়াত ১)।

এটি দ্বীনি ইল্ম অর্জনের মৌলিক গুরুত্বকে প্রকাশ করে। দ্বীনি ইল্ম মানুষকে স্রষ্টার নির্দেশনাবলি জানতে, বুঝতে এবং তা অনুসরণ করতে সাহায্য করে। তবে অনেক সময় দেখা যায় যে, দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে তরুণদের ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়, আর বয়স্কদের এই শিক্ষার গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে উপেক্ষিত থাকে।

বয়স্কদের জন্য দ্বীনি ইল্ম শেখা শুধু ব্যক্তিগত উন্নয়ন নয়, বরং পারিবারিক এবং সামাজিক কল্যাণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে দ্বীনি শিক্ষার সমন্বয় ঘটিয়ে একটি আদর্শ জীবনযাপন করতে পারেন এবং পরবর্তী প্রজন্মকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হন।

বর্তমান সময়ে বয়স্কদের কুরআন শিক্ষা ও দ্বীনি ইল্ম শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ইসলামে জ্ঞান অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি কোনো নির্দিষ্ট বয়সের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। নবী করিম (সা.) বলেছেন জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজ।

তবে, বর্তমান সমাজে বয়স্কদের জন্য
কুরআন এবং দ্বীনি ইল্ম শেখার গুরুত্ব আরও বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আধুনিক জীবনযাত্রার চাপ এবং প্রযুক্তির প্রসারের কারণে অনেকে ছোটবেলায় কুরআন এবং দ্বীনি শিক্ষা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন। পরিণত বয়সে এসে এ শিক্ষা অর্জন শুধুমাত্র তাদের ব্যক্তিগত ইবাদতের জন্য নয়, বরং একটি উন্নত সমাজ গঠনে সহায়ক।

ইসলামে জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব

কুরআনের আলোকে:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"তোমরা যারা জ্ঞানী ও যারা জ্ঞানী নয়, তারা কি সমান হতে পারে?"
(সুরা আয-যুমার: ৯)

কুরআনে আরও বলা হয়েছে:

> "যারা কুরআন পড়তে শিখে, তা মুখস্থ করে এবং তা অনুযায়ী আমল করে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার।"
(সুরা বাকারা: ১২১)

হাদিসের আলোকে:
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পাঠ করে, সে এর জন্য এক নেকি পাবে। এবং এক নেকি দশগুণ হয়ে যাবে।"
(তিরমিজি)

নবী করিম (সা.) আরও বলেন:
"যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের পথে চলবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন।"
(মুসলিম)

১.ইবাদতের সঠিক পদ্ধতি শেখা

বয়স্কদের মধ্যে অনেকেই জীবনের দীর্ঘ
সময় ইবাদত করেছেন, কিন্তু সঠিক নিয়ম জানেন না। কুরআন শিক্ষা ও দ্বীনি জ্ঞান অর্জন তাদের ইবাদতকে শুদ্ধ করবে।

সঠিক উচ্চারণে কুরআন পড়া।

নামাজের সঠিক নিয়ম শেখা।

রোজা, যাকাত এবং অন্যান্য ইবাদতের শর্তসমূহ জানা।

২.আখিরাতের প্রস্তুতি

বয়স্কদের জীবনের একটি বড় অংশ অতীত হয়ে গেছে, তাই আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া এখন তাদের মূল দায়িত্ব। দ্বীনি জ্ঞান তাদের আখিরাতের সাফল্যের পথ প্রশস্ত করে।

৩.পারিবারিক এবং সামাজিক ভূমিকা

বয়স্করা পরিবারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। দ্বীনি জ্ঞান তাদেরকে পরিবারের সঠিক গাইড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

তারা সন্তান এবং নাতি-নাতনিদের সঠিক ইসলামী শিক্ষার দিকনির্দেশনা দিতে পারবেন।

৪.মানসিক শান্তি

বয়স্কদের মধ্যে অনেকেই একাকীত্ব এবং

মানসিক চাপে ভোগেন। কুরআন অধ্যয়ন এবং দ্বীনি ইল্ম তাদের মনে আল্লাহর প্রতি আস্থা এবং মানসিক প্রশান্তি আনয়ন করবে।

৫.বিদ্যমান অজ্ঞতার নিরসন

সমাজে অনেক বয়স্ক মানুষ বিভিন্ন কুসংস্কার ও ভুল ধর্মীয় ধারণা লালন করেন। দ্বীনি জ্ঞান তাদের এসব ভুল ধারণা দূর করতে সাহায্য করবে।

ইল্ম (জ্ঞান) এর পরিচয়

"ইল্ম" শব্দটি মূলত আরবি "علم" থেকে এসেছে।যার অর্থ জ্ঞান বা শিক্ষা,জানা,অবগত হওয়া,বিদ্যা ইত্যাদি।

ইসলামি পরিভাষায় "ইল্ম" হল কোন বস্তুর প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করা।

ইল্ম (জ্ঞান) সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষায় বিভিন্ন সংজ্ঞা পাওয়া যায়। এই সংজ্ঞাগুলো কুরআন, হাদিস, এবং ইসলামী চিন্তাবিদদের গ্রন্থ থেকে উঠে এসেছে। এখানে ইল্মের সংজ্ঞা বিভিন্ন প্রসিদ্ধ বই ও উৎস থেকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

১. আল-কুরআন থেকে ইল্মের সংজ্ঞা:

ইল্ম কুরআনে আল্লাহর পক্ষ থেকে সবচেয়ে মহৎ উপহার হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। ইল্মের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব বোঝাতে আল্লাহ বিভিন্নভাবে কুরআনে আলোচনা করেছেন।

উদাহরণ:

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা বহু গুণ বাড়িয়ে দেন।"

(সুরা মুজাদালা: ১১)

সংজ্ঞা:

ইল্ম হলো আল্লাহর নির্দেশ, সৃষ্টির রহস্য, এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণময় বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান।

২. হাদিস থেকে ইল্মের সংজ্ঞা:

নবী করিম (সা.) ইল্মে অর্জনের গুরুত্ব বহুবার উল্লেখ করেছেন।

উদাহরণ:

"জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর ফরজ।" (ইবনে মাজাহ)

ইমাম নববীর সংজ্ঞা (রিয়াদুস সালেহীন):

ইল্ম হলো এমন জ্ঞান, যা মানুষকে আল্লাহর পরিচয় এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ বুঝতে সহায়তা করে।

৩. ইমাম গাজ্জালির সংজ্ঞা (ইহয়াউ উলুমিদ্দীন):

"ইল্ম হলো আলোর মতো, যা অন্তরকে আলোকিত করে এবং মানুষকে সঠিক পথের দিশা দেয়। ইল্ম এমন মাধ্যম, যার দ্বারা মানুষ আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারে।"

৪. ইমাম ইবনে কায়্যিম এর সংজ্ঞা (মাদারিজুস সালিকিন):

"ইল্ম হলো আল্লাহর বাণী ও সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে গভীরভাবে জানা। এটি অন্তরকে বিশুদ্ধ করে এবং মানুষের মধ্যে ইবাদতের প্রকৃত স্বাদ আনে।"

৫. ইমাম শাফেয়ি (আল-উম গ্রন্থ থেকে):

ইমাম শাফেয়ি ইল্মকে প্রজ্ঞার সাথে যুক্ত করেছেন।

সংজ্ঞা:

"ইল্ম এমন জ্ঞান, যা ব্যক্তি ও সমাজকে উপকৃত করে। প্রকৃত ইল্ম সেই, যা মানুষকে অহংকার থেকে মুক্ত করে এবং তাকওয়া অর্জনে সহায়তা করে।"

৬. ইমাম ইবনে তাইমিয়া (মাজমু' আল-ফাতাওয়া):

সংজ্ঞা:

"ইল্ম হলো সত্যকে জানা এবং তা অনুযায়ী আমল করা। প্রকৃত ইল্ম মানুষের বিশ্বাস ও কর্মে পরিবর্তন আনে।"

ইবনে তাইমিয়া উল্লেখ করেছেন, ইল্মের প্রকৃত লক্ষ্য হলো আল্লাহর ইবাদত সহজ ও সঠিকভাবে করা।

৭. ফিকহের সংজ্ঞায় ইল্ম (ইমাম শাওকানি - নিলুল আউতার):

সংজ্ঞা:

"ইল্ম হলো শরীয়তের দলিলসমূহের গভীর জ্ঞান, যা থেকে হালাল-হারাম এবং জীবন পরিচালনার নির্দেশনা পাওয়া যায়।"

৮. আধুনিক ইসলামি চিন্তাবিদদের সংজ্ঞা (ড. আবুল হাসান আলী নদভী (মা'যা খাসিরা আল আলাম):

সংজ্ঞা:

"ইল্ম এমন জ্ঞান, যা ব্যক্তি ও সমাজকে আল্লাহর প্রতি দায়িত্বশীল করে তোলে এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিশ্চিত করে।"

ড. ইকবাল কিলানীর মতে:

সংজ্ঞা:

"ইল্ম হলো আল্লাহ, তাঁর রাসূল, এবং তাঁর সৃষ্টির সম্পর্কে গভীরভাবে জানা, যা মানবজীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।"

৯. আরবি ভাষায় ইল্মের ভাষাগত সংজ্ঞা

"ইল্ম" শব্দটি "علم" ধাতু থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ "জানা" বা "অবগত হওয়া"।

ভাষাগতভাবে ইল্ম হলো:

"যে জ্ঞান নিশ্চিত, সন্দেহের অবকাশ নেই।"

ইল্মের বিভিন্ন সংজ্ঞা ইসলামি শিক্ষায় তুলে ধরা হয়েছে। তবে এগুলোর সারমর্ম হলো:

ইল্ম আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির বিষয়ে গভীর জ্ঞান।

ইল্ম মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য এবং সঠিক পথের দিশা দেয়।

ইল্ম শুধু দুনিয়াবি উন্নতি নয়, আখিরাতের মুক্তির মাধ্যমও।

নবী করিম (সা.) বলেছেন:
"যে ব্যক্তি ইল্ম অর্জনের পথে বের হয়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।" (তিরমিজি)।

ইল্ম এর প্রকারভেদ

ইসলামে ইল্ম (জ্ঞান) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং এর বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। ইল্মকে সাধারণত প্রয়োজনীয়তা, উৎস, এবং প্রভাবের ভিত্তিতে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। নিচে ইল্মের প্রকারভেদ বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে ইল্মের প্রকারভেদ:

(ক) ফরজুল আইন(ব্যক্তিগত দায়িত্ব):

এটি প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বাধ্যতামূলক জ্ঞান।

উদাহরণ:

আল্লাহর তাওহিদ, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান।

হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য জানা।

আখিরাতের বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিশ্বাস এবং আমলের জ্ঞান।

কারণ:

এগুলো ব্যক্তি নিজের ইবাদত ও জীবন পরিচালনার জন্য জরুরি।
(খ) ফরজুল কিফায়া(সমষ্টিগত দায়িত্ব):

এটি এমন জ্ঞান যা পুরো সমাজের জন্য অপরিহার্য। সমাজের কিছু মানুষ যদি এটি অর্জন করে, তাহলে অন্যদের জন্য এটি বাধ্যতামূলক থাকে না।

উদাহরণ:

কুরআন তাফসির, হাদিস, ফিকহ ইত্যাদির গভীর জ্ঞান।

চিকিৎসা, প্রকৌশল, অর্থনীতি ইত্যাদি ব্যবহারিক বিজ্ঞান।

কারণ:

সমাজের উন্নয়ন এবং সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য এই জ্ঞান প্রয়োজন।

২. উৎসের ভিত্তিতে ইল্মের প্রকারভেদ:

(ক) ইল্মে শরয়ি(ধর্মীয় জ্ঞান):

এটি এমন জ্ঞান যা সরাসরি কুরআন ও হাদিস থেকে প্রাপ্ত।

শাখাসমূহ:

1. তাওহিদ: আল্লাহর একত্ববাদ ও আখিরাতের বিশ্বাস।

2. ফিকহ: নামাজ, রোজা, জাকাত, এবং দৈনন্দিন জীবনের নিয়ম-কানুন।

3. তাফসির: কুরআনের ব্যাখ্যা।

4. হাদিস: নবী করিম (সা.)-এর বাণী ও কাজ।

5. আকিদা: ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস।

(খ) ইল্মে গাঈর শরয়ি(অধর্মীয় জ্ঞান):

এটি এমন জ্ঞান যা সরাসরি ধর্মীয় উৎস থেকে আসে না, তবে জীবন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয়।

উদাহরণ:

1. চিকিৎসাশাস্ত্র

2. প্রকৌশল

3. কৃষি

4. তথ্যপ্রযুক্তি

5. গণিত ও বিজ্ঞান

ইসলামের দৃষ্টিকোণ

ইল্মে গাঈর শরইকে ফরজুল কিফায়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, কারণ সমাজের উন্নয়নে এগুলোর গুরুত্ব রয়েছে।

৩. জ্ঞানের উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রকারভেদ:

(ক) ইল্মে নাফি (উপকারী জ্ঞান):

এটি এমন জ্ঞান যা মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করতে সহায়তা করে।

উদাহরণ:

কুরআন ও হাদিসের জ্ঞান।

হালাল-হারামের জ্ঞান।

চিকিৎসা বা বিজ্ঞান যা মানবকল্যাণে ব্যবহৃত হয়।

নবী করিম (সা.)-এর দোয়া:

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে উপকারী জ্ঞান চাই।" (ইবনে মাজাহ)

(খ) ইল্মে গায়ের নাফি (অনুপকারী জ্ঞান):

এটি এমন জ্ঞান যা দুনিয়া বা আখিরাতে কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না।

উদাহরণ:

এমন বিষয় শেখা যা সময় নষ্ট করে বা গুনাহের পথে নিয়ে যায়।
অহংকার বা নেতিবাচক কাজে ব্যবহৃত জ্ঞান।

৪. মাধ্যমের ভিত্তিতে ইল্মের প্রকারভেদ:

(ক) মৌখিক জ্ঞান (ইল্মে কালামি):

এটি কুরআন, হাদিস, বা মৌখিক সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান। প্রাথমিক যুগে এই মাধ্যমটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

(খ) লিখিত জ্ঞান (ইল্মে কিতাবি):

এটি পাণ্ডুলিপি, গ্রন্থ বা লেখনীর মাধ্যমে সংরক্ষিত জ্ঞান।

(গ) প্রত্যক্ষ জ্ঞান (ইল্মে তাজরিবি):

এটি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান, যেমন: গবেষণা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

৫. সময় অনুযায়ী ইল্মের প্রকারভেদ:

(ক) দুনিয়াবি ইল্ম:

এটি এমন জ্ঞান যা দুনিয়ার জীবনকে সহজ ও উন্নত করে।

উদাহরণ:

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অর্থনীতি।

(খ) আখিরাতের ইল্ম:

এটি এমন জ্ঞান যা আখিরাতের মুক্তি ও সফলতার জন্য প্রয়োজনীয়।
উদাহরণ:

ইবাদত, তাওহিদ, তাওবা ও আত্মশুদ্ধি।

এছাড়া ইমাম গাজ্জালি ইল্মকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন:

1. ইল্মে শরয়ি (ধর্মীয় জ্ঞান): কুরআন, হাদিস, ফিকহ, এবং তাসাউফের জ্ঞান।

2. ইল্মে দুনিয়াবি (জাগতিক জ্ঞান): চিকিৎসা, গণিত, প্রকৌশল।

ইল্মের প্রকারভেদ বিস্তারিত আলোচনা

ফরজুল আইন:
ফরজুল আইন হলো সেই জ্ঞান, যা অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক। এটি এমন জ্ঞান, যা প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের জন্য অপরিহার্য এবং সরাসরি তার ইবাদত ও আচরণ সংশ্লিষ্ট।

উদাহরণসমূহ:

1. ঈমানের জ্ঞান:
তাওহীদ (আল্লাহর একত্ব) সম্পর্কে জ্ঞান।
নবুওত, ফেরেশতা, আখিরাত, এবং কুরআনের প্রতি বিশ্বাসের মৌলিক বিষয়াদি।
আল্লাহর আদেশ-নিষেধ জানা।

2. ইবাদতের জ্ঞান:
নামাজ, রোজা, যাকাত, ও হজ্বের সঠিক নিয়ম জানা।
পবিত্রতা বা তাহারাতের জ্ঞান (যেমন: ওজু, গোসল, এবং পবিত্রতার নিয়ম)।

3. ব্যক্তিগত জীবনের জ্ঞান:
হালাল ও হারামের জ্ঞান (যেমন: খাবার, পোশাক, ব্যবসা)।
বিবাহ, তালাক, ও পারিবারিক সম্পর্কের বিষয়ে শরীয়তের নির্দেশ।
জীবনের যেকোনো পরিস্থিতিতে ইসলামের নির্দেশনা মেনে চলার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান।

4. আখলাক ও চরিত্রের জ্ঞান:
সুন্দর চরিত্র ও নৈতিকতা গড়ে তোলার জন্য ইসলামের শিক্ষা।
গীবত, হিংসা, মিথ্যা ইত্যাদি এড়ানোর উপায়।

ফরজুল আইন এর গুরুত্ব

1. জীবন পরিচালনার জন্য অপরিহার্য:
ফরজুল আইন এমন জ্ঞান, যা ছাড়া ব্যক্তি সঠিকভাবে ইবাদত করতে পারে না বা দৈনন্দিন জীবন পরিচালনা করতে পারে না।

2. আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতা:
প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজের কর্মের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করবে। তাই ফরজ জ্ঞান অর্জন তার ওপর ব্যক্তিগতভাবে আবশ্যক।

3. আত্মশুদ্ধি:
এই জ্ঞান মানুষকে আত্মশুদ্ধি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়তা করে।

4. নিরাপদ পথনির্দেশ:
হালাল-হারামের জ্ঞান মানুষকে শিরক, কুসংস্কার এবং পাপ থেকে রক্ষা করে।

কুরআন ও হাদিসে ফরজুল আইন সম্পর্কে নির্দেশনা

কুরআন থেকে:
> "তোমরা তাদের বলো, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে?"
(সুরা আজ-যুমার: ৯)

হাদিস থেকে:

১. রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
“জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর ওপর ফরজ।”
(ইবনু মাজাহ)

২. হাদিসে বলা হয়েছে:
“যে ব্যক্তি ইল্ম অর্জনের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।”
(মুসলিম)

পরিশেষে বলা যায় যে,ফরজুল আইন এমন জ্ঞান, যা প্রত্যেক মুসলিমের দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য এবং ইবাদতের জন্য আবশ্যক। এটি অর্জন করা শুধু দায়িত্ব নয়, বরং এটি মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে, আখিরাতের জন্য প্রস্তুত করে, এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সাহায্য করে।

ফরজুল কিফায়া

ফরজুল কিফায়া হলো এমন জ্ঞান বা। কাজ, যা পুরো উম্মাহর জন্য গুরুত্বপূর্ণ তবে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তা আবশ্যক নয়। যদি সমাজের কিছু ব্যক্তি এই জ্ঞান অর্জন বা কাজ সম্পন্ন করেন, তবে বাকি ব্যক্তিদের ওপর থেকে এই দায়িত্ব উঠে যায়। তবে কেউ তা না করলে পুরো সমাজ গুনাহগার হবে।

ফরজুল কিফায়ার উদ্দেশ্য

ফরজুল কিফায়ার মূল লক্ষ্য হলো মুসলিম সমাজে এমন দক্ষতা এবং জ্ঞানের সমন্বয় ঘটানো, যা দুনিয়ার প্রয়োজন পূরণ করবে এবং ইসলামী আদর্শ বজায় রাখতে সাহায্য করবে।

১. ইসলামী জ্ঞান সংরক্ষরণ

ফিকহ, কুরআন, হাদিস এবং তাফসিরের গভীর জ্ঞান অর্জন।

ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষাকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করা।

২. দুনিয়ার কল্যাণে কাজ

চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, এবং প্রশাসন সংক্রান্ত জ্ঞান।

সামরিক জ্ঞান, যা উম্মাহর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সহায়ক।

ফরজুল কিফায়ার উদাহরণ

১.ধর্মীয় ক্ষেত্রে-

কুরআন, হাদিস, ফিকহ এবং অন্যান্য ইসলামী জ্ঞানের গভীর অধ্যয়ন।

দাওয়াহ বা ইসলামের প্রচার।

ইমাম ও বিচারকের ভূমিকা পালন।

জানাজার নামাজ পড়া ও মৃতদের দাফন করা।

২.পার্থিব ক্ষেত্রে -

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রযুক্তির উন্নয়ন।

কৃষি, বাণিজ্য, এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা।

বিচারব্যবস্থা ও প্রশাসনিক দক্ষতা অর্জন।

৩.সামাজিক ক্ষেত্রে
যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহণ এবং নিরাপত্তা রক্ষা।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান।
মানবাধিকার সংরক্ষণ ও সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা।

কুরআন ও হাদিসে ফরজুল কিফায়ার নির্দেশনা

কুরআন থেকে

১. জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয়তা

> "তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে। তারাই সফলকাম।"
(সুরা আলে ইমরান: ১০৪)

হাদিস থেকে

১. রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"যদি কোনো ব্যক্তি এমন একটি জ্ঞান শেখার পথে অগ্রসর হয়, যা মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়ে যায়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।"
(সহিহ মুসলিম)

২. "একজন জ্ঞানী ব্যক্তির মর্যাদা একজন ইবাদতকারীর চেয়ে অনেক বেশি।"
(তিরমিজি)

ফরজুল কিফায়ার গুরুত্ব

১.সমাজে ভারসাম্য বজায় রাখা

ফরজুল কিফায়া পালনের মাধ্যমে সমাজের প্রয়োজনীয় কাজগুলো সঠিকভাবে পরিচালিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ চিকিৎসক না হয়, তবে সমাজে চিকিৎসা সেবা বিপর্যস্ত হবে।

২.ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্ব ভাগাভাগি
ফরজুল কিফায়ার মাধ্যমে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের দক্ষতা অনুযায়ী কাজ করে এবং একক ব্যক্তির ওপর পুরো দায়িত্ব পড়ে না।

৩.ইসলামী ঐতিহ্য রক্ষা:

ফিকহ, তাফসির এবং হাদিসের মতো
বিষয়গুলোয় জ্ঞান অর্জন করলে ইসলামী মূল্যবোধ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষিত হয়।

৪.উম্মাহর উন্নয়ন ও সুরক্ষা:
সামরিক, অর্থনৈতিক, এবং প্রশাসনিক জ্ঞান অর্জন ফরজুল কিফায়ার অন্তর্ভুক্ত। এটি উম্মাহকে শক্তিশালী ও সুরক্ষিত করে।

ফরজুল কিফায়া না পালনে ক্ষতি:.

১.পুরো সমাজ গুনাহগার হয়ে যাবে।

২.সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অপূর্ণতা দেখা দেবে।

৩.প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও জ্ঞানের অভাবে উম্মাহ দুর্বল হবে।

৪.ইসলামিক জ্ঞান বিলুপ্ত হতে পারে এবং ভুল ধারণার প্রসার ঘটবে।

তাই বলা যায় যে ফরজুল কিফায়া একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, যা ব্যক্তি নয় বরং সমষ্টিগতভাবে সমাজের ওপর আরোপিত। এটি ইসলামিক সমাজের সুষ্ঠু পরিচালনা, উন্নতি এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিশ্চিত করতে অপরিহার্য। সমাজের কিছু ব্যক্তি যদি এই দায়িত্ব পালন করে, তবে উম্মাহ সঠিক পথে এগিয়ে যাবে। তবে এটি অবহেলা করা হলে পুরো সমাজ তার জন্য দায়বদ্ধ হবে।

ইল্মে শরই (ِِالْعِلْمُ الشَّرْعِي)সম্পর্কে বিস্তারিত

ইল্মে শরই-এর সংজ্ঞা

ইল্মে শরই হলো সেই জ্ঞান, যা সরাসরি আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কিত বিষয়াদি শেখায় এবং ব্যক্তি ও সমাজকে সঠিক পথনির্দেশ করে। এটি এমন জ্ঞান, যা ইবাদত, আকিদা (বিশ্বাস), এবং মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শরিয়াহর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী জীবনযাপন নিশ্চিত করে।

উদ্দেশ্য

আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

সঠিক ইবাদত এবং হালাল-হারামের জ্ঞান অর্জন।

ইসলামের নৈতিকতা ও আদর্শের ওপর জীবন গড়া।

ইল্মে শরই-এর উৎস

ইল্মে শরই-এর প্রধান উৎস হলো:

1. আল-কুরআন:
ইসলামের মূল বিধান এবং আল্লাহর বাণী।

2. আল-হাদিস:
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কথা, কাজ এবং সম্মতির মাধ্যমে প্রদত্ত নির্দেশনা।

3. ইজমা (সম্মিলিত ঐক্যমত):
ইসলামিক পণ্ডিতদের একমত হওয়া সিদ্ধান্ত।
4. কিয়াস (তুলনামূলক সিদ্ধান্ত):
শরিয়াহ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কুরআন ও হাদিস থেকে উদ্ভূত বিশ্লেষণ।

ইল্মে শরই-এর বিভাগসমূহ

1. ইল্মুল আকিদাহ (বিশ্বাসের জ্ঞান):

তাওহীদ (আল্লাহর একত্ব)।

নবুওত এবং আখিরাতের বিশ্বাস।

ঈমানের ছয়টি স্তম্ভ।

2. ইল্মুল ফিকহ (ইসলামী আইন):

ইবাদত (নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ)।

পারিবারিক আইন (বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার)।

আর্থিক লেনদেন এবং বাণিজ্যের বিধান।

3. ইল্মুল তাফসির (কুরআনের ব্যাখ্যা):

কুরআনের আয়াতের অর্থ এবং প্রয়োগ।

ইসলামের বিভিন্ন সময়কাল অনুযায়ী কুরআনের মর্মার্থ।

4. ইল্মুল হাদিস (হাদিসের জ্ঞান):

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী ও কার্যকলাপ।

হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণের পদ্ধতি।

5. ইল্মুল আখলাক (নৈতিকতার জ্ঞান):

ইসলামী চরিত্র ও নৈতিক মূল্যবোধ।

সুন্দর আচরণ ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা।

ইল্মে শরই-এর গুরুত্ব

১. সঠিক ইবাদতের জন্য প্রয়োজনীয়:

ইবাদত করার আগে কিভাবে ইবাদত করতে হয়, তা জানা জরুরি। যেমন: নামাজের সঠিক নিয়ম, রোজার শর্ত, এবং যাকাতের হিসাব।

২. হালাল ও হারাম নির্ধারণে সহায়ক:

ইসলামে কোন কাজ বা বস্তু হালাল এবং কোনটি হারাম তা ইল্মে শরই দ্বারা নির্ধারিত হয়।

৩. নৈতিকতা ও আচার-ব্যবহার শিখায়:

ইল্মে শরই মানুষের চরিত্র উন্নয়নে এবং সমাজে সুন্দর পরিবেশ বজায় রাখতে সাহায্য করে।

৪. জীবন পরিচালনার পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা:

ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইল্মে শরই সঠিক দিকনির্দেশনা দেয়।

কুরআন ও হাদিসে ইল্মে শরই-এর গুরুত্ব

কুরআনে:

1. আল্লাহ বলেন:

> “তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।”
(সুরা মুজাদালাহ: ১১)

2. আল্লাহ আরও বলেন:

> “যে ব্যক্তি জ্ঞানবান এবং যে অজ্ঞান, তারা কি সমান হতে পারে?”
(সুরা আয-যুমার: ৯)

হাদিসে:

1. রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
“জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরজ।”
(ইবনু মাজাহ)

2. রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও বলেছেন:
“যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।”
(সহিহ মুসলিম)

ইল্মে শরই-এর শ্রেষ্ঠত্ব

1. এটি আল্লাহ এবং তার রাসূলকে জানার মাধ্যম।

2. এটি ইবাদতের শুদ্ধতার নিশ্চয়তা দেয়।

3. ইল্মে শরই অর্জনের মাধ্যমে মানুষ জান্নাতের পথে অগ্রসর হয়।

4. এটি পৃথিবীতে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।

ইল্মে শরই ইসলামের মূল ভিত্তি, যা মানুষের জীবনকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পরিচালিত করতে সাহায্য করে। এটি প্রতিটি মুসলিমের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য অর্জিত হয়। ব্যক্তিগত, সামাজিক, এবং উম্মাহর কল্যাণের জন্য ইল্মে শরই চর্চা ও অর্জন অপরিহার্য।ইল্মে শরই বলতে বোঝায় ইসলামি শরিয়াহ বা ধর্মীয় জ্ঞানের সেই শাখা, যা আল্লাহর বিধান এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন পরিচালনার জন্য প্রয়োজন। এটি মূলত কুরআন, হাদিস, ফিকহ, এবং ইসলামের অন্যান্য শাস্ত্রভিত্তিক জ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করে।

ইল্মে গাঈর শরই (عِلْمُ غَيْرُ الشَّرْعِي)

ইল্মে গাঈর শরই বলতে বোঝায় এমন জ্ঞান, যা সরাসরি ইসলামী শরিয়াহ বা ধর্মীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয় কিন্তু দুনিয়ার জীবন পরিচালনা এবং মানবজীবনের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ। এটি দুনিয়াবি জ্ঞান বা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসা, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করে।

ইল্মে গাঈর শরঈ-এর সংজ্ঞা

ইল্মে গাঈর শরই হলো পৃথিবীর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান। এটি এমন জ্ঞান, যা শরিয়াহর সেবায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং দুনিয়ার উন্নয়ন ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত হয়।

উদ্দেশ্য

মানবজীবনের আর্থিক, সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নয়নে সহায়তা করা।

মুসলিম উম্মাহর শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করা।

দুনিয়ার জীবন সহজ ও সুশৃঙ্খল করা।

ইল্মে গাঈর শরঈ-এর উদাহরণ

১.চিকিৎসা:
মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞান।

২.ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি:
অবকাঠামো নির্মাণ, যন্ত্রপাতি তৈরি, এবং প্রযুক্তির উন্নয়নে দক্ষতা।

৩.বিজ্ঞান:
পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিদ্যা, এবং মহাকাশবিদ্যা।

৪.অর্থনীতি ও বাণিজ্য:
ব্যবসা পরিচালনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

৫.সামাজিক বিজ্ঞান:
সমাজবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, এবং রাজনীতি।

৬.শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ:
বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন।

ইল্মে গাঈর শরই-এর শরীয়াহগত দৃষ্টিকোণ

ফরজুল কিফায়ার অন্তর্ভুক্ত

ইল্মে গাঈর শরই-এর অনেক দিককে ইসলাম ফরজুল কিফায়া হিসেবে বিবেচনা করে। অর্থাৎ, সমাজের কিছু মানুষ এই জ্ঞান অর্জন করলে পুরো সমাজ গুনাহমুক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ

ডাক্তার হওয়া (চিকিৎসার জন্য)।

প্রকৌশলী হওয়া (অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য)।

কৃষিবিজ্ঞানী হওয়া (খাদ্য উৎপাদনের জন্য)।

শর্ত:

এই জ্ঞান অবশ্যই ইসলামি নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবহৃত হতে হবে।

এর মাধ্যমে হালাল উপায়ে মানবকল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে।

ইল্মে গাঈর শরই-এর গুরুত্ব

১. দুনিয়ার উন্নয়নে সহায়ক

ইল্মে গাঈর শরই মানবজীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণে সহায়তা করে, যেমন: চিকিৎসা, পরিবহন, যোগাযোগ, এবং অবকাঠামো উন্নয়ন।

২. ইসলামের প্রচারে সহায়ক

এই জ্ঞানের মাধ্যমে প্রযুক্তি, গণমাধ্যম, এবং গবেষণার মাধ্যমে ইসলামকে সঠিকভাবে বিশ্বে প্রচার করা সম্ভব।

৩. মুসলিম উম্মাহর শক্তি বৃদ্ধি

ইল্মে গাঈর শরই-এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ বিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং সামরিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী হয়ে উঠে।

৪. মানবকল্যাণ নিশ্চিতকরণ

মানুষের স্বাস্থ্য, খাদ্য, নিরাপত্তা, এবং বসবাসের মান উন্নত করতে এই জ্ঞান অপরিহার্য।

ইল্মে গাঈর শরই অর্জনে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী

কুরআনের নির্দেশনা:

জ্ঞান অর্জনের প্রতি উদ্দেশ্য:১

> "তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীর সমস্ত কিছুকে বিষয়বস্তু করেছেন।"
(সুরা বাকারা: ২৯)

পৃথিবী পর্যবেক্ষণের নির্দেশ:২

> "তারা কি উটের প্রতি লক্ষ্য করে না, কীভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে?"
(সুরা গাশিয়া: ১৭)

হাদিসের নির্দেশনা:

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:১.
"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরজ।"
(ইবনু মাজাহ)

তিনি আরও বলেছেন:২.
"তোমরা চিকিৎসা করো, কেননা আল্লাহ রোগ সৃষ্টি করেছেন এবং এর প্রতিকারও দিয়েছেন।"
(তিরমিজি)

ইল্মে গাঈর শরই-এর সীমাবদ্ধতা ও শর্ত

ইসলামী নীতিমালা লঙ্ঘন করা যাবে না।

এই জ্ঞান হারাম কাজে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

যেমন: অস্ত্র বানিয়ে নিরপরাধ মানুষ হত্যা করা।

ইসলামের সেবায় লাগানো:

এই জ্ঞানকে ইসলামের প্রচার ও মুসলিম উম্মাহর উন্নয়নে কাজে লাগাতে হবে।

আখিরাত ভুলে না যাওয়া:

ইল্মে গাঈর শরই শেখার পাশাপাশি ইল্মে শরই শেখা ও আমল করাও জরুরি।

ইল্মে গাঈর শরই মানবজীবনের দুনিয়াবি বিষয়গুলোতে কল্যাণ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি ইসলামের মূল নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অর্জন ও ব্যবহার করতে হবে। সমাজের দুনিয়াবি প্রয়োজন পূরণে এটি অপরিহার্য, তবে এর মাধ্যমে আখিরাতের সফলতা অর্জনের জন্য সঠিকভাবে ব্যবহার করা জরুরি। ইসলাম এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, যেখানে ইল্মে শরই এবং ইল্মে গাঈর শরই উভয়েরই গুরুত্ব রয়েছে।

ইল্মে নাফি (علم نافع) সম্পর্কে বিস্তারিত

ইল্মে নাফি (علم نافع) একটি আরবি শব্দগুচ্ছ, যার অর্থ উপকারী জ্ঞান। এটি এমন জ্ঞানকে বোঝায়, যা মানুষের জন্য ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ বয়ে আনে। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে, ইল্মে নাফি হলো এমন জ্ঞান যা মানুষের চরিত্র গঠন করে, আল্লাহর আনুগত্যে সাহায্য করে এবং মানুষের জীবন ও সমাজে শান্তি, উন্নতি, ও কল্যাণ নিশ্চিত করে।

ইল্মে নাফির সংজ্ঞা

ইল্মে নাফি দুই ধরনের হতে পারে:

1. দ্বীনি ইল্ম (ধর্মীয় জ্ঞান):

(বিশ্বাস) এবং ফিকহ (ইসলামি আইন) সংক্রান্ত জ্ঞানকে বোঝায়। যেমন, আল্লাহর দাসত্ব সম্পর্কে জানা, নামাজ, রোজা, হজ ইত্যাদি ইবাদতের সঠিক পদ্ধতি শেখা।

2. দুনিয়াবি ইল্ম (পার্থিব উপকারী জ্ঞান):

এটি এমন জ্ঞান, যা মানুষকে পার্থিব জীবনে কল্যাণকর কাজ করতে এবং সমাজে উন্নতি সাধন করতে সাহায্য করে। যেমন, চিকিৎসাশাস্ত্র, প্রকৌশল, কৃষি, পরিবেশবিদ্যা, এবং অন্যান্য বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি সংক্রান্ত জ্ঞান।

ইল্মে নাফির গুরুত্ব:

1. ইমান শক্তিশালী করে:
ইল্মে নাফি একজন মুমিনের ঈমানকে দৃঢ় করে এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বাড়ায়।

2. সঠিক পথনির্দেশ দেয়:
এটি মানুষের জীবনে সঠিক এবং ন্যায়নিষ্ঠ পথে চলার পথনির্দেশনা দেয়।

3. জীবন ও সমাজে কল্যাণ আনে:
পার্থিব জীবন এবং আখিরাতের সাফল্যের জন্য এটি অপরিহার্য। যেমন, একজন ভালো চিকিৎসক মানুষের জীবন বাঁচায় এবং সমাজে শান্তি স্থাপন করে।

4. আখিরাতে নাজাত:
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি দোয়ায় বলেছেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উপকারী জ্ঞান প্রার্থনা করছি।"
(সহিহ মুসলিম)

ইল্মে নাফির উদাহরণ

কুরআনের তাফসির শিখা।

ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস এবং ইবাদত শেখা।

আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র বা কৃষি বিজ্ঞান শিখে মানুষের উপকারে কাজ করা।

ইল্মে নাফি হলো সেই জ্ঞান যা মানুষের হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি ভক্তি সৃষ্টি করে এবং সমাজ ও বিশ্বের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। ইসলামে এই জ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত ফজিলতের কাজ।

ইল্মে গায়ের নাফি

ইল্মে গায়ের নাফি (علم غير نافع) অর্থ অপ্রয়োজনীয় বা অকল্যাণকর জ্ঞান, যা মানুষের জন্য ইহকাল ও পরকালে কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না। ইসলাম এই ধরনের জ্ঞান অর্জনকে নিরুৎসাহিত করেছে, কারণ এটি সময়ের অপচয়, ঈমানের ক্ষতি বা সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে।

ইল্মে গায়ের নাফির সংজ্ঞা

ইল্মে গায়ের নাফি হলো এমন জ্ঞান, যা:

1. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়ক নয়।

2. মানুষের জীবন ও চরিত্রে কোনো ইতিবাচক প্রভাব ফেলে না।

3. ঈমান বা আখিরাতের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

4. সমাজে অশান্তি, বিভ্রান্তি বা ফিতনার কারণ হয়।

ইল্মে গায়ের নাফির ধরন

অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেতে পারে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

১. ধর্মীয় ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান:

এমন বিষয়, যা শারিয়াহতে সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ। যেমন:

ধর্মে নতুন কিছু সংযোজন বা বিদআত সম্পর্কে জ্ঞান।

জিন বা অশরীরী বিষয় নিয়ে গভীর অনুসন্ধান করা, যা কোনো উপকারে আসে না।

এমন তর্কবিতর্কে লিপ্ত হওয়া, যা বিভক্তি সৃষ্টি করে।

২. পার্থিব ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান:

এমন জ্ঞান, যা শুধুমাত্র সময়ের অপচয় এবং মানব জীবনের জন্য মূল্যহীন। যেমন:

অবৈধ কাজ শেখা (যেমন হ্যাকিং বা অপরাধমূলক কার্যক্রম)।

এমন বিষয়, যা কেবল অহংকার বৃদ্ধি করে কিন্তু সমাজের কোনো উপকারে আসে না।

ভিত্তিহীন তত্ত্ব বা অনুমানের পেছনে সময় নষ্ট করা।

৩. অনৈতিক বা ক্ষতিকর জ্ঞান:

এমন জ্ঞান, যা মানুষের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি করে বা নৈতিক অবক্ষয় ঘটায়। যেমন:

গীবত বা চোগলখোরি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা।

অশ্লীলতা, অপসংস্কৃতি বা ক্ষতিকর কন্টেন্ট সম্পর্কে জানা।

ইল্মে গায়ের নাফির ক্ষতি:

1. আল্লাহর অসন্তুষ্টি:
এই ধরনের জ্ঞান আল্লাহর পথে চলার পরিবর্তে মানুষকে বিভ্রান্ত করে এবং ঈমান দুর্বল করে।

2. সময়ের অপচয়:
মানুষের জীবন একটি মূলধন। অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনে সময় নষ্ট করা মানে এই মূলধনের অপচয়।

3. ফিতনা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি:
অপ্রয়োজনীয় বা মিথ্যা জ্ঞান সমাজে ফিতনা ও বিভ্রান্তি ছড়াতে পারে।

4. ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্ষতি:
অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান ব্যক্তি এবং সমাজের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। এটি মানুষের নৈতিকতা নষ্ট করে এবং উন্নত জীবনযাত্রার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

কোরআন ও হাদিসে ইল্মে গায়ের নাফির উল্লেখ

1. কোরআনে:
আল্লাহ তাআলা বলেন:
"তোমরা এমন বিষয়ে অনুসন্ধান করো না, যা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।"
(সূরা মায়েদা: ১০১)

2. হাদিসে:
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করতেন:
“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই এমন জ্ঞান থেকে, যা উপকারে আসে না।”
(সহিহ মুসলিম)

ইল্মে গায়ের নাফি এড়ানোর উপায়

1. জ্ঞান অর্জনের আগে নিয়ত শুদ্ধ করা:
নিশ্চিত করতে হবে যে জ্ঞান আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হবে।

2. ইল্মে নাফির প্রতি মনোযোগী হওয়া:
উপকারী জ্ঞান অর্জনে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

3. ফিতনা ও অপসংস্কৃতি থেকে দূরে থাকা:
এমন জিনিস এড়ানো, যা সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে বা সময় নষ্ট করে।

4. আলেমদের পরামর্শ গ্রহণ করা:
কী ধরনের জ্ঞান অর্জন করা উচিত এবং কী এড়ানো উচিত, তা বোঝার জন্য ধর্মীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে পরামর্শ করা।

ইল্মে গায়ের নাফি এমন এক জ্ঞান, যা মানুষের জীবনে কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না বরং সময় ও শক্তির অপচয় ঘটায়। এটি মানুষের ইহকাল ও পরকালের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। একজন মুসলিমের দায়িত্ব হলো ইল্মে নাফি অর্জনে মনোযোগী হওয়া এবং ইল্মে গায়ের নাফি থেকে নিজেকে দূরে রাখা।

দুনিয়াবি ইল্ম

দুনিয়াবি ইল্ম বলতে পার্থিব বা জাগতিক জ্ঞান বোঝানো হয়, যা মানবজীবনের বিভিন্ন দিককে উন্নত করার জন্য অর্জিত হয়। এটি মানব জীবনের দৈনন্দিন কার্যক্রম, প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, শিল্পকলা, এবং সমাজ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয়। এই জ্ঞান ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি শুধু ব্যক্তির নয়, সমগ্র উম্মাহর কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে।

দুনিয়াবি ইল্ম হলো সেই জ্ঞান যা মানুষ এই পৃথিবীতে তাদের প্রয়োজনীয় কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য অর্জন করে। এটি বিভিন্ন শাস্ত্র বা ক্ষেত্রে বিস্তৃত, যেমন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, শিল্প, সাহিত্য, অর্থনীতি ইত্যাদি।

ইসলামের দৃষ্টিতে, দুনিয়াবি ইল্ম হালাল উপায়ে অর্জন করলে এটি ইবাদতের একটি রূপ হতে পারে, যদি এর উদ্দেশ্য হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং মানবতার উপকার।

দুনিয়াবি ইল্মের শাখাগুলো:

1. বিজ্ঞান (Science):
জগতের প্রকৃতি, বস্তু, এবং শক্তির সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা।
উদাহরণ: পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান ইত্যাদি।

2. প্রযুক্তি (Technology):
আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে মানবজীবনকে সহজতর করা।
উদাহরণ: কম্পিউটার বিজ্ঞান, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ইঞ্জিনিয়ারিং।

3. অর্থনীতি (Economics):
সম্পদ উৎপাদন, বন্টন এবং ব্যবহারের পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা।

4. চিকিৎসা (Medicine):
মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং রোগ নিরাময়ের জ্ঞান।

5. মানবিক শাস্ত্র (Humanities):

ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন এবং ভাষা নিয়ে গবেষণা।

6. ব্যবসা ও বাণিজ্য (Business & Commerce):
অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা।

ইসলামে দুনিয়াবি ইল্মের গুরুত্ব:

ইসলামে দুনিয়াবি ইল্মকে একেবারে উপেক্ষা করা হয় না। বরং এটি এমন একটি মাধ্যম, যা মানুষের জীবনকে সহজ করে এবং আল্লাহর পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করে।

ইসলামের দৃষ্টিকোণ

1. ইবাদত হিসেবে গণ্য হতে পারে:
আল্লাহর রাস্তায় ও মানুষের উপকারে জ্ঞান ব্যবহৃত হলে এটি ইবাদতের অংশ হয়ে যায়।

2. ইহকাল ও পরকালের ভারসাম্য:
আল্লাহ কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন, "তোমরা তোমার এই পৃথিবীর জীবনের অংশ ভুলে যেও না।" (সুরা কাসাস: ৭৭)

3. উম্মাহর কল্যাণে প্রয়োজন:
দুনিয়াবি ইল্ম মুসলিম উম্মাহকে শক্তিশালী এবং আত্মনির্ভরশীল করে তোলে।
নবী মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "যে জ্ঞান থেকে মানুষ উপকৃত হয়, তা সর্বোত্তম জ্ঞান।"

দুনিয়াবি ইল্মের গুরুত্ব বাস্তব জীবনে

1. জীবিকা নির্বাহ:

জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয় শিখে জীবনযাপন সহজ করা যায়।

2. উন্নত সমাজ গঠন:

দুনিয়াবি জ্ঞান মানুষকে সমাজের কল্যাণে কাজ করতে উৎসাহিত করে।

3. চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য:

চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞান মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অপরিহার্য।

4. প্রযুক্তিগত উন্নতি:

প্রযুক্তি দুনিয়াবি ইল্মের একটি ফসল, যা মানুষের জীবনকে সহজতর করে তুলেছে।

5. নতুন উদ্ভাবন:

দুনিয়াবি জ্ঞান মানুষকে গবেষণা ও নতুন আবিষ্কারে সাহায্য করে।

ইসলামে দুনিয়াবি ও দ্বীনী ইল্মের ভারসাম্য:

1. ইসলামে শুধু দুনিয়াবি ইল্ম অর্জন করাই নয়, বরং দ্বীনী ইল্ম অর্জনকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

2. দুনিয়াবি ইল্ম ও দ্বীনী ইল্মের সম্মিলনে একজন ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ পালনে এবং সমাজে উন্নতি করতে পারে।

3. নবী মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন:

"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজ।" (ইবনে মাজাহ)

সীমাবদ্ধতা

যদিও দুনিয়াবি ইল্ম গুরুত্বপূর্ণ, তবে এটি কিছু সীমাবদ্ধতার মধ্যে রাখতে হবে:

1. আখিরাত ভুলে যাওয়া:
দুনিয়াবি ইল্ম অর্জনে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়া উচিত নয় যে মানুষ আখিরাতকে ভুলে যায়।

2. অনৈতিক উদ্দেশ্য:
যদি দুনিয়াবি ইল্ম মানুষকে আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে পরিচালিত করে, তবে তা হারাম বলে গণ্য হয়।

দুনিয়াবি ইল্ম মানবজীবনের প্রয়োজনীয় অংশ, যা মানুষের জীবিকা নির্বাহ, সমাজের উন্নয়ন এবং প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধনের জন্য অপরিহার্য। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে, এই জ্ঞান শুধুমাত্র তখনই প্রকৃত মূল্যবান হয়, যখন এটি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং মানবতার কল্যাণে ব্যবহৃত হয়। দুনিয়াবি ইল্ম ও দ্বীনী ইল্মের ভারসাম্য বজায় রেখে জীবন পরিচালনা করাই একজন আদর্শ মুসলিমের জন্য প্রয়োজনীয়।

আর আখিরাতের ইল্ম বলতে এমন জ্ঞানকে বোঝায়, যা পরকালীন জীবনের বাস্তবতা, প্রস্তুতি এবং সঠিক পথনির্দেশ নিয়ে আলোচনা করে। এটি ইসলামি জ্ঞানের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

অংশ, কারণ আখিরাতের প্রতি ঈমান ইসলামি বিশ্বাসের অন্যতম স্তম্ভ। এই জ্ঞান মানুষের মধ্যে আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে এবং দুনিয়ার জীবনে ন্যায়নিষ্ঠভাবে জীবনযাপন করতে উৎসাহিত করে।:

হলো সেই জ্ঞান যা পরকালের জীবনের সত্যতা, মৃত্যুর পর যা ঘটবে, কিয়ামতের দিন, জান্নাত, জাহান্নাম, এবং আল্লাহর সামনে মানুষের জবাবদিহিতা সম্পর্কিত বিষয়ে শিক্ষা দেয়। এটি কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে সরাসরি প্রাপ্ত হয় এবং একজন মুমিনের জীবন পরিচালনার জন্য অপরিহার্য।

আখিরাতের ইল্মের মূল বিষয়বস্তু

1. মৃত্যু ও তার পরবর্তী অবস্থা:

মৃত্যু জীবনের একটি অনিবার্য বাস্তবতা, এবং এর পরেই আখিরাতের শুরু।

কবরে জিজ্ঞাসাবাদ: দুই ফেরেশতা (মুনকার এবং নাকির) প্রশ্ন করবেন—কে তোমার রব? তোমার ধর্ম কী? এবং তোমার নবী কে?

2. বারযাখ জীবন:

মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যে অন্তর্বর্তীকালীন জীবন, তাকে বারযাখ বলা হয়।

এটি নেককার মানুষের জন্য শান্তি এবং পাপীদের জন্য শাস্তির সময়।

3. কিয়ামতের দিন (দিবসে হাশর):

পৃথিবীর শেষ দিন, যখন সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হবে এবং পুনরুত্থিত হবে।

মানবজাতির জন্য এটি জবাবদিহিতার দিন। এটি সম্পর্কে কুরআনে বহুবার সতর্ক করা হয়েছে: "সেদিন মানুষকে তাদের আমলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে।" (সুরা আল-জালজালাহ: ৬-৮)

4. হিসাব ও জবাবদিহিতা:

প্রত্যেক ব্যক্তি তার দুনিয়ার কাজের জন্য আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করবে।

আমলনামা (কর্মফল): মানুষের সকল কাজ তার ডান বা বাম হাতে আমলনামা হিসেবে তুলে দেওয়া হবে।

5. সিরাতের পুল:

জান্নাতে প্রবেশের আগে প্রত্যেককে সিরাতের পুল পার হতে হবে, যা জাহান্নামের উপর দিয়ে গেছে। নেককাররা সহজে পার হবে, আর পাপীরা পড়ে যাবে।

6. জান্নাত ও জাহান্নাম:

জান্নাত: নেককারদের জন্য আল্লাহর পুরস্কার। কুরআন ও হাদিসে জান্নাতের অপূর্ব বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

জাহান্নাম: পাপীদের জন্য শাস্তি। এটি কঠোর শাস্তি এবং অনুতাপের জায়গা।

আখিরাতের ইল্ম কেন গুরুত্বপূর্ণ?

1. আখিরাতে বিশ্বাস ফরজ:

আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস ইসলামের ছয়টি ঈমানের স্তম্ভের একটি। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন:

"যারা অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামাজ কায়েম করে এবং যা আমি তাদের দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে, তারাই সফল।" (সুরা বাকারা: ২-৩)

2. মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে:

আখিরাতের ইল্ম মানুষকে নৈতিক ও সৎ জীবনযাপন করতে উদ্বুদ্ধ করে।

মানুষ দুনিয়ার লোভ থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজ করে।

3. আত্মশুদ্ধি ও তাওবা:

আখিরাতের জ্ঞান পাপীদের তাওবার (পাপমোচনের) জন্য অনুপ্রাণিত করে।

মৃত্যুর পর তাওবার সুযোগ নেই, তাই মানুষ জীবিত অবস্থায় নিজের ভুল সংশোধনের চেষ্টা করে।

4. আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভালোবাসা বৃদ্ধি করে:

জান্নাতের প্রতিশ্রুতি মানুষকে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে।

জাহান্নামের শাস্তি সম্পর্কে জ্ঞান মানুষকে পাপ থেকে দূরে রাখে।

আখিরাতের ইল্মের উৎস

1. কুরআন:

কুরআন আখিরাত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছে। যেমন:

"নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ঘটাবো এবং তোমাদের কাজের হিসাব নেব।" (সুরা গাশিয়াহ: ২৫-২৬)

2. হাদিস:

নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর বাণীতে আখিরাতের ব্যাপারে বহু বিশদ বিবরণ রয়েছে।

উদাহরণ: নবী (সা.) বলেছেন, "এই পৃথিবী পরকালের জন্য প্রস্তুতির স্থান।"

3. ফিকহ ও ইসলামি স্কলারদের লেখা:

ইসলামী ফিকহ এবং স্কলারদের বইগুলো আখিরাতের বিষয়গুলো আরও সহজবোধ্য করে তুলে ধরে।

আখিরাতের ইল্ম অর্জনের উপকারিতা:

1. জীবন ও মৃত্যুর উদ্দেশ্য বোঝা:

মানুষ দুনিয়ার জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব বুঝতে পারে এবং আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নেয়।

2. আমলের গুণগত মান বৃদ্ধি:

মানুষ নিজের কাজের প্রতি আরও মনোযোগী হয় এবং তা বিশুদ্ধভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করে।

3. ধৈর্য ও ত্যাগের মনোভাব সৃষ্টি:

আখিরাতের প্রতিশ্রুত পুরস্কার মানুষকে দুনিয়ার কষ্টসহ্য করতে সাহায্য করে।

আখিরাতের ইল্ম শুধু পরকালের জন্য প্রস্তুতি নয়, এটি দুনিয়ার জীবনে নৈতিকতা, সৎচরিত্র, এবং আল্লাহর আনুগত্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। একজন মুসলিমের জন্য আখিরাতের জ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি তাকে দুনিয়ার প্রতি আসক্তি থেকে দূরে রেখে চিরস্থায়ী জীবনের জন্য প্রস্তুত করে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এবং আখিরাতে সফলতা লাভের জন্য এই জ্ঞান চর্চা ও আমলে পরিণত করা অপরিহার্য।

'ইল্ম (জ্ঞান) এর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফযীলত:

১. 'ইল্ম নবীগণ আ. এর মীরাছ/উত্তরাধিকার: নবীগণ আ: (কাউকে) দিরহাম এবং দিনারের (দুনিয়াবী কোন জিনিসের) ওয়ারিছ/উত্তরাধিকারী বানাননি। কেবলমাত্র তারা (মানুষকে) 'ইল্মের উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন। যদি কোন ব্যক্তি 'ইল্ম অর্জন করে, তাহলে সে ব্যক্তি নবীগণ আ. এর মীরাছ/উত্তরাধিকার থেকে পূর্ণ অংশ অর্জন করতে পারবে।

অতএব এ পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন তুমি জ্ঞানবানদের অন্তর্ভুক্ত হবে, তখন তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওয়ারিছ/উত্তরাধিকারী হবে। আর এটি ('ইল্ম অর্জনের) সবচেয়ে বড় ফযীলত।

২. 'ইল্ম স্থায়ী হয়, আর সম্পদ ফুরিয়ে যায়: আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দরিদ্র সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এমনকি তিনি ক্ষুধার কারণে অজ্ঞান হয়ে (মাটিতে) পড়ে যেতেন। আমি আল্লাহ্'র কসম করে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই, আমাদের যুগে মানুষের মাঝে আবু হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীস চলে, নাকি চলে না? হ্যাঁ! তার বর্ণিত হাদীস অনেক চলে। সুতরাং আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ঐ ব্যক্তির সমপরিমাণ ছাওয়াব হয়, যে ব্যক্তি তার বর্ণিত হাদীসগুলো দ্বারা উপকৃত হয়। তাহলে বুঝা গেল যে, 'ইল্ম টিকে থাকে, আর সম্পদ ফুরিয়ে যায়। অতএব, হে 'ইল্ম অন্বেষণকারী! 'ইল্মকে আঁকড়ে ধরা তোমার উপর অপরিহার্য।

হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ

وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"যখন মানুষ মারা যায়, তখন তিনটি আমল ছাড়া তার সকল আমল (সকল আমলের ছাওয়াব তার থেকে) ছিন্ন হয়ে যায়। সাদাক্বায়ে জারিয়াহ, এমন 'ইল্ম (জ্ঞান), যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং এমন সৎ সন্তান, যে সন্তান (তার মৃত্যুর পর) তার জন্য দু'আ করে"।

(সহীহ মুসলিম; হা/১৬৩১, সুনান আবু দাউদ; হা/২৮৮০, সুনান আত-তিরমিযী; হা/১৩৭৬।)

৩. 'ইল্ম অর্জনকারী (জ্ঞানবান/বিদ্বান ব্যক্তি) 'ইল্ম (সংরক্ষণের ক্ষেত্রে) কোন কষ্ট অনুভব করে না: কেননা যখন আল্লাহ তোমাকে কোন 'ইল্ম দান করেন, তখন তিনি তা (তোমার)

অন্তরে সংরক্ষণ করেন। 'ইল্ম (সংরক্ষণের ক্ষেত্রে) কোন সিন্দুক বা চাবিকাঠি অথবা অন্যান্য কোন জিনিসের প্রয়োজন অনুভব করেন না। এটি (মানুষের) অন্তরে ও হৃদয়ে সংরক্ষিত থাকে। আর যথাসময়ে 'ইল্মই (জ্ঞানই) তোমার অভিভাবক হয়ে যায়। কেননা এটি আল্লাহর অনুমতিক্রমে তোমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করে। অতএব, 'ইল্মই তোমাকে রক্ষা করে। পক্ষান্তরে সম্পদকে তুমি নিজেই বড় দরজার অন্তরালে সিন্দুকের মধ্যে রেখে সংরক্ষণ কর। আর তা সত্ত্বেও তুমি সম্পদের ব্যাপারে আস্থাশীল হও না।

৪. মানুষ সত্যের সাক্ষ্যপ্রদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য 'ইল্মকে মাধ্যম বানায়: এর দলীল (প্রমাণ) হচ্ছে আল্লাহ্'র এই বাণী,

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ

"ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত আল্লাহ নিজে সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ব্যতিত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানী ব্যক্তিগণও সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ব্যতিত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই"। সূরাহ আল-ইমরান; ৩:১৮)

(এখানে আল্লাহ কি "ধনী ব্যক্তিগণ") أُوْلُو الْمَال (বলেছেন? না! বরং তিনি বলেছেন, জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ) أُوْلُو الْعِلْم (। সুতরাং হে 'ইল্ম অন্বেষণকারী! আল্লাহর একত্বের উপর সাক্ষ্যদানকারী ফেরেশতাগণের সাথে যে ব্যক্তি আল্লাহর ব্যাপারে এ সাক্ষ্যদান করে যে, তিনি ছাড়া অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই, সে ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত হওয়া তোমার সম্মানের জন্য যথেষ্ট।

৫. "উলাতুল আমর" (কর্তৃত্বশীল ব্যক্তিবর্গ) এর দু'শ্রেণীর মধ্যে প্রথম শ্রেণী হলেন আহলুল ইল্ম (আলিমগণ): আল্লাহ তা'আলা যাদের আনুগত্য করার আদেশ দিয়েছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্য থেকে أُوْلُو الْأَمْر "উলুল আমর" (শাসকবর্গ/ কর্তৃত্বশীল ব্যক্তিবর্গ(এর (আনুগত্য করো)"। সূরাহ আন-নিসা; ৪:৫৯।

অতএব, এখানে "উলাতুল উমূর" (পদটি) "শাসকবর্গ ও বিচারকবর্গ" এবং "জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ (উলামায়ে কিরাম) ও 'ইল্ম অন্বেষণকারী (শিক্ষার্থীবৃন্দ)" শব্দগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং জ্ঞানী ব্যক্তিগণের (আলিমগণের) কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্'র বিধি-বিধান (শরী'আত) বর্ণনা করার

ক্ষেত্রে এবং জনগণকে তার দিকে আহ্বান করার ক্ষেত্রে। আর শাসকবর্গের কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্'র বিধি-বিধান (রাষ্ট্রে) বাস্তবায়িত করা এবং সে বিধি-বিধান পালনের জন্য জনগণকে বাধ্য করা।

৬. আহলুল ইলম (আলিমগণ) কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার আদেশের উপর আটল থাকবেন: আর এর পক্ষে দলীল (প্রমাণ) গ্রহণ করা হয় মু'আবিয়াহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর (বর্ণিত) হাদীস দ্বারা। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি,

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

"আল্লাহ যার কল্যান চান, তাকে দ্বীনের সঠিক 'ইল্ম (জ্ঞান) দান করেন"।"

প্রকৃতপক্ষে আমি (আল্লাহ্'র আদেশক্রমে তোমাদের সকলের মাঝে ওহীর জ্ঞান) বন্টন করি এবং আল্লাহ (তার ইচ্ছানুযায়ী তোমাদের সকলকে দ্বীনের 'ইল্ম) দান করেন। আর এ উম্মাহ (আলিম জাতি) আল্লাহ্'র সত্য দ্বীনের উপর অটল থাকবেন। যারা তাদের বিরোধিতা করে, তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এমনকি আল্লাহ্'র আদেশ (কিয়ামত) সংঘটিত হবে, (অথচ তারা এমনই থাকবে)। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল এ দল সম্পর্কে বলেন,

إِنْ لَمْ يَكُوْنُوْا أَهْلَ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ

"যদি তারা 'আহলুল হাদীস' না হন, তাহলে আমি জানি না তারা কারা"। আর ক্বাযী 'ইয়াদ্ব (রহি.) বলেন,

أَرَادَ أَحْمَدُ أَهْلَ السُّنَّةِ وَ مَنْ يَعْتَقِدُ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ

ইমাম আ'হমাদ বিন হাম্বাল (রহি.) "আহলুস সুন্নাহ"কে এবং যারা আহলুল হাদীস মতাদর্শকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, তাদেরকে উদ্দেশ্য করেছেন।'

(৫. সহীহ আল-বুখারী; হা/৭১, সহীহ মুসলিম; হা/১৩৩৭, সহীহ ইবনু হিব্বান; হা/৮৯ ৬. ফাতহুল বারী; ১/১৬৪ (সহীহ আল-বুখারীর ৭০ নং হাদীসের ব্যাখ্যা), শারহুন নাওয়াবী; ১৩/৬৭ (সহীহ মুসলিমের ১৯২০ নং হাদীসের ব্যাখ্যা)।
৭. প্রাগুক্ত।)

৭. আল্লাহ (তার বান্দাগণকে) যেগুলো নি'আমাত দান করেছেন, সেগুলোর মধ্য থেকে কোন নি'আমাতের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকে কারও প্রতি ঈর্ষা করতে উৎসাহ দেননি। তবে দু'টি নি'আমাতের ব্যাপারে (একে অপরের প্রতি ঈর্ষা করতে উৎসাহ দিয়েছেন)। নি'আমাত দু'টি হচ্ছে:

ক. 'ইল্ম (জ্ঞান) অন্বেষণ করা এবং তা অনুযায়ী আমল করা।

খ. এমন ব্যবসায়ী, যে তার সম্পদ ইসলামের কাজে প্রদান করে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

"(শুধুমাত্র) দু'টি ক্ষেত্রে ছাড়া (অন্য কোন ক্ষেত্রে) ঈর্ষা করা বৈধ নয়। এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, আল্লাহ যাকে সম্পদ দিয়েছেন, অতঃপর তিনি তাকে মহৎ কাজগুলোর ক্ষেত্রে তা খরচ করার ব্যাপারে ক্ষমতা দিয়েছেন। আর এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, আল্লাহ যাকে প্রজ্ঞা দান করেছেন, অতঃপর সে ব্যক্তি তা অনুযায়ী আমল করে এবং তা মানুষকে (ছাওয়াবের আশায়) শিক্ষা দেয়"।

৮. ইমাম বুখারী (রহি.) বর্ণিত হাদীছে ('ইল্ম সম্পর্কে বর্ণনা) এসেছে: আবূ মূসা আল-আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ، كَمَثَلِ الغَيْثِ الكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا

نَقِيَّةٌ، قَبِلَتِ المَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الكَلأَ وَالعُشْبَ الكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَا، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِيْنِ اللَّهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ

"আল্লাহ যে দিক-নির্দেশনা এবং (শার'ঈ দলীলসমূহের) 'ইল্মসহ আমাকে (দুনিয়াতে) পাঠিয়েছেন, তা (অর্জনকারীর) দৃষ্টান্ত হচ্ছে জমিনের (এক অংশে)

(৯ সহীহ আল-বুখারী; হা/৭৩, সহীহ মুসলিম; হা/৮১৬, ছহীহ ইবনু হিব্বান; হা/৯০, সুনান ইবনু মাজাহ; হা/৪২০৮, আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাক্বী; হা/২০১৬৪।)

পতিত পর্যাপ্ত বৃষ্টির মত। (১ম প্রকার জমিন:) ভাল উর্বর কিছু ভূমি রয়েছে, যেগুলো ভূমি পানি শুষে নেয়, অতঃপর প্রচুর তাজা ও শুকনা তৃণলতা এবং তাজা ঘাস উৎপন্ন করে। (২য় প্রকার জমিন:) আর শক্ত কিছু ভূমি রয়েছে, যেগুলো ভূমি পানি আটকে রাখে। অতঃপর আল্লাহ ঐ পানির দ্বারা সকল মানুষের উপকার করেন। ফলে তারা (নিজেরা তা) পান করে, (তাদের পশুপাখিকে) পান করায় এবং (তা দ্বারা) চাষাবাদ করে। (৩য় প্রকার জমিন:) জমিনের অপর কিছু অংশে বৃষ্টি পতিত হয়, যে অংশগুলো কেবলমাত্র সমতল। সেগুলো ভূমি পানি আটকে রাখে না এবং তাজা ও শুকনা তৃণলতাও উৎপন্ন করে না।১০

সুতরাং ঐ (১ম ও ২য় প্রকার) জমিন হলো এমন ব্যক্তির দৃষ্টান্ত, যে ব্যক্তি আল্লাহ্'র দ্বীনের ব্যাপারে 'ইল্ম অর্জন করে এবং আল্লাহ আমাকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন, তা তার উপকারে আসে। ফলে সে 'ইল্ম অর্জন করে এবং তা শিক্ষা দেয়। আর ঐ (৩য় প্রকার) জমিন হলো এমন ব্যক্তির দৃষ্টান্ত, যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে মাথা তুলে দেখে না এবং আল্লাহ্'র যে দিক-নির্দেশনা দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে, সেটিও গ্রহণ করে না"।"

৯. 'ইল্ম (অন্বেষণের পথ) জান্নাতের পথ: আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বর্ণিত হাদীছ তার প্রমাণ। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

"আর যদি কোন ব্যক্তি 'ইল্ম অন্বেষণের উদ্দেশ্যে রাস্তায় বের হয়, তাহলে আল্লাহ তার বিনিময়ে ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের দিকে রাস্তা সহজ করে দেন"। ১২

১০. মু'আবিয়াহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীসে 'ইল্ম সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

"আল্লাহ যার কল্যান চান, তাকে দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞান দান করেন"। ১৩

(১০. সহীহ আল-বুখারী; হা/৭৯, শার্'হুস সুন্নাহ লিল বা'গাবী; হা/১৩৫, আল-মুগ্ধাছরুন নাছী'হ

ফী তাহযীবিল কিতাবিল জামি'ইছ সহীহ; হা/৫৮। ১১. সহীহ মুসলিম; হা/২৬৯৯, তিরমিযী; হা/২৯৪৫, ইবনু মাজাহ; হা/২২৫, মুসনাদ আহমাদ; হা. নং: ৭৪২, মুসনাদ বায্যার; হা/৯১২।

১২. সহীহ: মুসলিম হা/২৬৯৯, তিরমিযী হা/২৬৪৬, আবু দাউদ ৩৬৪৩, ইবনে মাজাহ হা/২২৫।
১৩. সহীহ আল-বুখারী; হা/৭১, সহীহ মুসলিম হা/১৩৩৭।)
অর্থাৎ আল্লাহ তার দ্বীনের ব্যাপারে তাকে ফকীহ/বিশেষজ্ঞ বানিয়ে দেন। ফিক্‌হশাস্ত্রে পারদর্শীদের নিকটে ِالْفِقْهُ فِي الدِّين)দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞান) দ্বারা শুধুমাত্র فِقْهُ الْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ ِالْمَخْصُوْصَة)বিশেষ আমল সংক্রান্ত বিধি-বিধানের জ্ঞান) উদ্দেশ্য নয়। বরং এর দ্বারা عِلْمُ ِالتَّوْحِيد)আল্লাহ্'র একত্বের জ্ঞান(, عِلْم الدِّيْنِ أُصُوْلِ ُ)দ্বীনের মূলনীতিসমূহের জ্ঞান) এবং আল্লাহ্'র শরী'আতের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য বিষয়াদির জ্ঞান উদ্দেশ্য। আর যদি 'ইল্ম অর্জনের ফযীলতের ক্ষেত্রে এই হাদীসটি ব্যতিত কুরআন এবং হাদীসের কোন দলীল না থাকে, তবুও অবশ্যই এই হাদীছটি শরী'আতের 'ইল্ম অন্বেষণ ও অর্জনের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে।

১১. 'ইল্ম হচ্ছে আলো, যার দ্বারা বান্দা আলোকিত হয়: বান্দা জানে সে কিভাবে তার প্রতিপালকের 'ইবাদত করবে এবং সে কিভাবে তার বান্দাদের সাথে পারস্পারিক লেনদেন করবে। অতএব, এসব ব্যাপারে 'ইল্ম এবং (কুরআন ও হাদীসের) সুস্পষ্ট দলীল অনুযায়ী তার চলার পথ (তৈরি) হয়।

১২. নিশ্চয় আলিম (জ্ঞানী) ব্যক্তি হলেন আলো, যার দ্বারা লোকেরা তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে সঠিক পথ পায়: আর বানী ইসরাঈলের (১০০ জন মানুষকে হত্যাকারী) লোকটির ঘটনা আমাদের অধিকাংশের নিকটে গোপনীয় নয়। যখন ঐ লোকটি ৯৯ জন মানুষকে হত্যা করল, তখন সে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় একজন আলিম সম্পর্কে (মানুষকে) জিজ্ঞেস করল। অতঃপর তাকে একজন ধার্মিক লোকের ব্যাপারে বলা হলো। তারপর সে (তার নিকটে গিয়ে) তাকে জিজ্ঞেস করল: তার জন্য কি কোন তাওবাহ রয়েছে? তখন ধার্মিক লোকটি যেন বিষয়টিকে বড় মনে করলেন। তারপর তিনি বললেন: না! (কোন তাওবাহ নেই)। ফলে সে তাকে হত্যা করে তার দ্বারা (হত্যাকৃত ব্যক্তির সংখ্যা) ১০০ জন পূর্ণ করল। অতঃপর সে একজন আলিমের নিকটে গেল। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করল: (তার জন্য কি কোন তাত্ত্বাহ

রয়েছে?) তখন তিনি তাকে সংবাদ দিলেন যে, তার জন্য তাওবাহ রয়েছে। (তিনি তাকে আরও সংবাদ দিলেন যে,) এমন কিছু নেই, যা তার মাঝে এবং তার তাওবাহ্'র মাঝে প্রতিবন্ধক হবে। অতঃপর তিনি তাকে এক দেশের ব্যাপারে বললেন, সে দেশের উদ্দেশ্যে তার বের হওয়ার জন্য, যার অধিবাসীগণ সৎ। ফলে সে বের হলো। অতঃপর রাস্তার মাঝে তার মৃত্যু সংঘটিত হলো। ঘটনাটি প্রসিদ্ধ। ১৪

সুতরাং তুমি 'আলিম (জ্ঞানী) এবং জাহিল (মূর্খ) এর মাঝে পার্থক্য লক্ষ্য করো।

(১৪ ঘটনাটি সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম এ বর্ণিত হয়েছে। সহীহ মুসলিম; হা/২৭৬৬)

১৩. নিশ্চয় আল্লাহ ইহকালে ও পরকালে জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গকে (আলিমগণকে) উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেন: তারা আল্লাহ্'র দিকে দা'ওয়াত দানের যে দায়িত্ব পালন করেন, তার ভিত্তিতে এবং তারা যা জানেন তা অনুযায়ী আমল করার ভিত্তিতে, দুনিয়াতে আল্লাহ তাদেরকে তার সমস্ত বান্দাদের মাঝে উচ্চ মর্যাদা দান করেন। পক্ষান্তরে, পরকালেও তিনি তাদেরকে এসবের ভিত্তিতে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

"তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে (ইহকালে সম্মান ও পরকালে ছাওয়াব দানের মধ্যমে) বহু মর্যাদায় উন্নীত করবেন"। সূরাহ আল-মুজাদালাহ; ৫৮:১১।

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"যখন মানুষ মারা যায়, তখন তিনটি আমল ছাড়া তার সকল আমল (সকল আমলের ছাওয়াব তার থেকে) ছিন্ন হয়ে যায়। সাদাক্বায়ে জারিয়াহ, এমন 'ইল্ম (জ্ঞান), যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং এমন সৎ সন্তান, যে সন্তান (তার মৃত্যুর পর) তার জন্য দু'আ করে"।

(সহীহ মুসলিম; হা/১৬৩১, সুনান আবু দাউদ; হা/২৮৮০, সুনান আত-তিরমিযী; হা/১৩৭৬।)

৩. 'ইল্ম অর্জনকারী (জ্ঞানবান/বিদ্বান ব্যক্তি) 'ইল্ম (সংরক্ষণের ক্ষেত্রে) কোন কষ্ট অনুভব করে না: কেননা যখন আল্লাহ তোমাকে কোন 'ইল্ম দান করেন, তখন তিনি তা (তোমার) অন্তরে সংরক্ষণ করেন। 'ইল্ম (সংরক্ষণের ক্ষেত্রে) কোন সিন্দুক বা চাবিকাঠি অথবা অন্যান্য কোন জিনিসের প্রয়োজন অনুভব করেন না। এটি (মানুষের) অন্তরে ও হৃদয়ে সংরক্ষিত থাকে। আর যথাসময়ে 'ইল্মই (জ্ঞানই) তোমার অভিভাবক হয়ে যায়। কেননা এটি আল্লাহর অনুমতিক্রমে তোমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করে। অতএব, 'ইল্মই তোমাকে রক্ষা করে। পক্ষান্তরে সম্পদকে তুমি নিজেই বড় দরজার অন্তরালে সিন্দুকের মধ্যে রেখে সংরক্ষণ কর। আর তা সত্ত্বেও তুমি সম্পদের ব্যাপারে আস্থাশীল হও না।

৪. মানুষ সত্যের সাক্ষ্যপ্রদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য 'ইল্মকে মাধ্যম বানায়: এর দলীল (প্রমাণ) হচ্ছে আল্লাহ্'র এই বাণী,

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ

"ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত আল্লাহ নিজে সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ব্যতিত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানী ব্যক্তিগণও সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ব্যতিত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই"। সূরাহ আল-ইমরান; ৩:১৮)

(এখানে আল্লাহ কি "ধনী ব্যক্তিগণ" (أُوْلُو الْمَال) বলেছেন? না! বরং তিনি বলেছেন, জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ (أُوْلُو الْعِلْم)। সুতরাং হে 'ইল্ম অন্বেষণকারী! আল্লাহর একত্বের উপর সাক্ষ্যদানকারী ফেরেশতাগণের সাথে যে ব্যক্তি আল্লাহর ব্যাপারে এ সাক্ষ্যদান করে যে, তিনি ছাড়া অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই, সে ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত হওয়া তোমার সম্মানের জন্য যথেষ্ট।

৫. "উলাতুল আমর" (কর্তৃত্বশীল ব্যক্তিবর্গ) এর দু'শ্রেণীর মধ্যে প্রথম শ্রেণী হলেন আহলুল ইল্ম (আলিমগণ): আল্লাহ তা'আলা যাদের আনুগত্য করার আদেশ দিয়েছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্য থেকে أُوْلُو الْأَمْر "উলুল আমর" (শাসকবর্গ/ কর্তৃত্বশীল ব্যক্তিবর্গ(এর (আনুগত্য করো)"। সূরাহ আন-নিসা; ৪:৫৯।

অতএব, এখানে "উলাতুল উমূর" (পদটি) "শাসকবর্গ ও বিচারকবর্গ” এবং “জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ (উলামায়ে কিরাম) ও 'ইল্ম অন্বেষণকারী (শিক্ষার্থীবৃন্দ)” শব্দগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং জ্ঞানী ব্যক্তিগণের (আলিমগণের) কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্'র বিধি-বিধান (শরী'আত) বর্ণনা করার ক্ষেত্রে এবং জনগণকে তার দিকে আহ্বান করার ক্ষেত্রে। আর শাসকবর্গের কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্'র বিধি-বিধান (রাষ্ট্রে) বাস্তবায়িত করা এবং সে বিধি-বিধান পালনের জন্য জনগণকে বাধ্য করা।

৬. আহলুল ইলম (আলিমগণ) কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার আদেশের উপর আটল থাকবেন: আর এর পক্ষে দলীল (প্রমাণ) গ্রহণ করা হয় মু'আবিয়াহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর (বর্ণিত) হাদীস দ্বারা। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে **শুনেছি,**

مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

"আল্লাহ যার কল্যান চান, তাকে দ্বীনের সঠিক 'ইল্ম (জ্ঞান) দান করেন"।"

প্রকৃতপক্ষে আমি (আল্লাহ্'র আদেশক্রমে তোমাদের সকলের মাঝে ওহীর জ্ঞান) বন্টন করি এবং আল্লাহ (তার ইচ্ছানুযায়ী তোমাদের সকলকে দ্বীনের 'ইল্ম) দান করেন। আর এ উম্মাহ (আলিম জাতি) আল্লাহ্'র সত্য দ্বীনের উপর অটল থাকবেন। যারা তাদের বিরোধিতা করে, তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এমনকি আল্লাহ্'র আদেশ (কিয়ামত) সংঘটিত হবে, (অথচ তারা এমনই থাকবে)। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল এ দল সম্পর্কে বলেন,

إِنْ لَمْ يَكُوْنُوْا أَهْلَ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ

"যদি তারা 'আহলুল হাদীস' না হন, তাহলে আমি জানি না তারা কারা"। আর ক্বাযী 'ইয়াদ্ব (রহি.) বলেন,

أَرَادَ أَحْمَدُ أَهْلَ السُّنَّةِ وَ مَنْ يَعْتَقِدُ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ

ইমাম আ'হমাদ বিন হাম্বাল (রহি.) "আহলুস সুন্নাহ"কে এবং যারা আহলুল হাদীস মতাদর্শকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, তাদেরকে উদ্দেশ্য করেছেন।'

(৫. সহীহ আল-বুখারী; হা/৭১, সহীহ মুসলিম; হা/১৩৩৭, সহীহ ইবনু হিব্বান; হা/৮৯ ৬. ফাতহুল বারী; ১/১৬৪ (সহীহ আল-বুখারীর ৭০ নং হাদীসের ব্যাখ্যা), শারহুন নাওয়াবী; ১৩/৬৭ (সহীহ মুসলিমের ১৯২০ নং হাদীসের ব্যাখ্যা)।
৭. প্রাগুক্ত।)

৭. আল্লাহ (তার বান্দাগণকে) যেগুলো নি'আমাত দান করেছেন, সেগুলোর মধ্য থেকে কোন নি'আমাতের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকে কারও প্রতি ঈর্ষা করতে উৎসাহ দেননি। তবে দু'টি নি'আমাতের ব্যাপারে (একে অপরের প্রতি ঈর্ষা করতে উৎসাহ দিয়েছেন)। নি'আমাত দু'টি হচ্ছে:

ক. 'ইল্ম (জ্ঞান) অন্বেষণ করা এবং তা অনুযায়ী আমল করা।

খ. এমন ব্যবসায়ী, যে তার সম্পদ ইসলামের কাজে প্রদান করে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

"(শুধুমাত্র) দু'টি ক্ষেত্রে ছাড়া (অন্য কোন ক্ষেত্রে) ঈর্ষা করা বৈধ নয়। এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, আল্লাহ যাকে সম্পদ দিয়েছেন, অতঃপর তিনি তাকে মহৎ কাজগুলোর ক্ষেত্রে তা খরচ করার ব্যাপারে ক্ষমতা দিয়েছেন। আর এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, আল্লাহ যাকে প্রজ্ঞা দান করেছেন, অতঃপর সে ব্যক্তি তা অনুযায়ী আমল করে এবং তা মানুষকে (ছাওয়াবের আশায়) শিক্ষা দেয়"।

৮. ইমাম বুখারী (রহি.) বর্ণিত হাদীছে ('ইল্ম সম্পর্কে বর্ণনা) এসেছে: আবূ মূসা আল-আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ، كَمَثَلِ الغَيْثِ الكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا

نَقِيَّةٌ، قَبِلَتِ المَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الكَلأَ وَالعُشْبَ الكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَا، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِيْنِ اللَّهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ

“আল্লাহ যে দিক-নির্দেশনা এবং (শার'ঈ দলীলসমূহের) 'ইল্মসহ আমাকে (দুনিয়াতে) পাঠিয়েছেন, তা (অর্জনকারীর) দৃষ্টান্ত হচ্ছে জমিনের (এক অংশে)

(৯ সহীহ আল-বুখারী; হা/৭৩, সহীহ মুসলিম; হা/৮১৬, ছহীহ ইবনু হিব্বান; হা/৯০, সুনান ইবনু মাজাহ; হা/৪২০৮, আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাক্বী; হা/২০১৬৪।)

পতিত পর্যাপ্ত বৃষ্টির মত। (১ম প্রকার জমিন:) ভাল উর্বর কিছু ভূমি রয়েছে, যেগুলো ভূমি পানি শুষে নেয়, অতঃপর প্রচুর তাজা ও শুকনা তৃণলতা এবং তাজা ঘাস উৎপন্ন করে। (২য় প্রকার জমিন:) আর শক্ত কিছু ভূমি রয়েছে, যেগুলো ভূমি পানি আটকে রাখে। অতঃপর আল্লাহ ঐ পানির দ্বারা সকল মানুষের উপকার করেন। ফলে তারা (নিজেরা তা) পান করে, (তাদের পশুপাখিকে) পান করায় এবং (তা দ্বারা) চাষাবাদ করে। (৩য় প্রকার জমিন:) জমিনের অপর কিছু অংশে বৃষ্টি পতিত হয়, যে অংশগুলো কেবলমাত্র সমতল। সেগুলো ভূমি পানি আটকে রাখে না এবং তাজা ও শুকনা তৃণলতাও উৎপন্ন করে না।১০

সুতরাং ঐ (১ম ও ২য় প্রকার) জমিন হলো এমন ব্যক্তির দৃষ্টান্ত, যে ব্যক্তি আল্লাহ্'র দ্বীনের ব্যাপারে 'ইল্ম অর্জন করে এবং আল্লাহ আমাকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন, তা তার উপকারে আসে। ফলে সে 'ইল্ম অর্জন করে এবং তা শিক্ষা দেয়। আর ঐ (৩য় প্রকার) জমিন হলো এমন ব্যক্তির দৃষ্টান্ত, যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে মাথা তুলে দেখে না এবং আল্লাহ্'র যে দিক-নির্দেশনা দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে, সেটিও গ্রহণ করে না"।"

৯. 'ইল্ম (অন্বেষণের পথ) জান্নাতের পথ: আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বর্ণিত হাদীছ তার প্রমাণ। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

"আর যদি কোন ব্যক্তি 'ইল্ম অন্বেষণের উদ্দেশ্যে রাস্তায় বের হয়, তাহলে আল্লাহ তার বিনিময়ে ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের দিকে রাস্তা সহজ করে দেন"। ১২

১০. মু'আবিয়াহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীসে 'ইল্ম সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **বলেছেন,**

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

"আল্লাহ যার কল্যান চান, তাকে দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞান দান করেন"। ১৩

(১০. সহীহ আল-বুখারী; হা/৭৯, শার্'হুস সুন্নাহ লিল বা'গাবী; হা/১৩৫, আল-মুগ্ধাছরুন নাছী'হ

ফী তাহযীবিল কিতাবিল জামি'ইছ সহীহ; হা/৫৮। ১১. সহীহ মুসলিম; হা/২৬৯৯, তিরমিযী; হা/২৯৪৫, ইবনু মাজাহ; হা/২২৫, মুসনাদ আহমাদ; হা. নং: ৭৪২, মুসনাদ বায্যার; হা/৯১২।

১২. সহীহ: মুসলিম হা/২৬৯৯, তিরমিযী হা/২৬৪৬, আবু দাউদ ৩৬৪৩, ইবনে মাজাহ হা/২২৫।

১৩. সহীহ আল-বুখারী; হা/৭১, সহীহ মুসলিম হা/১৩৩৭।)

অর্থাৎ আল্লাহ তার দ্বীনের ব্যাপারে তাকে ফকীহ/বিশেষজ্ঞ বানিয়ে দেন। ফিক্‌হশাস্ত্রে পারদর্শীদের নিকটে الْفِقْهُ فِي الدِّين (দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞান) দ্বারা শুধুমাত্র فِقْهُ الْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَخْصُوْصَةِ (বিশেষ আমল সংক্রান্ত বিধি-বিধানের জ্ঞান) উদ্দেশ্য নয়। বরং এর দ্বারা عِلْمُ التَّوْحِيد (আল্লাহ্'র একত্বের জ্ঞান), عِلْم أُصُوْلِ الدِّيْنِ (দ্বীনের মূলনীতিসমূহের জ্ঞান) এবং আল্লাহ্'র শরী'আতের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য বিষয়াদির জ্ঞান উদ্দেশ্য। আর যদি 'ইল্‌ম অর্জনের ফযীলতের ক্ষেত্রে এই হাদীসটি ব্যতিত কুরআন এবং হাদীসের কোন দলীল না থাকে, তবুও অবশ্যই এই হাদীছটি শরী'আতের 'ইল্‌ম অন্বেষণ ও অর্জনের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে।

১১. 'ইল্‌ম হচ্ছে আলো, যার দ্বারা বান্দা আলোকিত হয়: বান্দা জানে সে কিভাবে তার প্রতিপালকের 'ইবাদত করবে এবং সে কিভাবে তার বান্দাদের সাথে পারস্পারিক লেনদেন করবে। অতএব, এসব ব্যাপারে 'ইল্‌ম এবং (কুরআন ও হাদীসের) সুস্পষ্ট দলীল অনুযায়ী তার চলার পথ (তৈরি) হয়।

১২. নিশ্চয় আলিম (জ্ঞানী) ব্যক্তি হলেন আলো, যার দ্বারা লোকেরা তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে সঠিক পথ পায়: আর বানী ইসরাঈলের (১০০ জন মানুষকে হত্যাকারী) লোকটির ঘটনা আমাদের অধিকাংশের নিকটে গোপনীয় নয়। যখন ঐ লোকটি ৯৯ জন মানুষকে হত্যা করল, তখন সে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় একজন আলিম সম্পর্কে (মানুষকে) জিজ্ঞেস করল। অতঃপর তাকে একজন ধার্মিক লোকের ব্যাপারে বলা হলো। তারপর সে

(তার নিকটে গিয়ে) তাকে জিজ্ঞেস করল: তার জন্য কি কোন তাওবাহ রয়েছে? তখন ধার্মিক লোকটি যেন বিষয়টিকে বড় মনে করলেন। তারপর তিনি বললেন: না! (কোন তাওবাহ নেই)। ফলে সে তাকে হত্যা করে তার দ্বারা (হত্যাকৃত ব্যক্তির সংখ্যা) ১০০ জন পূর্ণ করল। অতঃপর সে একজন আলিমের নিকটে গেল। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করল: (তার জন্য কি কোন তাত্ত্বাহ রয়েছে?) তখন তিনি তাকে সংবাদ দিলেন যে, তার জন্য তাওবাহ রয়েছে। (তিনি তাকে আরও সংবাদ দিলেন যে,) এমন কিছু নেই, যা তার মাঝে এবং তার তাওবাহ্'র মাঝে প্রতিবন্ধক হবে। অতঃপর তিনি তাকে এক দেশের ব্যাপারে বললেন, সে দেশের উদ্দেশ্যে তার বের হওয়ার জন্য, যার অধিবাসীগণ সৎ। ফলে সে বের হলো। অতঃপর রাস্তার মাঝে তার মৃত্যু সংঘটিত হলো। ঘটনাটি প্রসিদ্ধ। ১৪

সুতরাং তুমি 'আলিম (জ্ঞানী) এবং জাহিল (মূর্খ) এর মাঝে পার্থক্য লক্ষ্য করো।

(১৪ ঘটনাটি সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম এ বর্ণিত হয়েছে। সহীহ মুসলিম; হা/২৭৬৬)

১৩. নিশ্চয় আল্লাহ ইহকালে ও পরকালে জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গকে (আলিমগণকে) উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেন: তারা আল্লাহ্'র দিকে দা'ওয়াত দানের যে দায়িত্ব পালন করেন, তার ভিত্তিতে এবং তারা যা জানেন তা অনুযায়ী আমল করার ভিত্তিতে, দুনিয়াতে আল্লাহ তাদেরকে তার সমস্ত বান্দাদের মাঝে উচ্চ মর্যাদা দান করেন। পক্ষান্তরে, পরকালেও তিনি তাদেরকে এসবের ভিত্তিতে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

"তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে (ইহকালে সম্মান ও পরকালে ছাওয়াব দানের মধ্যমে) বহু মর্যাদায় উন্নীত করবেন"। সূরাহ আল-মুজাদালাহ; ৫৮:১১।

ইল্ম অর্জনের পদ্ধতি

জানা বিষয় যে, যখন মানুষ কোনো একটি স্থানে যাওয়ার ইচ্ছা করে, তখন তার এমন একটি পথ চেনা আবশ্যক, যে পথটি তাকে সে স্থানে পৌঁছে দিবে। আর যখন বহু সংখ্যক পথ হবে, তখন সে সবচেয়ে নিকটবর্তী এবং সবচেয়ে সহজ পথ অনুসন্ধান করবে। একারণে একজন শিক্ষার্থীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হলো: তার 'ইল্ম অন্বেষণ কয়েকটি মূলনীতির উপর

ভিত্তিশীল হবে এবং আন্দাজে উদ্দেশ্যহীনভাবে না চলা। অতএব, যদি কোনো ব্যক্তি উক্ত মূলনীতিগুলো ভালভাবে আয়ত্ত্ব না করে, তাহলে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা যাবে না।

অতএব, মূলনীতিগুলো হলো: শাখাবিশিষ্ট মাসআলাগুলোসহ 'ইল্ম অর্জন করা। এধরণের 'ইল্ম শাখাবিশিষ্ট গাছের মূলের মত। অতএব, যখন শাখাগুলো মজবুত মূলের উপর থাকবে না, তখন শাখাগুলো শুকিয়ে যাবে এবং মরে যাবে।

কিন্তু মূলনীতিগুলো কি? সেগুলো কি সহীহ দলীলসমূহ? নাকি সেগুলো নিয়মনীতি?

উত্তর: মূলনীতিগুলো হলো কুরআন ও সুন্নাহ্'র দলীলসমূহ এবং কুরআন-সুন্নাহ থেকে গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে গৃহীত নিয়মনীতিসমূহ। আর এগুলো একজন শিক্ষার্থীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

উদাহরণ: জটিলতা সহজতাকে টেনে আনে। এটি কুআন-সুন্নাহ থেকে গৃহীত একটি মূলনীতি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

"আর তিনি দ্বীনের ক্ষেত্রে তোমাদের উপর জটিলতা আরোপ করেন নি"। সূরাহ আল-হাজ্ব; ২২:৭৮।

আর নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'ইম্মান ইবনু 'হুসাইন রা. কে বলেন:

صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

"তুমি দাড়ানো অবস্থায় সালাত আদায় করো। যদি তুমি (তাতে) সক্ষম না হও, তাহলে বসা অবস্থায় সালাত আদায় করো। যদি তুমি (তাতেও) সক্ষম না হও, তাহলে কোনো এক পার্শ্বের উপর (শুয়ে সালাত আদায় করো)"। (সহীহ বুখারী হা/১১১৭)

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"যখন আমি তোমাদেরকে কোনে বিষয়ে আদেশ করব, তখন তোমরা তোমাদের সক্ষমতা অনুযায়ী তা পালন করবে"।(সহীহ বুখারী হা/৭২৮৮)

এটি হলো একটি মূলনীতি। যদি তোমার নিকটে বিভিন্ন আকৃতিতে ১০০০ মাসআলাহ আসে, তাহলে আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিব যে, তুমি এই মূলনীতি অনুযায়ী এই মাসআলাহগুলোর ফায়সালা দিতে পারবে। কিন্তু যদি তোমার নিকটে এই মূলনীতিটি না থাকে, এমতাবস্থায় তোমার নিকটে দু'টি মাসআলাহ আসে; তাহলে তোমার উপর বিষয়টি কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। আর 'ইল্ম অর্জনের জন্য দু'টি পদ্ধতি রয়েছে।

'ইল্ম অর্জনের প্রথম পদ্ধতি

একজন শিক্ষার্থী নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ থেকে 'ইল্ম অর্জন করবে এবং ঐসকল কিতাব থেকে 'ইল্ম অর্জন করবে; যেসকল কিতাব প্রসিদ্ধ 'আলিমগণ তাদের 'ইল্ম, বিশ্বস্থতা এবং বিদআত ও কুসংস্কার থেকে 'আক্বীদাহ্'র বিশুদ্ধতা অনুযায়ী রচনা করেছেন।

আর কোনো একটি মূল কিতাব থেকে 'ইল্ম গ্রহণ করা আবশ্যক। যার মাধ্যমে মানুষ যে কোনো অভিষ্ট লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। কিন্তু এখানে দু'টি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।

প্রথম প্রতিবন্ধকতা: সময়ের দীর্ঘতা। কেননা মানুষ (মূল কিতাব থেকে 'ইল্ম অর্জন করতে গেলে) দীর্ঘ সময়, খুব কষ্ট এবং কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন মনে করে। এমনকি মানুষ যে 'ইল্ম কামনা করে তা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আর কখনো কখনো অধিকাংশ মানুষ এই প্রতিবন্ধকতার সাথে পেরে উঠতে পারে না। বিশেষ করে, মানুষ তার চারপাশে দেখে যে, অনেকেই কোনো লাভ ছাড়াই তাদের সময় নষ্ট করে। ফলে তাকেও অলসতা ধরে ফেলে, সে স্মৃতি দূর্বল হয়ে পড়ে এবং ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ফলে সে যা চায় তা পায় না।

দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতা: যে ছাত্র কোনো একটি মূল কিতাব থেকে 'ইল্ম অর্জন করে,

অথচ নিয়মনীতির/মূলনীতির উপর ভিত্তিশীল হয় না। তার 'ইল্ম অর্জন অধিকাংশ ক্ষেত্রে দূর্বল হয়। আর একারণেই যে ছাত্র কোনো একটি মূল কিতাব থেকে 'ইল্ম অর্জন করে, আমরা তার নিকট থেকে অনেক ভুল দেখতে পায়। কেননা তার নিকটে এমন নিয়মনীতি ও মূলনীতিসমূহ নেই, যেগুলোর উপর সে নির্ভর করবে এবং যেগুলোর উপর কুরআন ও সুন্নাহ্'র আনুষঙ্গিক বিষয়াদি ভিত্তিশীল হবে। আমরা এমন কিছু লোককে দেখতে পায়, যারা এমন হাদীস বর্ণনা করে, যা নির্ভরযোগ্য সহীহ হাদীস ও মুসনাদ হাদীস গ্রন্থসমূহে উল্লেখ নেয়। বিদ্বানগণের নিকটে এই পদ্ধতিটি এমন পদ্ধতির বিপরীত, যা নির্ভরযোগ্য মূলনীতিসমূহে উল্লেখিত আছে।

অতঃপর তারা এই হাদীসটি গ্রহণ করে এবং এই হাদীসটির উপরই তাদের বিশ্বাস ভিত্তিশীল হয়। কোনো সন্দেহ নেই যে, এটি ভুল। কেননা কুরআন-সুন্নাহ্'র এমন কিছু মূলনীতি রয়েছে, যেগুলোর উপর আনুষঙ্গিক বিষয়াদি আবর্তিত হয়। অতএব, এসকল আনুষঙ্গিক বিষয়াদিকে মূলনীতিসমূহের দিকে এমন ভাবে ফিরিয়ে দেওয়া আবশ্যক; যখন আমরা এসকল আনুষঙ্গিক বিষয়াদির মাঝে উক্ত মূলনীতিসমূহের বিপরীত কিছু দেখতে পাব, তখন এসকল আনুষঙ্গিক

বিষয়াদির মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব নয়। অতএব, অবশ্যই আমরা এসকল আনুষঙ্গিক বিষয়াদি পরিত্যাগ করব।

'ইল্ম অর্জনের দ্বিতীয় পদ্ধতি: তুমি এমন শিক্ষকের নিকট থেকে 'ইল্ম অর্জন করবে, যিনি তার 'ইল্ম এবং দ্বীনের ব্যাপারে আস্থাশীল।

আর এই পদ্ধতিটি 'ইল্ম অর্জনের সবচেয়ে দ্রুততম এবং সবচেয়ে সঠিক পদ্ধতি। কেননা প্রথম পদ্ধতিতে কখনো কখনো একজন শিক্ষার্থী তার বুঝের দূর্বলতার কারণে বা তার 'ইল্মের কমতির কারণে অথবা অন্য কোনো কারণে বিভ্রান্ত হয়ে যায়, অথচ সে জানেই না।

পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় পদ্ধতিতে একজন শিক্ষার্থী তার শিক্ষকের সাথে কোনো মত গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষেত্রে আলোচনা করে। অতঃপর এর কারণেই উক্ত ছাত্রটির জন্য বুঝের ক্ষেত্রে, অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে, বিশুদ্ধ মতামতগুলোর পক্ষ সমর্থনের পদ্ধতির ক্ষেত্রে এবং দূর্বল মতামতগুলো বর্জনের ক্ষেত্রে বহু দরজা খুলে যায়। আর যখন ছাত্রটি দু'টি পদ্ধতির মাঝে সমন্বয় করবে, তখন এটি অধিক পরিপূর্ণ হবে। আর ছাত্রটি যেন ধারাবাহিকভাবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি দ্বারা এবং বিস্তারিত বিদ্যার আগে সংক্ষিপ্ত বিদ্যার দ্বারা ('ইল্ম অর্জন) শুরু করে। যেন সে একটি স্তর থেকে আরেকটি স্তরের দিকে উন্নীত হতে পারে। অতএব, ছাত্রটি কোনো একটি স্তরে আরোহণ করবে না, যতক্ষণ না তার পূর্ববর্তী স্তরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়। যাতে করে তার আরোহণটি নিরাপদ হয়।

ইল্ম অর্জনের সুনির্দিষ্ট কারণ

ইল্ম অর্জনের অনেক কারণ বিদ্যমান। সেগুলোর কিছু আমরা উল্লেখ করব।

১. আল্লাহভীতি (اَلتَّقْوَى) :তাক্বওয়া অর্জন করা তার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল বান্দাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ لَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ إِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَ كَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا

"তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদেরকে এবং তোমাদেরকে অবশ্যই আমি এই নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমারা আল্লাহকে ভয় করো। আর যদি তোমরা কুফুরী কর তাহলে, নিশ্চয় আসমানসমূহ এবং যমীনের মধ্যে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহ হলেন অভাবমুক্ত এবং প্রশংসিত"। সূরাহ আন- নিসা; ৪:**১৩১**।

আর এটা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরও নির্দেশ তার উম্মাতের প্রতি। আবু উমামাহ দ্বদী ইবনু 'আজলান 'আল-বাহিলী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، وَ صَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَ صُوْمُوا شَهْرَكُمْ، وَ أَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَ أَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ

"আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বিদায় হজ্জে ভাষণ দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন: তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করো, তোমাদের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করো, তোমাদের রমাযান মাসের সিয়াম পালন করো, তোমাদের ধন-সম্পদের যাকাত প্রদান করো, তোমাদের নেতাদের আনুগত্য করো এবং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ করো"। (সহীহ তিরমিযী হা:৬১৬)

আর রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোনো নেতাকে কোনো অভিযানে প্রেরণ করতেন, তখন বিশেষ করে তাকে আল্লাহভীতির নির্দেশ দিতেন এবং মুসলিমদের মধ্য থেকে তার (অর্থাৎ, নেতার) সাথে যারা থাকতেন তাদের সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিতেন এবং সালাফে সালেহীন তাদের বক্তৃতায়, তাদের

লেখনীতে এবং মৃত্যুর সময় তাদের ওয়াছিয়্যাতে তারা পরস্পরকে সদুপদেশ দিতে অব্যাহত থাকতেন।

উমার ইবনুল খাত্তাব রা. তার ছেলে আব্দুল্লাহ্'র নিকটে লিখেছিলেন,

أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ - فَإِنَّهُ مَنْ إِتَقَاهُ وَقَاهُ، وَمَنْ أَقْرَضَهُ جَزَاهُ؛ وَمَنْ شُكْرَهُ زَادَهُ

অতঃপর, আমি তোমাকে আল্লাহভীতির ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছি। যে তাকে ভয় করবে, তিনি তাকে রক্ষা করবেন। যে তাকে ঋণ দিবে, তিনি তাকে প্রতিদান দিবেন এবং যে তার কৃতজ্ঞতা আদায় করবে, তিনি তাকে তা বৃদ্ধি করে দিবেন।

আর 'আলী রা. কোনো একজন ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "আমি তোমাকে এমন আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি, যার সাক্ষাৎ তোমার জন্য আবশ্যক। যাকে ছাড়া তোমার কোনো সমাপ্তি নেই। আর তিনি ইহকাল এবং পরকালের মালিক"।

আর কোনো একজন ধার্মিক ব্যক্তি তার কোনো এক দ্বীনি ভাইয়ের নিকটে লিখেছেন, "আমি তোমাকে এমন আল্লাহভীতির নির্দেশ দিচ্ছি, যিনি তোমাকে তোমার বিছানায় (বিপদ-আপদ থেকে) রক্ষা করেন এবং তোমাকে তোমার বাহিরে আরহণে (বিপদ-আপদ থেকে) রক্ষা করেন। সুতরাং, তুমি তোমার অন্তরকে দিনে এবং রাতে সর্বাবস্তায় আল্লাহ্'র কাছে প্রদান করো। তুমি আল্লাহকে ভয় করো তোমার নিকট তার নিকটবর্তীতা অনুযায়ী, তোমার উপর তার ক্ষমতা অনুযায়ী। আর জেনে রাখো! নিশ্চয় তুমি তার চোখের সামনে রয়েছ, তুমি তাঁর কর্তৃত্ব থেকে বের হয়ে অন্যের কর্তৃত্বের দিকে যেতে পারবে না এবং তাঁর মালিকানা থেকে অন্যের মালিকানার দিকে যেতে পারবে না। অতএব, তাঁর প্রতি তোমার ভয় যেন বেশি থাকে"।

আর তাক্বওয়ার শাব্দিক অর্থ: "বান্দা তার মাঝে এবং সে যার ভয় করে তার মাঝে এমন প্রতিরক্ষা স্থাপন করবে, যা তাকে ভয় হতে রক্ষা করবে"।

পারিভাষিক সংজ্ঞা: "বান্দা তার নিজের মাঝে এবং সে যার রাগ ও অসন্তুষ্টির ভয় করে তার মাঝে, তার আনুগত্যের মাধ্যমে ও তার পাপসমূহ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে এমন প্রতিরক্ষা স্থাপন করবে, যা তাকে তার রাগ ও অসন্তুষ্টির ভয় থেকে রক্ষা করবে"।

জেনে রাখো! কখনো কখনো "তাক্বওয়া" শব্দটি "বির্" শব্দটির সাথে যুক্ত হয়ে আসে, তখন বলা হয়: وَتَقْوَى যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى

"আর তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করো আদেশসমূহ পালন এবং নিষেধসমূহ বর্জনের ব্যাপারে"। সূরাহ আল-মায়িদাহ; ৫:২।

আর কখনো কখনো এ শব্দ দু'টির একটিকে উল্লেখ করা হয়। অতএব, যখন "বির্" শব্দটির সাথে "তাক্বওয়া" শব্দটি মিলিত হয়ে আসে, তখন "বির্" শব্দটি "আদেশ পালন" এর অর্থ দেয়। আর "তাক্বওয়া" শব্দটি "নিষেধসমূহ বর্জন" এর অর্থ দেয়। আর "তাক্বওয়া" শব্দটি যখন এককভাবে ব্যবহৃত হয়, তখন এটি এমন ব্যাপক অর্থ দেয়, যা আদেশসমূহ পালন ও নিষেধসমূহ বর্জনের অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে।

আর অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তার কুরআনে উল্লেখ করেছেন যে, জান্নাত মুত্তাকীদের (আল্লাহভীরুদের) জন্য তৈরি করা হয়েছে। সুতরাং, আল্লাহভীরুরাই জান্নাতের অধিবাসী (আল্লাহ আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে জান্নাতের অন্তর্ভুক্ত করুন)। আর একারণেই মানুষের উপর আবশ্যক হলো আল্লাহকে ভয় করা; তার আদেশসমূহ মেনে চলার জন্য, তার প্রতিদান অন্বেষণের জন্য এবং তার শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللَّهُ

ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

"হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে তিনি তোমাদেরকে সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী শক্তি প্রদান করবেন, তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ তা'আলা মহা অনুগ্রহশীল। সূরাহ আল-আনফাল; ৮:২৯।

আর এই আয়াতের মধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ফায়েদাহ রয়েছে,

প্রথম ফায়দাহ: يَجْعَلْ لَكُمْ فَرْقَان "তোমাদেরকে সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী শক্তি প্রদান করবেন"। অর্থাৎ, তিনি তোমাদেরকে এমন শক্তি প্রদান করবেন, যার মাধ্যমে তোমরা সত্য-

মিথ্যার মাঝে ও ভাল-মন্দের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করবে। আর আয়াতের এই অংশে 'ইল্ম অন্তর্ভুক্ত। এটি এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের
জেনে রাখো! কখনো কখনো "তাক্বওয়া" শব্দটি "বির্" শব্দটির সাথে যুক্ত হয়ে আসে, তখন বলা হয়: وَتَقْوَى যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى

"আর তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করো আদেশসমূহ পালন এবং নিষেধসমূহ বর্জনের ব্যাপারে"। সূরাহ আল-মায়িদাহ; ৫:২।

আর কখনো কখনো এ শব্দ দু'টির একটিকে উল্লেখ করা হয়। অতএব, যখন "বির্" শব্দটির সাথে "তাক্বওয়া" শব্দটি মিলিত হয়ে আসে, তখন "বির্" শব্দটি "আদেশ পালন" এর অর্থ দেয়। আর "তাক্বওয়া" শব্দটি "নিষেধসমূহ বর্জন" এর অর্থ দেয়। আর "তাক্বওয়া" শব্দটি যখন এককভাবে ব্যবহৃত হয়, তখন এটি এমন ব্যাপক অর্থ দেয়, যা আদেশসমূহ পালন ও নিষেধসমূহ বর্জনের অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে।

আর অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তার কুরআনে উল্লেখ করেছেন যে, জান্নাত মুত্তাকীদের (আল্লাহভীরুদের) জন্য তৈরি করা হয়েছে। সুতরাং, আল্লাহভীরুরাই জান্নাতের অধিবাসী (আল্লাহ আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে জান্নাতের অন্তর্ভুক্ত করুন)। আর একারণেই মানুষের উপর আবশ্যক হলো আল্লাহকে ভয় করা; তার আদেশসমূহ মেনে চলার জন্য, তার প্রতিদান অন্বেষণের জন্য এবং তার শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللَّهُ

ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

"হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে তিনি তোমাদেরকে সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী শক্তি প্রদান করবেন, তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ তা'আলা মহা অনুগ্রহশীল। (সূরাহ আল-আনফাল; ৮:২৯)

আর এই আয়াতের মধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ফায়েদাহ রয়েছে,

প্রথম ফায়দাহ: يَجْعَلْ لَكُمْ فَرْقَانًا "তোমাদেরকে সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী শক্তি প্রদান করবেন"। অর্থাৎ, তিনি তোমাদেরকে এমন শক্তি প্রদান করবেন, যার মাধ্যমে তোমরা সত্য-মিথ্যার মাঝে ও ভাল-মন্দের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করবে। আর আয়াতের এই অংশে 'ইল্ম অন্তর্ভুক্ত। এটি এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের
জন্য যে জ্ঞানসমূহ উন্মোচন করে দিয়েছেন, তা অন্য কারো জন্য উন্মোচন করেন নি। কেননা আল্লাহভীতির মাধ্যমেই সঠিক পথের আধিক্যতা, 'ইল্মের আধিক্যতা এবং সংরক্ষণের আধিক্যতা অর্জিত হয়।

আর একারণেই শাফি'ঈ (রহি.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন:

شَكَوْتُ إِلَى وَكِيْعٍ سُوْءَ حِفْظِي فَأَرْشَدَنِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي وَ قَالَ اعْلَمْ بِأَنَّ الْعِلْمُ نُوْرٌ وَ نُوْرُ اللهِ لَا يُؤْتَاهُ عَاصِي

"আমি আমার শিক্ষক ওয়াকী' এর নিকট আমার স্মরণশক্তির দূর্বলতার ব্যাপারে অভিযোগ করলাম। অতঃপর তিনি আমাকে গুনাহসমূহ বর্জনের পরামর্শ দিলেন এবং বল্লেন: তুমি জেনে রাখো যে, 'ইল্ম হলো নূর। আর আল্লাহ্'র নূর কোনো পাপীকে দেওয়া হয় না"।

কোনো সন্দেহ নেই যে, মানুষ যখন 'ইল্ম বৃদ্ধি করতে চায়, তখন মানুষ শিক্ষা ব্যবস্থা, সত্য-মিথ্যা মাঝে এবং ভাল-মন্দের মাঝে পার্থক্যকারী শক্তি বৃদ্ধি করতে চায়।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য যে "বুঝ" উন্মোচন করে দিয়েছেন, তা

আয়াতের এ অংশের অন্তর্ভুক্ত। আর তাক্বওয়া হচ্ছে বুঝশক্তির উপকরণ এবং

বুঝশক্তির মাধ্যমে 'ইল্মের আধিক্যতা অর্জিত হয়। অতঃপর তুমি দু'জন ব্যক্তিকে

লক্ষ্য করবে, তারা আল্লাহ্'র কুন থেকে কোনো আয়াত সংরক্ষণ করে এবং
তাদের দু'জনের একজন উক্ত আয়াত থেকে তিনটি হুকুম বের করতে সক্ষম হয়।
আর অপরজন; আল্লাহ তাকে যে "বুঝ" দিয়েছেন, তা অনুযায়ী সে উক্ত আয়াত
থেকে অনেক হুম বের করতে সক্ষম হয়। তাক্বওয়া হচ্ছে বুঝের আধিক্যতার
উপকরণ।

আর আয়াতের এই অংশে অন্তরদৃষ্টিও অন্তর্ভুক্ত যে, আল্লাহ আল্লাহভীরুদের এমন অন্তরদৃষ্টি প্রদান করেন, যার মাধ্যমে সে মানুষের মাঝে (ভাল-মন্দের) পার্থক্য করে। সুতরাং, শুধুমাত্র মানুষকে দেখেই সে চিনতে পারে যে, সে (মানুষটি) সত্যবাদী নাকি মিথ্যাবাদী, নেক্কার নাকি বক্কার। এমনকি আল্লাহ তাকে যে অন্তরদৃষ্টি দিয়েছেন, তার মাধ্যমে কখনো কখনো সে ব্যক্তি কোনো এক ব্যক্তির ব্যাপারে ফায়সালা দেয়। অথচ সে (কখনো) তার সঙ্গী হয় নি এবং তার সম্পর্কে (পূর্ব থেকে) কোনো কিছুই জানে না।

দ্বিতীয় ফায়দাহ: ﴿وَ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ "তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন"। আর সৎ আমলের মাধ্যমে পাপ মোচন হয়। কেননা সৎ আমল খারাপ আমলের কাফফারা। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَ الْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَ رَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفَّرَاتٌ مَا بَيْنَهُ إِنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ

যদি বান্দা কবীরাহ গুনাসমূহ বর্জন করে, তাহলে পাঁচ ওয়াক্ত ছলাত, এক জুম'আহ থেকে অপর জুম'আহ এবং এক রমাযান (মাস) থেকে অপর রমাযান (মাস), এগুলোর মধ্যবর্তী সময়ে যে (ছ'গীরাহ) গুনাসমূহ হয়েছে, সেগুলোর কাফফারা হয়ে যাবে।" রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: الْعُمْ رَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا এক 'উমরাহ থেকে অপর 'উমরাহ, উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ে যে (ছ'গীরাহ(গুনাহগুলো হয়েছে, সেগুলোর কাফ্ফারা হয়ে যাবে। (সহীহ আল-বুখারী; হা.নং: ১৭৭৩)

সুতরাং, সৎ আমলসমূহের মাধ্যমেই কাফ্ফারা হয়। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্দেশ্য নিয়েছেন যে, মানুষ যখন আল্লাহকে ভয় করে, তখন আল্লাহ তার জন্য এমন সৎ আমলসমূহ সহজ করে দেন, যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন।

তৃতীয় ফায়দাহ: وَ يَغْفِرْ لَكُم এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন"। এটা এজন্য যে, তাওবাহ এবং ইস্তেগফার তোমাদের জন্য সহজ করা হয়েছে।

কেননা এটা বান্দার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তিনি তাওবা এবং ইস্তেগফারকে সহজ করেছেন।

২. 'ইল্ম অন্বেষণের ব্যাপারে কঠোর পরিশ্রমী হওয়া এবং তাতে অটল থাকা:

'ইল্ম অর্জনের ক্ষেত্রে শ্রম ব্যয় করা, তার উপর ধৈর্যধারণ করা এবং 'ইল্ম অর্জনের পর তা সংরক্ষণ করা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যক। কেননা শরীরের প্রশান্তির মাধ্যমে 'ইল্ম অর্জিত হয় না। অতএব, প্রত্যেক শিক্ষার্থী ঐ সকল পথে চলবে, যে সকল পথ 'ইল্ম পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। আর একারণে সে ছওয়াবপ্রাপ্ত হবে। কেননা ছহীহ মুসলিমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন,

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

"যদি কোনো ব্যক্তি এমন কোনো পথে চলে, যে পথে সে 'ইল্ম অন্বেষণ করবে; তাহলে এর বিনিময়ে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি পথ সহজ করে দিবেন"। (সহীহ মুসলিম; হা.নং:২৬৯৯)

অতএব, প্রত্যেক শিক্ষার্থী যেন অধ্যবসায়ী হয়, কঠোর পরিশ্রমী হয়, রাত্রী জাগরণ করে এবং তার থেকে যেন ঐ প্রত্যেক জিনিস দূরে থাকে, যা তাকে 'ইল্ম অন্বেষণ থেকে বিরত রাখে অথবা তাকে ব্যস্ত রাখে।

আর সালাফে ছলেহীনের 'ইল্ম অন্বেষণের ক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রমের ব্যাপারে অনেক ঘটনা রয়েছে। এমনকি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: আপনি কিসের মাধ্যমে 'ইল্ম অর্জন করেছেন? তিনি (জবাবে) বলেছিলেন,

بِلِسَانٍ سَؤُوْلٍ، وَ قَلْبٍ عَقُوْلٍ، وَ بَدَنٍ غَيْرِ كَسُوْلٍ * অধিক প্রশ্নকারী জিহ্বার মাধ্যমে, জ্ঞানবান অন্তরের মাধ্যমে এবং নিরলস শরীরের মাধ্যমে। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন,

إِنْ كَانَ لَيَبْلُغُنِي الْحَدِيثُ عَنْ الرَجُلِ فَآتِي بَابَهُ فَأَتَوَ سُدُ رِدَائِي عَلَى بَابِهِ، تُسْفِي الرِّيْحُ عَلَيَّ مِنَ التَّرَابِ، فَيَخْرُجُ فَيَقُوْلُ : يَا ابْنَ عَمِّ رَسُوْلِ اللهِ مَا جَاءَ بِكَ؟ أَلَا أَرْسَلْتَ إِلَيَّ فَآتِيْكَ؟ فَأَقُوْلُ : أَنَا

أَحَقُّ أَنْ أَتِيَكَ

"নিশ্চয় কোনো একজন ব্যক্তি থেকে কোনো একটি হাদীছ আমার নিকট পৌঁছেছিল। অতঃপর আমি তার দরজায় এসেছিলাম। পরে আমি আমার চাদরটি তার দরজার উপর বালিশরূপে ব্যবহার করেছিলাম। বাতাস আমার উপর দিয়ে ধূলা-বালি উড়িয়ে নিয়েছিল। অতঃপর, সে

লোক বের হয়ে বলেছিল: হে রাসূলুল্লাহ্'র চাচাতো ভাই! আপনাকে কে নিয়ে এসেছে? আপনি কেন আমার নিকটে (কাউকে) পাঠান নি, তাহলে আমি আপনার নিকটে আসতাম? তারপর আমি বলেছিলাম: আপনার নিকটে আসার আমি বেশি হকদার"।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. 'ইল্মের কারণে বিনয়ী ছিলেন। ফলে আল্লাহ এর বিনিময়ে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে কঠোর পরিশ্রম করা একজন শিক্ষার্থীর জন্য উচিত। আর ইমাম শাফি'ঈ (রহি.) থেকেও বর্ণিত আছে যে, কোনো এক রাত্রিতে ইমাম আ'হমাদ বিন হাম্বাল (রহি.) তাঁকে দা'ওয়াত দিলেন। তারপর তাঁর সামনে রাতের খাবার পেশ করলেন। এরপর শাফি'ঈ (রহি.) খাবার খেলেন। খাবার শেষে দুই ব্যক্তি তাদের বিছানায় চলে গেল। তারপর শাফি'ঈ (রহি.) কোনো একটি হাদীছের হুকুমগুলো উদ্‌ঘাটনের জন্য গবেষণা করতে থাকলেন। আর হাদীসটি হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাণী,

يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ

হে আবু 'উমাইর! নু'গাইর (ছোট পাখি) কি করে? (সহীহ আল-বুখারী; হা.নং: ৬১২৯)

আবু উমাইর এর সাথে একটি ছোট পাখি ছিল। যাকে নু'গাইর বলে ডাকা হত। তারপর এই পাখিটি মারা গেল। অতঃপর বালকটি পাখিটির ব্যাপারে দুঃখ পেল। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশুদের সাথে খেলা করতেন।

অতঃপর দীর্ঘ রাত্রি ধরে ইমাম শাফি'ঈ (রহি.) এই হাদীসটি থেকে (হুকুম) উদ্‌ঘাটন করতে থাকলেন। বলা হয়ে থাকে: তিনি (রহি.) হাদীসটি থেকে ১০০০ এর চেয়েও বেশি ফায়দাহ উদ্‌ঘাটন করেছিলেন। সম্ভবত তিনি যখন কোনো ফায়দাহ উদ্‌ঘাটন করতেন, তখন এর সাথে আরেকটি হাদীছ টেনে আনতেন। অতঃপর যখন ফরে আযান দেওয়া হল, তখন ইমাম শাফি'ঈ (রহি.) সলাত আদায় করলেন। অথচ অযু করলেন না। তারপর তিনি তাঁর বাড়ির দিকে ফিরে গেলেন। আর ইমাম আ'হমাদ (রহি.) তাঁর পরিবারের নিকটে শাফি'ঈ (রহিঃ) এর প্রশংসা করেছিলেন। তারপর তাঁর পরিবারের লোকজন তাঁকে বল্লেন: হে আবু আব্দুল্লাহ! আপনি কিভাবে এমন ব্যক্তির প্রশংসা করেন; যিনি পানাহার করলেন, ঘুমালেন, রাত্রি জাগরণ করলেন না এবং অযু ছাড়া ফজরের সলাত আদায় করলেন? তারপর ইমাম আ'হমাদ বিন হাম্বাল (রহি.) ইমাম শাফি'ঈ (রহি.) কে (এ বিষয়ে) জিজ্ঞেস করলেন। অতঃপর ইমাম শাফি'ঈ (রহিঃ) (জবাবে) বলেন: "আমি পাত্র খালি করা পর্যন্ত খেয়েছি। কেননা আমি ইমাম আ'হমাদ (রহি.) এর খাবারের চেয়ে উত্তম খাবার খুঁজে পাই নি। তাই এ খাবার দিয়ে আমার পেট পূর্ণ করার

ইচ্ছা করেছি। আর আমি তাহাজ্জুদের সলাত আদায় করিনি। কেননা রাতের (নফল সলাতে) দন্ডায়মান হওয়ার চেয়ে 'ইল্ম অর্জন করা অধিকতর উত্তম।

৩. মুখস্তকরণ/সংরক্ষণকরণ (حفظ):পড়াশুনার ব্যাপারে লেগে থাকা একজন শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যক। আর সে যা শিক্ষা করে, তা তার অন্তরে সংরক্ষণ করা এবং তা তার কিতাবে সংরক্ষণ করা তার উপর আবশ্যক। কেননা মানুষ ভুলের লক্ষ্যবস্তু।

অতএব, যখন মানুষ পড়াশুনার ব্যাপারে লেগে থাকবে না এবং যা শিখেছে তা বারবার চর্চা করবে না, তখন অবশ্যই এটি তার থেকে হারিয়ে যাবে এবং তা সে ভুলে যাবে। বলা হয়ে থাকে: 'ইল্ম হচ্ছে শিকারলব্ধ প্রাণী এবং তা লিখে রাখা হচ্ছে প্রাণীটির বন্দিকরণ। অতএব, তোমার শিকারলব্ধ প্রাণীগুলোকে নির্ভরযোগ্য রশিসমূহ দ্বারা বন্দি করো। কোনো একটি হরিণীকে তোমার বন্দি করে রাখা, তারপর তাকে পৃথিবীর মধ্যে ছেড়ে দেওয়া বোকামির অন্তর্ভুক্ত। এটা যেন তালাকপ্রাপ্তা মহিলার মত। যে সকল পদ্ধতি 'ইল্ম সংরক্ষণের ব্যাপারে উৎসাহিত করে, তার মধ্য থেকে একটি পদ্ধতি হলো: 'ইল্ম অনুযায়ী মানুষের সঠিক পথ পাওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ الَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَ آتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ

আর যারা সঠিক পথ অবলম্বন করে, তিনি তাদের সঠিকপথ প্রাপ্তি বৃদ্ধি করে দেন এবং তাদেরকে আল্লাহভীতি প্রদান করেন। সূরাহ মুহাম্মাদ; ৪৭:১৭। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

وَ يَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى

আর যারা সঠিক পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ (তাদের সঠিক পথপ্রাপ্তি) বৃদ্ধি করে দেন। সূরাহ মারইয়াম; ১৯:৭৬।

অতএব, যখনই মানুষ তার 'ইল্ম অনুযায়ী আমল করে, তখনই আল্লাহ তার মুখস্ত শক্তি এবং "বুঝ" শক্তি বৃদ্ধি করে দেন।

৪. আলিমগণের সংস্পর্শে থাকা(مُلَازَمَةُ الْعُلَمَاء): আল্লাহ্'র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা একজন শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যক। অতঃপর আলিমগণের সংস্পর্শে থাকা এবং তাদের কিতাবে তারা যা লিখেছেন তার সাহায্য নেওয়া একজন শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যক। কেননা শুধুমাত্র

(নিজে নিজে) পড়াশুনা এবং অধ্যয়নের উপর সীমাবদ্ধ থাকার কারণে একজন শিক্ষার্থী দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন মনে করে। যা ঐ ছাত্রের বিপরীত, যে এমন কোনো একজন আলেমের নিকটে বসে, যিনি তাঁর নিকটে (বিভিন্ন বিষয়ে) ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং সঠিক পথ সুস্পষ্ট করে দেন। আর আমি বলছি না: নিশ্চয় একজন ছাত্র শাই'খদের নিকট থেকে 'ইল্ম শিক্ষা করা ছাড়া 'ইল্ম অর্জন করতে পারবে না। বরং অবশ্যই মানুষ (নিজে নিজে) পড়াশুনা এবং অধ্যয়নের মাধ্যমে 'ইল্ম অর্জন করতে পারবে। কেননা অধিকংশ ক্ষেত্রে যখন
কোনো একজন ছাত্র (নিজে নিজে) দিনে এবং রাতে পরিপূর্ণরূপে ('ইল্ম অর্জনের কাজে) ঝুঁকে পড়ে এবং "বুঝ" অর্জন করে, তখন কখনো কখনো ছাত্রটি অধিক ভুল করে। একারণেই বলা হয়ে থাকে:

مَنْ كَانَ دَلَيْلُهُ كِتَابَهُ فَخَطْؤُهُ أَكْثَرُ مِنْ صَوَابِهِ

"যদি কোনো ব্যক্তির দলীল হয় তার কিতাব, তাহলে তার ভুলের পরিমাণ সঠিকতার চেয়ে অধিকতর বেশি"।

কিন্তু এই কথাটি কোনো ভাবেই সঠিক নয়। বরং শাই'খগণের নিকট থেকে 'ইল্ল্ম অর্জন সর্বোৎকৃষ্ট। আর আমি প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে উপদেশ দিব যে, সে কোনো একটি বিষয়ে সকল শাই'খ থেকে 'ইল্ম অর্জন করবে না। যেমন সে একের অধিক শাই'খ থেকে ফিক্ সংক্রান্ত বিষয়ে 'ইল্ম অর্জন করবে না। কেননা 'আলিমগণ কুরআন-সুন্নাহ থেকে দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে মতানৈক্য করেন।

মতামতের ক্ষেত্রেও মতানৈক্য করেন। সুতরাং, তুমি তোমার জন্য এ 62/256 'আলিম নির্ধারণ করবে, যার নিকটে ফিক্হ, বাল'গাত ইত্যাদি বিষয়ে তুম 'হল অর্জন করবে। অর্থাৎ, তুমি একটি বিষয়ে একজন শাই'খ থেকেই 'ইল্ম অর্জন করবে। আর যখন উক্ত শাইখের নিকটে একটি বিষয়ের চেয়ে অধিক বিষয়ে 'ইল্ম থাকবে, তখন তুমি তাঁর সাথে লেগে থাকবে। কেননা যখন তুমি ফিক্হ শাস্ত্র সম্পর্কে একাধিক শাই'খ থেকে 'ইল্ম অর্জন করবে, অথচ তাঁরা তাঁদের মতামতের ক্ষেত্রে মতানৈক্য করেন; তখন তোমার (নিজের) মতামত কি হবে? অথচ তুমি ছাত্র? (তখন) তোমার মতামত হবে হতবুদ্ধিতা এবং সন্দেহ। কিন্তু যখন কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে কোনো একজন 'আলিমের সাথে তুমি লেগে থাকবে, তখন এটি তোমাকে প্রশান্তি দিবে।

ইল্ম অন্বেষণকারীর/শিক্ষার্থীর আদব-কায়দা

একজন শিক্ষার্থীর আদব-কায়দা/শিষ্টাচারসমূহ মেনে চলা অপরিহার্য। তন্মধ্যে কিছু শিষ্টাচার নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

প্রথম আদেশ: আল্লাহ তা'আলার জন্য নিয়্যাতকে খাঁটি করা: এমনভাবে নিয়্যাতকে খাঁটি করতে হবে যে, 'ইল্ম অন্বেষণের দ্বারা শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি (অর্জন) এবং জান্নাত (পাওয়া)। কেননা আল্লাহ 'ইল্ম অন্বেষণের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে ও উৎসাহ প্রদান করে বলেন,

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾ [محمد[19 :

“(হে নবী!) আপনি এ 'ইল্ম অর্জন করুন যে, তিনি ছাড়া (সত্য) কোন উপাস্য নেই, আর আপনার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন"। সূরাহ মুহাম্মাদ; ৪৭:১৯।

কুরআনে আলিমগণের ব্যাপারে প্রশংসার বিষয়টি জ্ঞাত। আর যখন আল্লাহ কোন বিষয়ের ব্যাপারে বা কোন কাজের ব্যাপারে প্রশংসা করেন, তখন তা 'ইবাদত হয়। আর যদি মানুষ মর্যাদার মাধ্যম বানানোর জন্য শারঈ 'ইল্ম অন্বেষণের দ্বারা সার্টিফিকেট পাওয়ার নিয়্যাত করে, তাহলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ

يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. يَعْنِي رِيحَهَا

"যে 'ইল্মের দ্বারা আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি কামনা করা যায়, যদি কোন ব্যক্তি সে 'ইল্মের দ্বারা কেবলমাত্র দুনিয়ার সামগ্রী পাওয়ার জন্যই তা শিক্ষা করে, তাহলে সে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধ পাবে না। (রাবী বলেন) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতের ঘ্রাণ উদ্দেশ্য করেছেন"। ১৫

আর এটি কঠিন হুমকি। কিন্তু যদি ছাত্র/শিক্ষার্থী বলে, আমি দুনিয়ার প্রাচুর্যের জন্য সার্টিফিকেট পেতে চাই না, বরং এজন্যই যে, বিভিন্ন নিয়ম-নীতির ক্ষেত্রে সার্টিফিকেটের কারণে একজন আলিমের মান (যোগ্যতা) সুস্পষ্ট হয়। সুতরাং আমরা বলবো, যখন শিক্ষাদান বা পরিচালনা করা অথবা অন্য কিছু করার মাধ্যমে মানুষের উপকার করার জন্যে কোন ব্যক্তির নিয়্যাত হবে

সার্টিফিকেট পাওয়া, তখন এটি হবে খাঁটি নিয়্যাত। কোনকিছু এর ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা এটি প্রকৃত নিয়্যাত।

আর প্রকৃতপক্ষে, আমি একজন শিক্ষার্থীর (জন্য অপরিহার্য) শিষ্টাচারগুলোর প্রথমেই 'ইখলাছ' কে উল্লেখ করলাম। কেননা 'ইখলাছ' হলো মূলভিত্তি। সুতরাং 'ইল্ম অন্বেষণের দ্বারা আল্লাহ্'র আদেশ মেনে চলার নিয়্যাত করা একজন শিক্ষার্থীর উপর অপরিহার্য।

কেননা আল্লাহ তা'আলা 'ইল্ম অর্জনের ব্যাপারে আদেশ করে বলেছেন,

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾ [محمد: 19]

(হে নবী!) আপনি এ 'ইল্ম অর্জন করুন যে, তিনি ছাড়া (সত্য) কোন উপাস্য নেই, আর আপনার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। সূরাহ মুহাম্মাদ; ৪৭:১৯।

সুতরাং যদি তুমি 'ইল্ম অর্জন কর, তাহলে নিশ্চয় তুমি আল্লাহ্'র আদেশ মান্যকারী হবে।

দ্বিতীয় আদেশ: নিজের এবং অন্যের থেকে অজ্ঞতা দূর করা: 'ইল্ম অন্বেষণের দ্বারা নিজের থেকে এবং অন্যের থেকে অজ্ঞতা/মূর্খতা দূর হওয়ার নিয়্যাত করা। কেননা মানুষের মাঝে মূল (সমস্যা) হলো অজ্ঞতা। আর এর দলীল হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বাণী,

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"আর আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মা'দের পেট থেকে বের করেছেন, এমন অবস্থায় তোমরা কিছুই জানতে না! আর তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়; যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর”। সূরাহ আন- নাহল; ১৬:৭৮।

১৫ সহীহ ইবনু হিব্বান; হা.নং: ৭৮ *সুনান আবূ দাউদ; হা.নং:৩৬৬৪ *সুনান ইবনু মাজাহ; হা.নং:২৫২ *মুসনাদ আহমাদ; হা. নং: ৮৪৫৭ মুছন্নাফ ইবনু আবী শাইবাহ; হা.নং: ২৬১২৭।

আর বাস্তবতা এরই সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং, তুমি 'ইল্ম অন্বেষণের দ্বারা তোমার নিজের থেকে অজ্ঞতা দূর করার নিয়্যাত করো এবং এর দ্বারা আল্লাহভীতি অর্জনের নিয়্যাত করো। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

"কেবলমাত্র আল্লাহ্'র বান্দাদের মধ্য থেকে আলিমগণই আল্লাহ্'কে ভয় করে"। সূরাহ ফাতির; ৩৫:২৮।

অতএব, তুমি তোমার নিজের থেকে অজ্ঞতা দূর করার নিয়্যাত করো। কেননা তোমার মাঝে মূল (সমস্যা) হলো অজ্ঞতা/মূর্খতা। সুতরাং, যখন তুমি 'ইল্ম অর্জন করবে এবং আলিমগণের অন্তর্ভুক্ত হবে, তখন তোমার থেকে অজ্ঞতা বিতাড়িত হবে। অনুরূপভাবে উম্মাহ্'র (জাতির) নিকট থেকে অজ্ঞতা দূর করার নিয়্যাত করো। আর এটি (সম্ভব) হবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ('ইল্ম) শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে, যেন তোমার 'ইল্ম দ্বারা তুমি লোকজনের উপকার করতে পার।

প্রশ: (১) 'ইল্ম উপকারে আসার জন্য মসজিদে তোমার গোল হয়ে বসা কি শর্ত? (২) নাকি সর্বাবস্থায় তোমার 'ইল্ম দ্বারা মানুষের উপকার করা সম্ভব?

উত্তর: ২য় টির দ্বারা (মানুষের উপকার করা) সম্ভব। কেননা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً
"আমার থেকে একটি বাণী/কথা হলেও (মানুষের নিকটে) পৌঁছে দাও"। ১৬

কেননা যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে 'ইল্ম শিক্ষা দিবে, আর সে ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে তা শিক্ষা দিবে; তখন তোমার জন্য দু'জন ব্যক্তির সম-পরিমাণ ছাওয়াব নিধারিত হবে। আর যদি সে ব্যক্তি ৩য় ব্যক্তিকে (তা) শিক্ষা দেয়, তাহলে তোমার জন্য ৩ জন লোকের (সম-পরিমাণ) ছাওয়াব নির্ধারিত হবে। এভাবে (চলতেই থাকবে)। আর একারণেই যখন মানুষ কোন 'ইবাদত করে, তখন বলেন,

اللهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابَهَا لِرَسُوْلِ اللهِ

"হে আল্লাহ! 'ইবাদত'টির (সমান) ছাওয়াব রসূলুল্লাহ্'র জন্য নির্ধারণ করুন"।

কেননা যে রাসূল তোমাকে 'ইবাদাতটি শিক্ষা দিয়েছেন, সে রাসূলই 'ইবাদাতের ব্যাপারটি পরিস্কার করে দিয়েছেন। সুতরাং, তার জন্য তোমার ছাওয়াবের সম- পরিমান (ছাওয়াব) রয়েছে। ইমাম আ'হমাদ ইবনু হাম্বাল (রহি.) বলেছেন,

الْعِلْمُ لَا يَعْدِلُهُ شَيْءٌ لِمَنْ صَحَّتْ نِيَّتُهُ

"যে ব্যক্তির নিয়্যাত বিশুদ্ধ, সে ব্যক্তির 'ইল্মের সম-পরিমান কোন কিছুই হতে পারে না।"

ঐ ব্যক্তি নিজের থেকে এবং অন্যের থেকে অজ্ঞতা দূর করার নিয়্যাত করবে।

(লেখক বল্লেন), কেননা তাদের মাঝে মূল (সমস্যা) ছিল অজ্ঞতা, যেমন তোমার মাঝে এটিই মূল (সমস্যা)। সুতরাং, যখন তুমি এই উম্মাহ (জাতি) থেকে অজ্ঞতা দূর করার জন্য ('ইল্ম) শিক্ষা করবে, তখন তুমি আল্লাহ্'র রাস্তায় (জিহাদকারী) এমন মুজাহিদগণের অন্তর্ভুক্ত হবে, যারা আল্লাহ্'র দ্বীনকে উজ্জীবিত করেন এবং প্রতিষ্ঠিত করেন।

তৃতীয় আদেশ: শারী'আহ (ইসলামী বিধি-বিধান) রক্ষা করা:

'ইল্ম অন্বেষণের দ্বারা (ইসলামী) শারী'আহ রক্ষা করার নিয়্যাত করা। কেননা (ইসলামী) গ্রন্থাবলী শারী'আহ রক্ষা করতে সক্ষম নয়। আর শারী'আহ্'র ধারকবাহক ছাড়া শারী'আহ কেউ রক্ষা করতে পারে না। সুতরাং, যদি বিদ'আতপন্থীদের মধ্য থেকে কোন লোক (ইসলামী) বিধি-বিধান সংবলিত গ্রন্থাবলীতে পরিপূর্ণ কোন লাইব্রেরীতে আসে, যেখানে সেসব গ্রন্থাবলী গণনা করে শেষ করা যায় না। তারপর কোন বিদ'আত নিয়ে কথা বলে ও তা সাবস্ত করে, তাহলে আমি মনে করি না যে, ১টি কিতাব হলেও তার জবাব দিবে। কিন্তু সে যখন জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তির নিকটে তার বিদ'আত নিয়ে কথা বলবে তা সা্যবস্থ করার জন্য, তখন নিশ্চয় ঐ 'ইল্ম অন্বেষণকারী/শিক্ষার্থী তার জবাব দিবে এবং আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহ দ্বারা তা খন্ডন করবে।

অতএব, একজন শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যিক হলো 'ইল্ম অন্বেষণের দ্বারা (ইসলামী) শরী'আহ রক্ষা করার নিয়্যাত করা। কেননা পূর্ণ অস্ত্রের ন্যায় শারী'আহ্'র ধারক- বাহকের মাধ্যম ব্যতীত (ইসলামী) শারী'আহ রক্ষা করা যায় না। যদি আমাদের নিকটে অনেক অস্ত্র থাকে, তাহলে অস্ত্রের ভান্ডার পূর্ণ হয়ে যাবে।

চতুর্থ আদেশ: মতভেদপূর্ণ মাসআলার ক্ষেত্রে অন্তর প্রসারিত করা: এমন

মতভেদপূর্ণ বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে ব্যক্তির অন্তর প্রসারিত হওয়া/উদার হওয়া, যার উৎস হলো ইজতিহাদ। কেননা আলিমগণের মাঝে মতভেদপূর্ণ মাসআলাগুলো হয় এমন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে, যার ক্ষেত্রে ইজতিহাদের কোন অবকাশ নেই এবং মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রে বিষয়টি সুস্পষ্ট; তখন কেউ মাসআলাগুলোর মতভেদের ব্যাপারে ওযর গ্রহণ করবে না। অথবা মাসআলাগুলো এমন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে, যেগুলোর ক্ষেত্রে ইতিহাদের অবকাশ রয়েছে। সুতরাং, এই মাসআলাগুলোর ব্যাপারে যাঁরা মতভেদ করেছেন, তাঁরা এগুলোর ক্ষেত্রে ওযর গ্রহণ করেন। আর তোমার উক্তি তাঁর বিরুদ্ধে দলীল হবে না, যিনি মাসআলার ক্ষেত্রে বিরোধিতা করেন। কেননা আমরা যদি এটি গ্রহণ করি, তাহলে অবশ্যই আমরা এর বিপরীতে বলবঃ তাঁর উক্তি তোমার বিরুদ্ধে দলীল। আর যে ক্ষেত্রে নিজস্ব রায়/মতামতের অবকাশ রয়েছে এবং যে ক্ষেত্রে মানুষ মতভেদ পোষণ করে, সে ক্ষেত্রে আমি এটিই চাই।

পক্ষান্তরে, যদি কোন ব্যক্তি 'আক্বীদাহ্'র মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রে সালাফগণের পদ্ধতির বিরোধিতা করে, তাহলে সালাফে সলিহীন যে পদ্ধতির উপর রয়েছেন, সে পদ্ধতির বিরোধিতা কারও পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হবে না। কিন্তু যে মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রে (নিজস্ব) রায়/মতামতের অবকাশ রয়েছে, সে মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রে মতানৈক্যের কারণে অন্যদের ব্যাপারে কটূক্তি করা উচিত নয়। অথবা মতভেদের কারণে শত্রুতার এবং হিংসার পথ গ্রহণ করা উচিত নয়।

সাহাবাগণ (রা:) অনেক বিষয়ে মতভেদ করেছেন। আর যে ব্যক্তি তাঁদের মতভেদের ব্যাপারে অবগত হতে চায়, সে ব্যক্তি যেন তাঁদের সম্পর্কে বর্ণিত আছারগুলোর দিকে প্রত্যাবর্তন করে (অর্থাৎ, লক্ষ্য করে)। তাহলে সে ব্যক্তি অনেক মাসআলার ক্ষেত্রে মতভেদ দেখতে পাবে। সম্প্রতিকালে মতভেদের কারণে মানুষ অভ্যাসগতভাবে যে মাসআলাহ গ্রহণ করেছে, এটিই সবচেয়ে বড় মাসআলাহ। এমনকি মানুষ এখান থেকেই এমনভাবে দলবদ্ধতা গ্রহণ করেছে যে, তারা বলে: আমরা অমুকের সাথে আছি (অর্থাৎ আমরা অমুক দলের)। একটি মাসআলাহ নির্দিষ্ট দলের মাসআলাহ হয়ে যায়। আর এটি ভুল।

উদাহরণ স্বরূপ: কোন এক ব্যক্তির উক্তিঃ যখন তুমি রুকু থেকে (মাথা) উঠাবে, তখন তোমার ডান হাত বাম হতের উপর রেখো না, বরং তা তোমার দুই উরুর পার্শ্ব পর্যন্ত ছেড়ে দাও। অতএব যদি তুমি তা না কর, তাহলে তুমি বিদ'আতকারী।

কোন ব্যক্তির ব্যাপারে)مُبْتَدِع(বিদ'আতকারী শব্দটি (ব্যবহার করা এত সহজ নয়। যখন আমার নিকটে কেউ এধরণের কথা বলে, তখনই আমার অন্তরে অপছন্দের ১টি বিষয় সৃষ্টি হয়। অথচ আমরা বলব: এই মাসআলাহ্'র ব্যাপারে প্রশস্ততা রয়েছে। হয় ব্যক্তি তা পালন করবে অথবা তা ছেড়ে দিবে। আর একারণেই ইমাম আ'হমাদ বিন হাম্বাল (রহি:) দলীল গ্রহণ করেছেন যে,

يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَ بَيْنَ الْإِرْسَال.

"কোন ব্যক্তির ডান হাত তার বাম হাতের উপর রাখা এবং (উভয় হাত) ছেড়ে দেওয়ার মাঝে স্বাধীনতা রয়েছে"। কেননা এক্ষেত্রে বিষয়টি প্রশস্ত।

১৬ ছহীহ আল-বুখারী; হা নং:৩৪৬১।

পঞ্চম আদেশ: 'ইল্ম অনুযায়ী আমল করা: একজন শিক্ষার্থী 'আক্বীদাহ, 'ইবাদাত,

চরিত্র, শিষ্টাচার এবং মু'আমালাত (লেনদেন) এর ক্ষেত্রে তার 'ইল্ম অনুযায়ী আমল করবে। কেননা আমলই 'ইল্মের প্রতিফল ও ফলাফল। আর 'ইল্মের অধিকারী ব্যক্তি অস্ত্র বহনকারী ব্যক্তির ন্যায়। হয় এটি ঐ ব্যক্তির পক্ষে যাবে অথবা বিপক্ষে যাবে। আর এ কারণেই নবী সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন,

الْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ*

"আল-কুরআন তোমার পক্ষে দলীল হবে অথবা তোমার বিপক্ষে দলীল হবে"। ১৭

যদি তুমি আল-কুরআন অনুযায়ী আমল কর, তাহলে তা তোমার পক্ষে দলীল হবে। আর যদি তুমি আল-কুরআন অনুযায়ী আমল না কর, তাহলে তা তোমার বিপক্ষে দলীল হবে। অনুরূপভাবে আমল হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা অনুযায়ী হাদীসগুলোকে স্বীকার করার মাধ্যমে এবং (ইসলামী) বিধানাবলী মেনে চলার মাধ্যমে। যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল থেকে কোন সংবাদ আসবে, তখন তা স্বীকার করো এবং গ্রহণ করা ও মেনে নেওয়ার মাধ্যমে তা আঁকড়ে ধরো। আর (এ কথা) বলো না: কেন? এবং কিভাবে? এটি কাফিরদের পন্থা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ

يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

(১৭ ছহীহ মুসলিম; হা.নং:২২৩।)

"যখন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়সালা দেন, তখন কোন মু'মিন পুরুষ এবং কোন মু'মিনাহ নারীর তাদের সেই বিষয়ে কোন স্বাধীন ইচ্ছা থাকে না। আর যদি কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয়, তাহলে সে ব্যক্তি সুস্পষ্ট পথভ্রষ্ট হবে"। সূরাহ আল-আ'হযাব; ৩৩:৩৬।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সা'হাবাগণের নিকট কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। কখনো কখনো সে বিষয়গুলো বিস্ময়কর হতো এবং সা'হাবাগণের "বুঝ" থেকে দূরবর্তী হতো।

কিন্তু তাঁরা তা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করতেন। তাঁরা বলতেন না: কেন? এবং কিভাবে? এটি এই উম্মাহ্'র পরবর্তী লোকেরা যে মতের উপর রয়েছে তার বিপরীত। (এই উম্মাহ্'র) পরবর্তী লোকদের মধ্য থেকে আমরা কোন এক ব্যক্তিকে দেখতে পায়, হাদীস সম্পর্কে যার বোধশক্তি কম। যখন তার নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোন একটি হাদীছ বর্ণনা করা হয়, তখন তাকে আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণীর বিরুদ্ধে এমন কিছু কথা উল্লেখ করতে দেখতে পায়, যে কথাগুলো পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, সে ব্যক্তি প্রতিবাদ করার ইচ্ছা করে, সঠিক পথ পাওয়ার ইচ্ছা করে না। আর এই কারণেই তার মাঝে এবং সঠিক দিক-নির্দেশনার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। এমনকি সে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীছ প্রত্যাখ্যান করে। কেননা সে ব্যক্তি হাদীছটি দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করে নি এবং মেনে নেয় নি। আর আমি এ কারণেই ১টি উদাহরণ পেশ করছি:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন,

يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يَقُول:ُ

مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

"আমাদের প্রতিপালক (আল্লাহ) প্রত্যেক রাত্রে দুনিয়াবী আসমানে অবতরণ করেন, যখন রাতের শেষ এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে। অতঃপর বলেন: কে আমাকে ডাকবে, তার ডাকে আমি সাড়া দিব? কে আমার নিকট (কিছু) চাইবে, আমি তাকে (তা) দান করব? কে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিব?"১৮

এই হাদীস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছেন। এটি প্রসিদ্ধ হাদীস। বরং এটি মুতাওয়াতির হাদীস। আর সা'হাবাগণের মধ্য থেকে কেউ তাঁর
জবান উঁচু করেন নি এ কথা বলার জন্য যে, হে আল্লাহ্'র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কিভাবে আল্লাহ অবতরণ করেন? আর তাঁর থেকে কি 'আরশ খালি হয়ে যায়, নাকি 'আরশ খালি হয়ে যায় না? এবং এর সাথে যে প্রশ্নগুলো সাদৃশ্য রাখে (সেগুলো প্রশ্নও করেন নি)।

কিন্তু আমরা কিছু মানুষকে দেখতে পাই, যারা এ ধরনের কথা বলে। আর বলে কিভাবে আল্লাহ 'আরশের উপর থাকেন এবং কিভাবে দুনিয়াবী আসমানে অবতরণ করেন? আর যে কথাগুলো তারা উল্লেখ করে, সেগুলোর মধ্য থেকে যা এর সাথে সাদৃশ্য রাখে। যদিও তারা এই হাদীসটি

দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করে। আর সা'হাবাগণ বলেন: নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপর সমুন্নত। আর সমুন্নত হওয়া তাঁর স্বত্তাগত বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং তিনি যেভাবে ইচ্ছা অবতরণ করেন, যেন তাঁদের থেকে এই সন্দেহ দূর হয়ে যায়। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রতিপালক সম্পর্কে তাঁদেরকে যে সংবাদ দেন, সে ব্যাপারে তাঁরা হতভম্ব হন না।

অতএব, আমাদের উপর আবশ্যক হলো আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে এবং তাঁর রাসূল সম্পর্কে অদৃশ্যের যে বিষয়গুলোর সংবাদ দিয়েছেন, সেগুলো আমাদের দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করা ও মেনে নেওয়া এবং আমাদের স্মরণশক্তিতে যে অনুভবযোগ্য ও সুস্পষ্ট বিষয় রয়েছে, তার কারণে সেগুলোর বিরোধিতা না করা। কেননা অদৃশ্যের বিষয় অনুভূতি এবং সুস্পষ্টতার ঊর্ধ্বতম বিষয়। এ ব্যাপারে অনেকগুলো উদাহরণ রয়েছে। আমি সেগুলোর আলোচনা দীর্ঘ করা পছন্দ করছি না। প্রকৃতপক্ষে, এ ধরনের বর্ণনাগুলো থেকে বুঝা যায় মু'মিনের নীতি হলো: এমনভাবে গ্রহণ করা এবং মেনে নেওয়া যে, একজন মু'মিন ব্যক্তি বলবেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। যেমন এ সম্পর্কে আল্লাহ তাঁর বাণীতে সংবাদ দিয়ে বলেনঃ

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ

"রাসূলের নিকট তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তার প্রতি রাসূল বিশ্বাস স্থাপন করেছেন"। সূরাহ আল-বাক্বারাহ; ২:২৮৫

আল্লাহ্'র কিতাব (আল-কুরআন) ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ্'র ব্যাপারে 'আক্বীদাহ ভিত্তিশীল হওয়া অপরিহার্য এবং মানুষের এটি জানা অপরিহার্য যে, 'আক্বীদাহ্'র ক্ষেত্রে বিবেকের জন্য (নতুন কিছু অনুধাবন করার) কোন অবকাশ নেই। আমি বলব না 'আক্বীদাহ্'র ক্ষেত্রে বিবেকের জন্য কোন প্রবেশস্থল নেই। কেবলমাত্র আমি বলব 'আক্বীদাহ্'র ক্ষেত্রে বিবেকের জন্য (নতুন কিছু অনুধাবন করার) কোন অবকাশ নেই। কেননা আল্লাহ্'র পূর্ণতার ক্ষেত্রে যে দলীলগুলো বর্ণিত হয়েছে, বিবেক (শুধুমাত্র) সেগুলোর সাক্ষ্য প্রদান করে। যদিও আল্লাহ্'র জন্য যে পরিপূর্ণতা অপরিহার্য, বিবেক তার বিস্তারিত বর্ণনা বুঝতে পারে না। কিন্তু এটি বুঝতে পারে যে, অবশ্যই আল্লাহ তাঁর নিজের জন্য প্রত্যেক পরিপূর্ণ গুণ প্রমাণিত করেছেন। 'আক্বীদাহ্'র দিক থেকে আল্লাহ প্রদত্ত এই 'ইল্ম অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক। অনুরূপভাবে 'ইবাদাতের দিক থেকে আল্লাহ্'র 'ইবাদাত করা অপরিহার্য। যেমন আমাদের মধ্য থেকে অধিকাংশ লোক জানে যে, 'ইবাদাত ২টি মূল বিষয়ের উপর ভিত্তিশীল।

ক. আল্লাহ্'র জন্য নিবেদিত হওয়া।

খ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করা।

অতএব, আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, তা অনুযায়ী মানুষ তার 'ইবাদাত প্রতিষ্ঠা করবে। আল্লাহ্'র দ্বীনের মাঝে মানুষ বিদ'আত সৃষ্টি করবে না, যা 'ইবাদাতের মূল ভিত্তির ক্ষেত্রে এবং 'ইবাদাতের বৈশিষ্টের ক্ষেত্রে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর এই কারণে আমরা বলব: 'ইবাদাতের অস্তিত্ব, স্থান, সময়, নিয়মনীতি, পরিমাণ এবং ধরণের ক্ষেত্রে 'ইবাদাতটি শারী'আহ (ইসলামী বিধি-বিধান) দ্বারা প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক।

সুতরাং, যদি কেউ আল্লাহ্'র 'ইবাদাতের জন্য (আল-কুরআন ও হাদীছের) দলীল ছাড়াই নিয়ম সমূহের মধ্য থেকে কোন একটি নিয়ম সাব্যস্ত করে, তাহলে এ ব্যাপারে আমরা তার প্রতিবাদ করব এবং বলব: নিশ্চয় এটি অগ্রহণযোগ্য। কেননা এটি এভাবে সাব্যস্ত হওয়া আবশ্যক যে, এটি অমুক 'ইবাদাতের নিয়ম। নতুবা এটি তার পক্ষ থেকে গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি কেউ কোন একটি 'ইবাদাতের নিয়ম চালু করে, যে নিয়ম শারী'আহ নিয়ে আসে নি; তাহলে আমরা বলব: নিশ্চয় এটি তোমার জন্য প্রত্যাখ্যাত। কেননা (ইসলামী) শারী'আহ যা নিয়ে এসেছে, 'ইবাদাত তার উপর ভিত্তিশীল হওয়া আবশ্যক। কেননা আল্লাহ তা'আলা তোমাকে যে 'ইল্ম্য শিক্ষা দিয়েছেন তার দাবি এটিই যে, যা বিধান হিসেবে দেওয়া হয়েছে তা অনুযায়ী তুমি আল্লাহ্'র 'ইবাদাত করবে। আর এ কারণেই আলিমগণ বলেছেন:

إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْعِبَادَاتِ الْحَظْرُ حَتَّى يَقُوْمَ دَلِيلٌ عَلَى الْمَشْرُوْعِيَّة.

"নিশ্চয় 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো ('ইবাদাত করা) নিষেধ, যতক্ষণ না ('ইবাদাতটির) বৈধতার ব্যাপরে একটি দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়"

আর তাঁরা এই ব্যাপারে আল্লাহ্'র বাণী দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন

(১৮.সহীহ আল-বুখারী; হা.নং: ৬৩৩১ *সহীহ মুসলিম; হা.নং: ৭৫৯।)
৩৩

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ

"বরং তাদের (অর্থাৎ, মক্কার কাফিরদের) কি এমন কতিপয় অংশীদার (উপাস্য) আছে, যারা তাদের জন্য এমন (বাতিল) ধর্মের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেন নি?” সূরাহ আশ-শূরাহ; ৪২:২১।

এবং তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই বাণী দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন, যা আয়িশাহ (রা.) এর বর্ণিত হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ছহীহ মুসলিমে প্রমাণিত হয়েছে,

مَن أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَد * "যদি কেউ।আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত সৃষ্টি, যা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়; তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত।১৯

যদিও তুমি একনিষ্ঠ বান্দা হও এবং আল্লাহ্'র নিকটে পৌঁছার ইচ্ছা কর (অতঃপর বিদ'আত কর, তবুও এটি দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়)। কেননা এটি তোমার জন্য প্রত্যাখ্যাত। আর যদি তুমি এমন পথে আল্লাহ্'র নিকটে পৌঁছার ইচ্ছা কর, আল্লাহ যে পথকে তাঁর নিকটে পৌঁছার পথ হিসেবে নির্ধারণ করেন নি, তাহলে এটিও তোমার জন্য প্রত্যাখ্যাত। অতএব, শারী'আহ্'র (ইসলামী বিধি-বিধানের) জ্ঞানানুপাতে আল্লাহ্'র (সন্তুষ্টির) জন্য 'ইবাদাতকারী হওয়া একজন শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যক। আর শারী'আহ্'র জ্ঞান বাড়েও না, কমেও না। একজন শিক্ষার্থী (এই কথা) বলবে না: নিশ্চয় আমি এমন বিষয়ের কারণেই আল্লাহ্'র (সন্তুষ্টির) জন্য 'ইবাদাত করার ইচ্ছা পোষণ করছি, যার প্রতি আমার অন্তর আস্থা রাখে, প্রশান্তি লাভ করে এবং যার দ্বারা আমার বক্ষ প্রসারিত হয়। যদিও এটি তার অর্জিত হয়। সে যেন এটিকে শারী'আহ্'র মানদন্ডে যাচাই করে। পক্ষান্তরে, কখনো কখনো তার নিকটে তার মন্দ কর্মকে সুন্দর করে উপস্থাপন করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ

"অতঃপর যার নিকটে তার মন্দ কর্মকে সুন্দর করে উপস্থাপন করা হয়েছে। তারপর সে এটিকে উত্তম মনে করেছে (এই ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির সমান, যাকে আল্লাহ সঠিক পথ দেখিয়েছেন?)। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন।” সূরাহ ফাতির; ৩৫:৮।

(১৯ সহীহ মসলিম; হাদীছ নং: ১৭১৮)

অনুরূপভাবে আখলাক (চরিত্র) এবং মু'আমালাত (লেনদেন) এর ক্ষেত্রে একজন ছাত্রের তার 'ইল্ম অনুযায়ী আমলকারী হওয়া আবশ্যিক। আর শার'ঈ 'ইল্ম(ইসলামী বিধিসম্মত জ্ঞান) মু'মিনগণের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং উত্তম ভালবাসা সংবলিত প্রত্যেক উৎকৃষ্ট চরিত্রের দিকে আহ্বান করে। এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

"তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করে, যা সে তার নিজের জন্য পছন্দ করে।"২০

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন,

فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ ، وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ

"যদি কেউ নিজেকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা এবং জান্নাতে প্রবেশ করানোকে পছন্দ করে, তাহলে তার নিকটে যেন তার মৃত্যু আসে এমন অবস্থায় যে, সে আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে। আর সে যেন মানুষের সাথে এমন আচরণ করে, যে আচরণ সে তার নিজের জন্য পছন্দ করে।"২১

আর অধিকাংশ মানুষের উপকারের আগ্রহ এবং ইচ্ছা রয়েছে। কিন্তু তারা তাদের চরিত্রের কারণে তাতে সক্ষম হয় না। আমরা দেখতে পায় তাদের মধ্যে কঠোরতা রয়েছে। এমনকি আল্লাহ্'র দিকে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে কঠোরতা করতে দেখতে পায়। আর এটি ঐ চরিত্রসমূহের বিপরীত, যে চরিত্রসমূহের ব্যাপারে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন। আরও জেনে রাখো যে, যা আল্লাহ্'র নিকটবর্তী করে দেয়, উত্তম চরিত্র তার অন্তর্ভুক্ত। আর সর্বোত্তম মানুষ হলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মর্যাদার দিক দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সবচেয়ে নিকটতম মানুষ হলেন চরিত্রের দিক দিয়ে সর্বোত্তম ব্যক্তি। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا، وَ إِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَ أَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَ الْمُتَشَدِّقُونَ وَ المُتَفَيْهِقُونَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ

عَلِمْنَا الثَّرْثَارُونَ وَ الْمُتَشَدِّقُونَ فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ؟ قَالَ: الْمُتَكَبِّرُونَ

নিশ্চয় আমার নিকটে তোমাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে পছন্দনীয় এবং কিয়ামতের দিন মর্যাদার দিক দিয়ে সবচেয়ে নৈকট্যশীল ব্যক্তি হলেন তোমাদের মধ্য থেকে চরিত্রের দিক দিয়ে সর্বোত্তম ব্যক্তি। আর আমার নিকটে তোমাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে ঘৃণিত এবং কিয়ামতের দিন স্থানের দিক দিয়ে সবচেয়ে দূরবর্তী ব্যক্তি হলো বাচাল, ধৃষ্ট-নির্লজ্জ এবং 'আল-মুতাফাইহিকুন'। ছা'হাবাগণ বল্লেন: হে আল্লাহ্'র রাসূল, অবশ্যই আমরা বাচাল এবং ধৃষ্ট-নির্লজ্জ সম্পর্কে অবগত হয়েছি। তাহলে 'আল-মুতাফাইহিকূন' কারা? তিনি বলেন: 'অহংকারীরা'। ২২

ষষ্ঠ আদেশ: আল্লাহ্'র দিকে দা'ওয়াত দেয়া: একজন শিক্ষার্থী তার 'ইল্ম অনুযায়ী (মানুষকে) আল্লাহ্'র দিকে আহ্বানকারী (দা'ঈ) হবে। সে প্রতিটি সুযোগেই মসজিদে, বিভিন্ন মজলিসে এবং হাটে-বাজারে (দ্বীনের) দা'ওয়াত দিবে। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নবুওয়াত এবং রিসালাত প্রদানের পরে তিনি তাঁর বাড়িতে বসে থাকতেন না। বরং প্রতিটি সুযোগেই তিনি লোকদেরকে (দ্বীনের) দা'ওয়াত দিতেন এবং পদক্ষেপ দিতেন। আর আমি সকল শিক্ষার্থীর পক্ষ থেকে এটি চাই না যে, তারা কিতাবসমূহের প্রতিলিপি/কপি হবে। বরং আমি তাদের পক্ষ থেকে এটি চাই যে, তারা কর্মঠ আলিম হবে।

সপ্তম আদেশ: প্রজ্ঞা/বিচক্ষণতা: একজন শিক্ষার্থী প্রজ্ঞার সাজে সজ্জিত হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

"তিনি যাকে চান প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয়, তাকে অনেক কল্যাণ দেওয়া হয়"। সূরাহ আল-বাক্বারাহ; ২:২৬৯।

যে চরিত্রের দ্বারা চরিত্রবান হওয়া যায়, তা অনুযায়ী একজন শিক্ষার্থী অন্যের শিক্ষক হবে। যেন সে প্রত্যেক মানুষকে যোগ্যতা অনুযায়ী (দ্বীনের পথে) আহ্বান করতে পারে। আর যখন আমরা এই পথে চলব, তখন আমাদের জন্য অনেক কল্যাণ অর্জিত হবে।

(২০ সহীহ আল-বুখারী; হা.নং:১৩)।
(২১সহীহ মুসলিম; হা.নং:১৮৪৪)

(২২ সুনান আত-তিরমিযী; হা.নং:২০১৮)।

وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

যেমন আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ বলেন-
"আর যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয়, তাকে অনেক কল্যাণ দেওয়া হয়।" সূরাহ আল- বাক্বারাহ; ২:২৬৯।

আর হাকীম এর পরিচয়: هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْأَشْيَاءَ مَنَازِهَا

"হাকীম হলেন তিনি, যিনি বিভিন্ন জিনিসকে সেগুলোর নিজ নিজ অবস্থানে নামিয়ে দেন।"

কেননা "হাকীম" শব্দটি (الْإِحْكَام) মাছদার থেকে গৃহীত এবং তার অর্থ হলো: দক্ষতা। আর কোনকিছুর দক্ষতা হলো: তাকে তার অবস্থানে নামিয়ে দেওয়া। অতএব, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য উচিত হলো, বরং অপরিহার্য হলো সে তার দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হাকীম/প্রজ্ঞাবান হবে। আর আল্লাহ তাঁর বাণীতে দা'ওয়াত প্রদানের স্তরসমূহ উল্লেখ করেছেন.

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

"(হে রাসূল!) আপনি (মানুষকে) আপনার প্রতিপালকের পথের দিকে হিকমাহ/প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা আহ্বান করুন এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে বিতর্ক করুন।" সূরাহ আন-না'হল; **১৬:১২৫**।

আল্লাহ তা'আলা গ্রন্থধারী (ইয়াহুদী ও খৃষ্টান) দের সাথে বিতর্ক করার ক্ষেত্রে ৪র্থ স্তর উল্লেখ করে বলেন,

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ

"তোমরা গ্রন্থধারী (ইয়াহুদী ও খৃষ্টান) দের সাথে উত্তমভাবে বিতর্ক করো। তবে তাদের মধ্য থেকে যারা সীমালঙ্ঘন করে (তাদের সাথে কোন বিতর্ক নেই)।" সূরাহ আল-'আনকাবুত; ২৯:৪৬।

অতএব, একজন শিক্ষার্থী দা'ওয়াত প্রদানের পদ্ধতিসমূহের মধ্য থেকে গ্রহণীয়তার অধিক নিকটবর্তী পদ্ধতিকে বেছে নিবে।

আর এর দৃষ্টান্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দা'ওয়াত প্রদানের মধ্যেই রয়েছে:

এক বেদুঈন (অর্থাৎ, আরবের এক গ্রাম্য) লোক আসল। তারপর মসজিদের এক কোণে পেশাব করল। অতঃপর তার নিকটে ছা'হাবাগণ আসলেন তাকে ধমক দেওয়ার জন্য। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ধমক দিতে নিষেধ করলেন। আর যখন সে লোক পেশাব শেষ করল, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ডাকলেন এবং তাকে বলেন:

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَ الْقَذَرِ، إِنَّمَا تُبْنَى لِذِكْرِ اللَّهِ وَ الصَّلَاةِ، وَ

قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

"নিশ্চয় এসব মসজিদ এই পেশাব এবং ময়লা জিনিসের কারণে পবিত্র থাকে না। কেবলমাত্র এসব মসজিদ আল্লাহ্'র যিকর করা, সালাত আদায় করা এবং আল- কুরআন তিলাওয়াত করার জন্য তৈরি করা হয়।" ২৩

অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা কি মনে কর এই হিকমাহ্'র চেয়ে অধিকতর উত্তম কিছু আছে? তারপর এই বেদুঈন লোকের বক্ষ প্রসারিত হলো এবং পরিতৃপ্ত হলো। এমনকি সে বলল,

اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَ مُحَمَّداً، وَ لَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَداً

"হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রতি এবং মুহাম্মাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। আর আমাদের সাথে কাউকে অনুগ্রহ করবেন না।"২৪

আরেকটি ঘটনা হলো: মু'আবিয়াহ বিন হাকাম আস-সুলামী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَا ثُكْلَ أُمِّيَاهُ، مَا شَأْنُكُمْ؟ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ، فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُّ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، فَوَاللَّهِ، مَا

كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي، قَالَ : إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا

هُوَ التَّسْبِيحُ وَ التَّكْبِيرُ وَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

"একদা আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সালাত আদায় করলাম। যখন জামা'আতের এক লোক হাঁচি দিল, তখন আমি বল্লাম: يَرْحَمُكَ الله (আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন)। অত:পর জামা'আতের লোকেরা আমার
দিকে রুষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। তারপর আমি বল্লাম: হায়! আমার মা সন্তান হারানোর শোক অনুভব করুক। তোমাদের কি অবস্থা? তোমরা আমার দিকে তাকিয়ে আছো? তখন তারা তাদের উরুর উপর তাদের হাত চাপড়াতে শুরু করল। অত:পর (আমার রাগ হওয়া স্বত্ত্বেও) যখন আমি তাদেরকে দেখলাম যে, তারা আমাকে চুপ করাতে চায়, তখন আমি চুপ করলাম। অবশেষে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় (শেষ) করলেন, (তখন আমি তাকে সব কিছু বল্লাম)। আমার পিতা ও মাতা তাঁর জন্য কুরবান হোক! আমি তাঁর পূর্বে ও পরে এমন কোন শিক্ষককে দেখি নি, যিনি তাঁর চেয়ে শিক্ষাদানের দিক দিয়ে উত্তম। অতএব, আল্লাহ্'র কসম! (আমার কথা শুনে) নাবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ধমক দেন নি, প্রহার করেন নি এবং তিরস্কার করেন নি। বরং তিনি বলেছেন: নিশ্চয় সালাতে মানুষের কোন কথা বলা উচিত নয়। কেবলমাত্র সালাতে তাসবীহ পাঠ করা, তাকবীর দেওয়া এবং আল-কুরআন তিলাওয়াত করা চলবে।"২৫

এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আল্লাহ্'র দিকে দা'ওয়াত প্রদান হিকমাহ্'র (প্রজ্ঞার) সাথে হওয়া অপরিহার্য; যেমনভাবে আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিয়েছেন।

(২৩হাদীছুস সিরাজ; হা.নং: ৮২২)।
(২৪ সুনান আবূ দাউদ; হা.নং: ৩৮০)।
(২৫ছহীহ মুসলিম; হা.নং: ৫৩৭)।

অষ্টম আদেশ: 'ইল্ম অর্জনের ক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থীর ধৈর্যশীল হওয়া: একজন ছাত্র 'ইল্ম অর্জন থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না এবং বিরক্ত হবে না। বরং সক্ষমতা অনুযায়ী 'ইল্ম অর্জনের ক্ষেত্রে অটল থাকবে। আর সে যেন 'ইল্ম অজনের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করে এবং বিরক্ত না হয়। কেননা যখন কোন লোক বিরক্ত হয়, তখন সে লোক ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং কাজ ছেড়ে দেয়। কিন্তু যখন সে 'ইল্ম অজনের ব্যাপারে অধ্যবসায়ী হবে, তখন সে একদিক থেকে

ধৈর্যশীলগণের মত ছাওয়াব পাবে, অপরদিক থেকে ভাল ফল হবে। অতএব, তুমি আল্লাহ্'র বাণী মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো, যা তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সম্বোধন করে বলেছেন,

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَ لَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ

"এটি অদৃশ্যের সংবাদসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা আপনার নিকটে প্রত্যাদেশ পাঠাচ্ছি, যা এর পূর্বে আপনি এবং আপনার সম্প্রদায় জানত না। অতএব, আপনি ধৈর্যধারণ ধারণ করুন। নিশ্চয় শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য"। সূরাহ হুদ; ১১:৪৯।

নবম আদেশ: 'আলিমগণকে সম্মান এবং মূল্যায়ন করা: নিশ্চয় 'আলিমগণকে সম্মান করা এবং মূল্যায়ন করা সকল শিক্ষার্থীর উপর অপরিহার্য। 'আলিমগণ এবং সাধারণ জনগণের মাঝে যে মতানৈক্য হয়, সে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অন্তর প্রসারিত হওয়া আবশ্যিক। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা কিছু লোক অন্যদের ভুলগুলোর অনুসরণ করে, যেন ভুলগুলো থেকে এমন কিছু গ্রহণ করতে পারে, যা তাদের ক্ষেত্রে উপযোগী নয়। আর মানুষের সাথে গণ্ডগোল করে। এটি সবচেয়ে বড় ভুলসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর যখন একজন সাধারণ মানুষের 'গীবত করা কবীরাহ (বড়) গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত, তখন একজন 'আলিমের 'গীবত করা সবচেয়ে বড় গুনাহ। একজন 'আলিমের বিরুদ্ধে অপর একজন 'আলিমের 'গীবত করার ক্ষতি কম নয়। আর মানুষ যখন কোন 'আলিমের ব্যাপারে উদাসীন হয় অথবা কোন 'আলিম মানুষের দৃষ্টি থেকে দূরে সরে যান, তখন তাঁর বাণী ও বাতিল হয়ে যায়। আর যখন কোন 'আলিম হক্ব কথা বলেন এবং হক্বের দিকে দা'ওয়াত দেন, তখন এই 'আলিমের ব্যাপারে কোন লোকের 'গীবত মানুষের মাঝে এবং তার শার্'ঈ 'ইল্মের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। আর এর ভয়াবহতা অনেক বড় এবং কঠিন।

দশম আদেশ: কুরআন ও সুন্নাহ'কে আঁকড়ে ধরা:
'ইল্ম অর্জনের ব্যাপারে এবং এমন কিছু মূলনীতি আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে পূর্ণ আকাংক্ষা থাকা সকল শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যক। যদি একজন শিক্ষার্থী সেসব মূলনীতি দ্বারা আরম্ভ না করে, তাহলে তার কোনই সফলতা নেই। আর সে মূলনীতিগুলো হচ্ছে:

ক. আল-কুরআনুল কারীম: (কুরআন) তিলাওয়াত করা, মুখস্থ করা, বুঝা এবং এর প্রতি আমল করার দিক দিয়ে এর সাথে লেগে থাকা একজন শিক্ষার্থীর উপর অপরিহার্য। কেননা আল-কুরআন আল্লাহ্'র মজবুত রশি, সকল জ্ঞানের মূলভিত্তি। সালাফগণ আল-কুরআনের সাথে চূড়ান্তভাবে লেগে থাকতেন। সুতরাং, আল- কুরআনের সাথে তাঁদের লেগে থাকার কারণে তাঁদের সম্পর্কে আশ্চর্যজনক বিষয় বর্ণনা করা হয়। অতএব, তুমি তাঁদের কাউকে সাত বছর বয়স অবস্থায় এবং তাঁদের কাউকে এক মাসের কম সময়ে আল-কুরআন মুখস্থ করতে দেখতে পাবে। আর এর মাঝে আল-কুরআনের সাথে সালাফগণের আঁকড়ে থাকার ব্যাপারে দলীল রয়েছে। সুতরাং, আল-কুরআনের সাথে আঁকড়ে থাকা এবং একজন শিক্ষকের সাহায্যে তা মুখস্থ করা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যিক। কেননা শিক্ষা করার মাধ্যমেই তা অর্জন করা যায়। আর দুঃখজনক বিষয় হলো যে, আল-কুরআন মুখস্থ করে না এমন কতিপয় শিক্ষার্থীকে তুমি দেখতে পাবে, এমনকি কতিপয় শিক্ষার্থী সুন্দরভাবে আল-কুরআন তিলাওয়াত করে না। আর এটি 'ইল্‌ম অন্বেষণের পদ্ধতির ক্ষেত্রে ১টি বড় ক্রটি। একারণে আমি পুনরাবৃত্তি করছি যে, আল-কুরআন মুখস্ত করা, এর প্রতি আমল করা, এর দিকে দা'ওয়াত দেওয়া এবং 'সালাফে- সলে'হগণের "বুঝ" অনুযায়ী তা বুঝা সকল শিক্ষার্থীর উপর অপরিহার্য।

খ. সহীহ সুন্নাহ: এটি ইসলামী শরী'আতের ২টি উৎসের ২য় তম (উৎস)। আর এটি আল-কুরআনুল কারীমকে ব্যাখ্যা করে। সুতরাং, আল-কুরআনুল কারীম এবং ছহীহ সুন্নাহ্'র মাঝে সমন্বয় করা, এই ২টির সাথে আঁকড়ে থাকা এবং সুন্নাহ সংরক্ষণ করা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যিক। হয় মূল হাদীসগুলো মুখস্থ করার মাধ্যমে অথবা হাদীসগুলোর সনদ ও মতন সম্পর্কে গবেষণা করার মাধ্যমে এবং য'ঈফ (দুর্বল) হাদীছ থেকে ছহীহ (বিশুদ্ধ) হাদীছকে পৃথক করার মাধ্যমে (সুন্নাহ্'কে সংরক্ষণ করবে)। অনুরূপভাবে সুন্নাহ্'র পক্ষ সমর্থন করার মাধ্যমে এবং সুন্নাহ্'র ক্ষেত্রে বিদ'আতপন্থীদের সংশয়গুলোর জওয়াব দেওয়ার মাধ্যমেও সুন্নাহ্'র সংরক্ষণ হয়। সুতরাং, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যিক আল-কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ্'কে আঁকড়ে থাকা। আর এই ২টি প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য পাখির ২টি ডানার মত। যখন এই ২টি ডানা ভেঙ্গে যাবে, তখন পাখিটি উড়তে পারে না। তুমি আল-কুরআন থেকে অন্যমনস্ক হয়ে (শুধুমাত্র) আস-সুন্নাহ্'কে রক্ষা করো না।

অথবা তুমি আস-সুন্নাহ থেকে অন্যমনস্ক হয়ে (শুধুমাত্র) আল-কুরআন'কে রক্ষা করো না। অধিকাংশ শিক্ষার্থী সুন্নাহ, এর ব্যাখ্যাসমূহ, এর রাবীগণ (বর্ণনাকারীগণ) এবং এর পরিভাষাগুলোর প্রতি পূর্ণ মনযোগ দেয়। কিন্তু তুমি যদি তাকে আল্লাহ্'র কুরআন থেকে কোন ১টি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর, তাহলে অবশ্যই তুমি তাকে আয়াতটি সম্পর্কে অজ্ঞ দেখতে

পাবে। আর এটি ১টি বড় ত্রুটি/ভুল। অতএব, হে শিক্ষার্থী! আল-কুরআন এবং আস-সুন্নাহ তোমার জন্য ২টি ডানা হওয়া অপরিহার্য।

গ. **আলিমগণের বক্তব্য:** এটি ৩য় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অতএব, আলিমগণের বক্তব্যকে

অবহেলা করো না এবং তা উপেক্ষা করো না। কেননা আলিমগণ 'ইল্মের ক্ষেত্রে দক্ষতার দিক দিয়ে তোমার চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী। আর তাঁদের নিকটে (ইসলামী) শারী'আহ্'র নিয়ম-নীতি, তাৎপর্য এবং মূলনীতিসমূহ রয়েছে; যা তোমার নিকটে নেই। আর একারণেই যখন গবেষণাকারী সম্মানিত আলিমগণের নিকটে কোন ১টি মত অগ্রাধিকার পেত, তখন তাঁরা বলতেন: যদি কেউ এরূপ বলে, তবুও আমরা এরূপ বলি না।

এজন্য আল্লাহ্'র কিতাব (আল-কুরআন) ও তাঁর রাসূলের)ﷺ(সুন্নাহ্'র দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং আলিমগণের বক্তব্যের সাহায্য নেওয়া প্রত্যেক শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যিক। আর আল-কুরআন মুখস্ত করা, গবেষণা করা এবং আল-কুরআন যা (বিধি-বিধান) নিয়ে এসেছে তার উপর আমল করার মাধ্যমে আল্লাহ্'র কিতাবের দিকে প্রত্যাবর্তন (সম্পন্ন) হয়। কেননা আল্লাহ বলেনঃ

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

"আমি এই কল্যাণময় গ্রন্থ আপনার নিকটে অবতীর্ণ করেছি, যেন তারা (লোকেরা) এর আয়াতসমূহ গবেষণা করে এবং জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ উপদেশ গ্রহণ করে"। সূরাহ ছ্বদ; ৩৮:২৯।

ইল্ম (জ্ঞান) অর্জনের পেছনে সময় ব্যয় করার গুরুত্ব

ইল্মের পিছনে সময় ব্যয় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি শুধুমাত্র দুনিয়ার সাফল্যের জন্য নয়, আখিরাতের সাফল্যের জন্যও অপরিহার্য। ইল্মের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বোঝার জন্য কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা যায়:

১. ইল্মের মর্যাদা কুরআন ও হাদিসে

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইল্ম অর্জনের প্রতি উৎসাহ দিয়ে বলেছেন:
"যারা জ্ঞানী আর যারা জ্ঞানহীন, তারা কি সমান হতে পারে?" (সূরা যুমার, আয়াত ৯)

এটি প্রমাণ করে যে ইল্ম আল্লাহর নিকট খুবই মর্যাদাপূর্ণ।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য পথে বের হয়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।" **(মুসলিম)**

২. ইল্ম সময় ও ধৈর্যের দাবি করে:
জ্ঞান অর্জন একদিনের কাজ নয়; এটি দীর্ঘমেয়াদি অধ্যবসায় ও ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফল। সময় ব্যয় না করলে গভীর জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়।
বিশিষ্ট ইসলামিক পণ্ডিতগণ তাদের জীবনের বড় অংশ ইল্মের পেছনে ব্যয় করেছেন। যেমন:

ইমাম বুখারি (রহ.) যিনি ১৬ বছর সময় ব্যয় করেছেন সহীহ বুখারী সংকলনে।

ইমাম নববী (রহ.) তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ইল্ম অর্জন ও প্রচারে ব্যয় করেছেন।

৩. ইল্ম দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার চাবিকাঠি:
ইল্মের মাধ্যমে সঠিক পথনির্দেশনা পাওয়া যায়।মানুষ হালাল ও হারামের জ্ঞান অর্জন করে এবং আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলতে পারে।

এটি দুনিয়াবি কাজকর্মেও সাফল্য এনে দেয়, কারণ জ্ঞানের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়।

৪. ইল্মের জন্য সময় ব্যয় করলে বরকত হয়:
ইল্ম অর্জনের জন্য সময় ও কষ্ট ব্যয় করলে তা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য নয়, বরং সমাজের উন্নতির জন্যও কাজ করে। যেমন:

একজন আলিম সমাজে ইসলামের সঠিক নির্দেশনা দেন।

বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিতে ইল্ম অর্জন করে মানুষ মানবতার সেবা করতে **পারে।**

৫. ইল্মের জন্য উৎসর্গ একটি ইবাদত:
ইল্ম অর্জন ও তা শেখানো এক প্রকার ইবাদত। সময় ও পরিশ্রম ইল্মের ক্ষেত্রে সওয়াব বৃদ্ধির কারণ হয়। হাদিসে এসেছে: "মানুষ মৃত্যুর পর তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি কাজ চলতে থাকে: সদকায়ে জারিয়া, এমন ইল্ম যা থেকে মানুষ উপকৃত হয়, এবং নেক সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে।" (মুসলিম)

ইল্ম অর্জনের পেছনে সময় ব্যয় করা মানে নিজের জীবনকে আলোকিত করা এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। এ জন্য ধৈর্য, ত্যাগ ও ধারাবাহিক প্রচেষ্টা অপরিহার্য। ইল্ম অর্জনে বিনিয়োগকৃত প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর দরবারে পুরস্কৃত হবে।

'ইল্ম (জ্ঞান) অন্বেষণের বিধান

শারঈ 'ইল্ম অন্বেষণ করা ফরযে কিফায়াহ। যখন কোন ব্যক্তি শারঈ 'ইল্ম অর্জনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, তা সংরক্ষণ করবে; তখন অন্যদের জন্য তা অন্বেষণ করা "সুন্নাহ" হয়ে যাবে। আর কখনো কখনো শার'ঈ 'ইল্ম অন্বেষণ করা "ফরযে 'আইন" (ব্যক্তিগতভাবে পালনীয় ফরয) হয়ে যায়।

আর এর মূলনীতি হলো: "মানুষ যে 'ইবাদত করার ইচ্ছা করে এবং যে লেনদেন সম্পন্ন করার ইচ্ছা করে, সে বিষয়ে জ্ঞানার্জন মানুষের উপর নির্ভর করে"। কেননা এ অবস্থায় তার উপর জানা আবশ্যক কিভাবে সে আল্লাহ্'র (সন্তুষ্টির) জন্য এ 'ইবাদতটি করবে এবং কিভাবে এ লেনদেনটি সম্পন্ন করবে। এছাড়া অন্যান্য 'ইল্ম (অন্বেষণ করা) "ফরযে কিফায়াহ"। আর 'ইল্ম অন্বেষণকারীর জন্য স্বয়ং নিজে উপলব্ধি করা উচিত যে, 'ইল্ম অর্জনের সাথে সাথে "ফরযে কিফায়াহ" আদায়কারীর যে ছাওয়াব, সে ছাওয়াব তার অর্জিত হওয়ার জন্য সে 'ইল্ম অন্বেষণের মুহূর্তেই "ফরযে কিফায়াহ" আদায় করছে।

কোন সন্দেহ নেই যে, 'ইল্ম অন্বেষণ করা সর্বশ্রেষ্ঠ আমলের অন্তর্ভুক্ত। বরং আল্লাহ্'র রাস্তায় জিহাদ করার অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ করে আমাদের এ যুগে ইসলামী সমাজে প্রকাশিত হয় ও অধিক হারে ছড়িয়ে পড়ে এমন বিদ'আতসমূহ যখন আরম্ভ হলো, 'ইল্ম ছাড়া ফাতাওয়া প্রদানের জন্য প্রত্যাশী লোকদের দ্বারা অধিক মূর্খতা আরম্ভ হলো এবং অধিকাংশ লোকের মাঝে বিতর্ক আরম্ভ হলো; তখন এ তিনটি বিষয়ই 'ইল্ম অন্বেষণের ব্যাপারে তরুণ সমাজকে বাধ্য করল।

সুতরাং এ কারণেই প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আমরা এমন জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের (আলিমগণের) নিকটে যাব, যাদের পর্যাপ্ত গবেষণার যোগ্যতা রয়েছে, আল্লাহ তা'আলার দ্বীনের ব্যাপারে (সঠিক) বুঝ/জ্ঞান রয়েছে, আল্লাহর বান্দাদেরকে দিক- নির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা রয়েছে। কেননা সম্প্রতিকালে অধিকাংশ লোক বিভিন্ন বিষয়ের মধ্য থেকে কোন এক বিষয়ে তত্ত্বগত জ্ঞান অর্জন করে, অথচ সে তত্ত্ব মানুষকে সংশোধন করার জন্য, শিক্ষাদানের জন্য তাদেরকে চিন্তিত করে না। আর তারা এমন এমন ফাত্ওয়া দেয়, যা সবচেয়ে বড় ক্ষতির জন্য মাধ্যম হয়ে যায়। যে ক্ষতির সীমা-রেখা আল্লাহ ব্যতিত কেউ জানেন না।

ইল্ম অর্জনকারীর যে সকল ভুল থেকে সতর্ক থাকা আবশ্যক:
এখানে কিছু ভুল উল্লেখ করব, যেগুলো ভুল কিছু শিক্ষার্থী করে থাকে।

১. হিংসা করা (الْحَسَد): "হিংসা" এর সংজ্ঞা: "আল্লাহ অন্যের উপর যে নি'আমত দান করেছেন, তা অপছন্দ করা। আর হিংসা অন্যের উপর থেকে আল্লাহ্'র নি'আমত চলে যাওয়ার আকাংঙ্খা করা নয়। বরং এটি শুধুমাত্র অন্যের উপর আল্লাহ যে নি'আমত দিয়েছেন, তা কোনো লোকের অপছন্দ করা"।

তার নি'আমত চলে যাওয়া বা থাকা উভয়টিই সমান। কিন্তু মানুষ তা অপছন্দ করে। যেমন শাই'খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহি.) অনুসন্ধান করে বলেছেন:

الْحَسَدُ كَرَاهَةُ الْإِنْسَانِ مَا أَنْعَمَ اللّٰهِ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ

"অন্যের উপর আল্লাহ যে নি'আমত দিয়েছেন, তা মানুষের অপছন্দ করাই হলো হিংসা"।

আর কখনো কখনো হিংসা থেকে আত্মাসমূহ মুক্ত থাকে না। অর্থাৎ কখনো কখনো হিংসা করা আত্মার জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا حَسَدْتَ فَلَا تَبْغَ ، وَإِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تُحَقِّقْ

"যখন তুমি হিংসা করবে, তখন (কোনো বিষয়ে) বাড়াবাড়ি করবে না। আর যখন তুমি ধারণা করবে, তখন কোনো কিছু অনুসন্ধান করবে না"। (আল-মু'জামুল কাবীর লিলত্বাবারনী খ.নং৩ পৃ.নং২২৮)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্দেশ্য করেছেন যে, যখন মানুষ অন্তর থেকে অন্যের ব্যাপারে হিংসা করবে, তখন সেই মানুষের জন্য অন্যের ব্যাপারে কথা ও কাজের মাধ্যমে বাড়াবাড়ি না করা আবশ্যক। কেননা এই বাড়াবাড়ি করা ঐ সকল ইয়াহুদীদের স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন

أَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ
إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ آتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا

"আল্লাহ নিজ অনুগ্রহের কারণে লোকদেরকে যে নি'আমত দান করেছেন, এর কারণে তারা (ইয়াহুদীরা) কি মানুষের প্রতি হিংসা করে? তাহলে তো অবশ্যই আমি ইব্রাহীমের বংশধরকে কিতাব এবং প্রজ্ঞা দান করেছিলাম এবং তাদেরকে বিশাল রাজত্ব দান করেছিলাম"। সূরাহ আন-নিসা; ৪:৫৪।

একজন হিংসুক ব্যক্তি কয়েকটি অকল্যাণে পতিত হয়:

(১) আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন, হিংসুক ব্যক্তির তা অপছন্দ করা: অতএব, নিশ্চয় আল্লাহ কোনো ব্যক্তির উপর যে নি'আমত দান করেছেন, তা হিংসুক ব্যক্তির অপছন্দ করা আল্লাহ্'র ফায়ছালার বিরোধিতা করার নামান্তর।

(২) হিংসা সৎ আমলগুলোকে ঠিক তেমনভাবে খেয়ে ফেলে, যেমনভাবে আগুন জ্বালানী কাঠকে খেয়ে ফেলে: কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিংসুক ব্যক্তি হিংসাকৃত ব্যক্তির ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে; অপছন্দনীয় বিষয় আলোচনা করার মাধ্যমে, তার থেকে মানুষকে ফিরিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে, তার মর্যাদাহানি করার মাধ্যমে এবং এগুলোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কর্ম করার মাধ্যমে। আর এটি ঐসকল কবীরাহ গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো কখনো কখনো সৎ আমল সমূহকে নষ্ট করে দেয়।

(৩) একজন হিংসুক ব্যক্তির অন্তরে এমন দুঃখ এবং প্রজ্জ্বলিত আগুন পতিত হয়, যা তাকে পরিপূর্ণরূপে খেয়ে ফেলে: ফলে যখনই ঐ হিংসুক ব্যক্তি কোনো হিংসাকৃত ব্যক্তির উপর আল্লাহ্'র কোনো নি'আমত দেখতে পায়, তখনই তার অন্তর সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং সে হিংসুক ব্যক্তি তাকে নজরে রাখে। যখনই আল্লাহ তার উপর কোনো নি'আমত দান করেন, তখনই সে দুঃখিত হয় এবং তার উপর দুনিয়া সংকীর্ণ হয়ে যায়।

(৪) নিশ্চয় হিংসার মাঝে ইয়াহুদীদের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে: আর এটি জানা বিষয় যে, যদি কোনো ব্যক্তি কাফেরদের আচরণগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটি আচরণ করে, তাহলে এই আচরণের দিক দিয়ে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

যদি কোনো ব্যক্তি কোনো জাতির সাথে সাদৃশ্য রাখে, তাহলে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। (সুনান আবু-দাউদ; হা/৪০৩১)

(৫) হিংসুকের হিংসা যতই শক্তিশালী হোক না কেন, সে কখনো অন্যের থেকে আল্লাহ্'র নি'আমত সরিয়ে নিতে সক্ষম হবে না। বরং সে অক্ষম হবে। তাহলে কেন তাদের অন্তরে হিংসা পতিত হয়?

(৬) হিংসা পরিপূর্ণ ঈমানের বিরোধী: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِه

"তোমাদের কেউ পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না; যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করে, যা সে তার নিজের জন্য পছন্দ করে"।

এই হাদীসটি তোমার ভাইয়ের উপর থেকে আল্লাহ্'র নি'আমত চলে যাওয়া তোমার অপছন্দ করাকে আবশ্যক করে। অতএব, যদি তার থেকে আল্লাহ্'র নি'আমত চলে যাওয়া তুমি অপছন্দ না কর; তাহলে তুমি তোমার ভাইয়ের জন্য তা অপছন্দ করলে না, যা তুমি তোমার নিজের জন্য অপছন্দ কর। আর এটিই হলো পরিপূর্ণ ঈমানের বিপরীত।

(৭) হিংসা আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা করা থেকে মানুষের বিরত থাকাকে আবশ্যক করে: ফলে তুমি হিংসুক ব্যক্তিকে সর্বদা এমন নি'আমতের প্রতি আগ্রহী দেখতে পাবে, যে নি'আমত আল্লাহ অন্যের উপর দান করেন। অথচ সে নিজের জন্য আল্লাহর নিকটে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ لَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَ اسْأَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِه

"আর যে নি'আমতের দ্বারা আল্লাহ তোমাদের একজনের উপর আরেকজনকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, তোমরা তা আকাংঙ্খা করো না। পুরুষরা যা উপার্জন করে, তা থেকে তাদের জন্য একটি অংশ রয়েছে। আর মহিলারা যা উপার্জন করে, তা থেকে তাদের জন্য একটি অংশ রয়েছে। আর তোমরা আল্লাহ্'র নিকটে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করো"। সূরাহ আন-নিসা; ৪:৩২।

(৮) নিশ্চয় হিংসুক ব্যক্তির উপর আল্লাহ্'র যে নি'আমত রয়েছে, হিংসা তা অবজ্ঞা করাকে আবশ্যক করে: অর্থাৎ, হিংসুক ব্যক্তি মনে করে যে, সে কোনো নি'আমতের মাঝেই নেই। আর সে মনে করে যে, হিংসাকৃত ব্যক্তি তার চেয়ে

অনেক বেশি নি'আমতের মাঝে রয়েছে। আর এই সময় সে তার নিজের উপর আল্লাহ্'র নি'আমতকে অবজ্ঞা করে। ফলে সে এই নি'আমতের কৃতজ্ঞতা শিকার করে না। বরং সে (তা থেকে) বিরত থাকে।

(৯) হিংসা একটি খারাপ স্বভাব: কেননা হিংসুক ব্যক্তি তার সমাজে সৃষ্টির উপর আল্লাহ্'র নি'আমত অনুসন্ধান করে। আর সে তার সক্ষমতা অনুযায়ী মানুষের মাঝে এবং হিংসাকৃত ব্যক্তির মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা চালায়; কখনো কখনো হিংসাকৃত ব্যক্তির মর্যাদাহানি করার মাধ্যমে এবং কখনো কখনো হিংসাকৃত ব্যক্তি যে ভালো কাজ করে, তা অবজ্ঞা করার মাধ্যমে।

(১০) নিশ্চয় হিংসুক ব্যক্তি যখন হিংসা করে, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিংসাকৃত ব্যক্তির ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে: এর ফলে হিংসাকৃত ব্যক্তি কিয়ামতের দিন ঐ হিংসুক ব্যক্তির নেকআমলসমূহ গ্রহণ করবে। আর যদি তার নেক আমলসমূহ না থাকে, তাহলে তার বদআমলসমূহ নিয়ে তার মুখের উপর ছুঁড়ে মারবে। আর হিংসুক ব্যক্তি হিংসাকৃত ব্যক্তির বদআমলসমূহ গ্রহণ করবে। ৭১

২. 'ইল্ম ছাড়া ফাতওয়া দেওয়া (الْإِفْتَاء ُ بِغَيْرِ عِلْم):

ফাতওয়া দেয়া একটি বড় যোগ্যতার কাজ। একারণে সাধারণ মানুষের নিকটে তাদের দ্বীনের বিষয়ে যা সমস্যাপূর্ণ, তা ব্যাখ্যা করার জন্য একজন ফাতোয়া প্রদানকারী উদ্যোগ নেন এবং তাদেরকে সঠিক পথের দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকনে। একারণেই ফাতওয়া প্রদানের যোগ্য ব্যক্তি ছাড়া কেউ এই বড় পদটির জন্য নেতৃত্বে থাকে না। এজন্য আল্লাহকে ভয় করা এবং 'ইল্ম ও বুদ্ধিমত্তা থেকে কথা বলা সকল বান্দাদের উপর আবশ্যক। আর তাদের এটা জানা আবশ্যক যে, আল্লাহ এক। সৃষ্টিজগৎ এবং সমস্ত আদেশ তারই। অতএব, আল্লাহ ছাড়া কোনো সৃষ্টিকর্তা নেয়, আল্লাহ ছাড়া সৃষ্টি জগতের কোনো পরিচালক নেয় এবং আল্লাহ্'র বিধি-বিধান ছাড়া সৃষ্টি জগতে কোনো বিধি-বিধান বৈধ হতে পারে না। অতএব, তিনি সেই সত্ত্বা, যিনি কোনো জিনিসকে ফরয করেন, হারাম করেন, নফল করেন এবং হালাল করেন। আর যারা তাদের প্রবৃত্তির তাড়নায় যে জিনিসকে হালাল করে এবং হারাম করে, আল্লাহ তা অবশ্যই প্রতাখ্যান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَ حَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُوْنَ وَ مَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"হে নবী! আপনি বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছো, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে রিযক অবতীর্ণ করেছেন, তোমরা তার কিছুকে হারাম এবং কিছুকে হালাল করেছো? আপনি বলুন, আল্লাহ কি তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন, নাকি তোমরা আল্লাহ্'র উপর মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছো? যারা আল্লাহ্'র উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়, কিয়ামতের দিন (তার পরিণতি সম্পর্কে) তাদের ধারণা কি"? সূরাহ ইউনুস; ১০:৫৯-৬০।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

وَ لا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَ هَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"তোমাদের জিহ্বা যেসব মিথ্যা বর্ণনা করে, তার কারণে আল্লাহ্'র উপর মিথ্যারোপ করার জন্য তোমরা একথা বল না যে, এটি হালাল; আর এটি হারাম। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্'র উপর মিথ্যারোপ করে, তারা কখনোই কৃতকার্য হয় না। (এসব মিথ্যাচারে লাভ হয়) সামান্য ভোগসামগ্রী। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি"। সূরাহ আল-না'হল; ১৬:১১৬-১১৭।

আর নিশ্চয় এটি কবীরাহ গুনাহের অন্তর্ভুক্ত যে, কোনো জিনিস সম্পর্কে কোনো ব্যক্তি বলবে: এটি হালাল। অথচ সে জানে না এই জিনিসের ব্যাপারে আল্লাহ কি বিধান দিয়েছেন। অথবা ঐ জিনিস সম্পকে ঐ ব্যক্তি বলবে: এটি হারাম। অথচ সে ব্যক্তি এ ব্যাপারে আল্লাহ্'র বিধান সম্পর্কে জানে না। অথবা ঐ জিনিস সম্পকে ঐ ব্যক্তি বলবে: এটি ফরয। অথচ সে ব্যক্তি জানে না যে, আল্লাহ তা'আলা এটি ফরয করেছেন। অথবা ঐ জিনিস সম্পকে ঐ ব্যক্তি বলবে: নিশ্চয় এটি ফরয নয়। অথচ সে ব্যক্তি জানে না যে, আল্লাহ তা'আলা এটি ফর্য করেন নি। নিশ্চয় এগুলো (বলা) পাপ এবং আল্লাহ্'র সাথে খারাপ আচরণ। হে বান্দা! আল্লাহ্'র আগে আগে কথা বলার পরও তুমি কিভাবে জানলে যে, সমস্ত বিধান আল্লাহ্'র জন্য? অতঃপর আল্লাহ্'র দ্বীনের ব্যাপারে এবং তাঁর বিধি-বিধানের ব্যাপারে এমন কথা বল, যা তুমি জানো না? অবশ্যই আল্লাহ তাঁর ব্যাপারে 'ইল্ম ছাড়া কোনো কথা বলাকে তাঁর প্রতি শিরক করার সাথে যুক্ত করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ أَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَ أَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

"(হে নবী)! আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতাকে, পাপ কাজকে, অন্যায় ভাবে বাড়াবাড়িকে, আল্লাহ্'র সাথে তোমাদের শরীক করাকে; যে ব্যাপারে তিনি কোনো দলীল অবতীর্ণ করেন নি এবং আল্লাহ্'র ব্যাপারে তোমাদের এমন কথা বলাকে, যা তোমরা জানো না। সূরাহ আল-আ'রাফ: ৭:৩৩।

আর নিশ্চয় অনেক সাধারণ মানুষ এমন কিছুর ব্যাপারে একে অপরকে ফাতোয়া দেয়, যা তারা জানে না। অতএব, তুমি তাদেরকে বলতে দেখবে: এটি হালাল বা হারাম বা ফরয অথবা নফল। অথচ তারা এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। তাহলে এসকল লোক কি জানে না যে, তারা যা বলে, সে সম্পর্কে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন?! তারা কি জানে না যে, তারা যখন কোনো ব্যক্তিকে পথভ্রষ্ট করবে আল্লাহ ঐ ব্যক্তির জন্য যা হারাম করেছেন, তার জন্য তা হালাল করার মাধ্যমে অথবা আল্লাহ তার জন্য যা হালাল করেছেন, তা তার জন্য হারাম করার মাধ্যমে; তখন তারা ঐ ব্যক্তির পাপ (নিজেরাই) বয়ে আনবে এবং ঐ ব্যক্তি যে ভুল আমল করবে, তার সমপরিমাণ পাপ তাদের উপর বর্তাবে? আর তারা ঐ ব্যক্তিকে যে ভুল ফাতওয়া দিয়েছে, তার কারণেই এটি সংঘটিত হবে। আর নিশ্চয় কিছু সাধারণ মানুষ অনান্য পাপ করে। যখন সে এমন কোনো ব্যক্তিকে দেখে, যে ব্যক্তি কোনো 'আলিমের নিকটে ফাতোয়া চাওয়ার জন্য কামনা করে; তখন সে সাধারণ লোকটি তাকে বলে: তোমার ফাতওয়া চাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এটি সুস্পষ্ট বিষয়। প্রকৃতপক্ষে, এটি হালাল হওয়া সত্ত্বেও সে বলে যে, এটি হারাম বিষয়। ফলে আল্লাহ তার জন্য যা হালাল করেছেন, ঐ সাধারণ লোকটি তার জন্য সেটি হারাম করে দেয়। অথবা ঐ সাধারণ লোকটি তাকে বলে: এটি ফরয বিষয়। ফলে আল্লাহ তার জন্য যা ফরয করেন নি, সে তার জন্য তা ফরয করে দেয়।

অথবা সে সাধারণ লোকটি বলে: এটি নফল বিষয়। অথচ এটি আল্লাহ্'র শারী'আতে ফরয বিষয়। ফলে আল্লাহ তার উপর যা ফরয করেছেন, তা তার থেকে বাদ পড়ে যায়। অথবা সে লোকটি বলে: এটি হালাল বিষয়। অথচ প্রকৃতপক্ষে এটি হারাম বিষয়। আল্লাহ্'র শারী'আতে ব্যাপারে এগুলো কথা বলা ঐ সাধারণ লোকের পক্ষ থেকে একটি পাপ এবং তার মুসলিম ভাইয়ের সাথে প্রতারণার শামিল। যেহেতু সে তাকে 'ইল্‌ম ছাড়া ফাতওয়া দিয়েছে। তুমি কি মনে কর, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো একটি দেশের কোনো পথ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তারপর যদি তুমি এখান থেকে পথটি বলে দাও, অথচ তুমি জানো না। তাহলে কি মানুষ এটাকে তোমার পক্ষ থেকে প্রতারণা ধরে নিবে না?

তাহলে কিভাবে তুমি জান্নাতের পথ সম্পর্কে কথা বল, অথচ তুমি তা সম্পর্কে কিছুই জান না?! আর এই পথটি এমন একটি পথ, যার ব্যাপারে আল্লাহ বিধান অবতীর্ণ করেছেন?! আর

নিশ্চয় কিছু শিক্ষার্থী হলো অর্ধেক 'আলিম। সাধারণ মানুষ সাহসের কারণে আল্লাহ্'র বিধানের ব্যাপারে যেসকল বিষয়ে ফাতওয়া দেয়, তারা ঠিক সেসকল বিষয়ে ফাতওয়া দেয়। বিষয়গুলো হলো: হালাল করা, হারাম করা এবং ফরয করা। তারা যা জানে না, সে ব্যাপারে কথা বলে। তারা শারী'আতের ব্যাপারে কমায় এবং বাড়ায়। আর আল্লাহ্'র বিধানের ক্ষেত্রে তারা হলো সবচেয়ে অজ্ঞ মানুষের অন্তর্ভুক্ত। যখন তুমি তাদের মধ্য থেকে কাউকে কথা বলতে শুনবে, তখন যেন মনে হয় তার দৃঢ়ভাবে কথা বলার ব্যাপারে তার উপর ওহী নাযিল হচ্ছে। ফলে সে এটা বলতে সক্ষম হয় না, "আমি জানি না"।তার ইল্ম থাকা সত্ত্বেও সে যেন সত্যের প্রতীক। এছাড়াও সে মনে করে যে, সে একজন 'আলিম। এভাবে সে সাধারণ মানুষের ক্ষতি করে। কেননা কখনো কখনো সাধারণ মানুষ তার উপর আস্থাশীল হয় এবং তার দ্বারা প্রতারিত হয়।

এসকল মূর্খ জাতি তাদের কথার সম্বন্ধ তাদের নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে না। বরং তুমি তাদেরকে দেখবে, তারা তাদের কথাটিকে ইসলাসের দিকে নিস্বত করে বলে: "ইসলাম এরূপ বলে, ইসলাম এরূপ মনে করে"। অথচ এটি কোনো ক্ষেত্রে বৈধ নয়। তবে ঐ ক্ষেত্রে বৈধ, যে ক্ষেত্রে কোনো প্রবক্তা জেনে বলে যে, এটি দ্বীন ইসলামের অন্তর্ভুক্ত। আর জানার কোনো পথ নেই আল্লাহ্'র কুরআন, রাসূলের হাদীস অথবা মুসলিমদের ঐক্যমতের জ্ঞান রাখা ছাড়া। নিশ্চয় কিছু মানুষ তাদের সাহসের কারণে, তাদের অসতর্কতার কারণে, লজ্জাহীনতার কারণে এবং আল্লাহ'র প্রতি তাদের ভয় না থাকার কারণে কোনো স্পষ্ট হারাম বিষয় সম্পর্কে বলে থাকে: "আমি এটিকে হারাম মনে করি না"। অথবা কোনো স্পষ্ট ফরয বিষয় সম্পর্কে বলে থাকে: "আমি এটিকে ফরয মনে করি না"। হয় তারা তাদের অজ্ঞতার কারণে এটা বলে বা বিরোধিতা এবং অহংকারের কারণে অথবা আল্লাহ্'র দ্বীনের ব্যাপারে তাঁর বান্দাদেরকে সন্দেহে পতিত করার জন্য। আর অবশ্যই বিবেক, ঈমান, আল্লাহভীতি এবং তার বড়ত্ব ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত হলো যে, কোনো ব্যক্তি যে সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না, সে সম্পর্কে বলবে: "আমি জানি না, আমি এ বিষয়ে অন্যকে জিজ্ঞেস করব"। অতএব, নিশ্চয় এটি পরিপূর্ণ বিবেকের অন্তর্ভুক্ত। কেননা মানুষ তার গ্রহণযোগ্যতা দেখে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। আর অবশ্যই একথা বলা ঈমান এবং আল্লাভীতির অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু সে তার প্রতিপালকের আগে আগে কথা বলে না এবং না জেনে তাঁর দ্বীনের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যাপারে কথা বলে না।

আর রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এমন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যে ব্যাপারে তার উপর কোনো ওহী অবতীর্ণ হয় নি। তারপর তার উপর ওহী অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন। অথচ তিনি আল্লাহ্'র দ্বীনের ব্যাপারে সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ। তারপর যে সম্পর্কে আল্লাহ্'র নাবীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সে সম্পর্কে আল্লাহ নিজে জবাব দিয়েছিলেন:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ

"তাদের জন্য কি হালাল করা হয়েছে, সে সম্পর্কে তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, পবিত্র জিনিসগুলো তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে"। সূরাহ আল-মায়িদাহ; ৫:৪। আল্লাহ আরও বলেন,

يَسْأَلُوْنَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا

"তারা আপনাকে যুল কুরাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, অচিরেই আমি তোমাদেরকে তার সম্পর্কে বলব"। সূরাহ আল-কাহাফ; ১৮:৮৩। তিনি আরও বলেন,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ

"তারা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, কখন কিয়ামত হবে? আপনি বলুন, কেবলমাত্র এই জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকটেই (রয়েছে)। তিনি এর সঠিক সময়ে এটি প্রকাশ করবেন"। সূরাহ আল-আরাফ; ৭:১৮৭।

আর যখন মর্যাদাবান সাহাবীগণের নিকটে এমন মাসআলাহ পেশ করা হতো, যার ব্যাপারে তারা আল্লাহর বিধান জানতেন না; তখন তারা এর জবাব দিতে দ্বিধা করতেন। অতএব, জেনে রাখো! আবু বকর আছ-ছিদ্দীক রা. বলতেন,

أَيْ سَمَاءُ تَظُلُّنِي، وَ أَيْ أَرْضُ تَقِلُّنِي إِذَا أَنَا قُلْتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ

"হে আসমান! তুমি আমার উপর অন্ধকার হয়ে যাবে, আর হে যমীন! তুমি আমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে যাবে; যখন আমি আল্লাহর কুরআনের ব্যাপারে 'ইল্ম ছাড়া কথা বলব"।

এছাড়া আরও জেনে রাখো! একদা উমার রা. এর নিকটে একটি কাহিনী বর্ণিত হয়েছিল। তারপর তিনি এ ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য সা'হাবীগণকে একত্রিত করেছিলেন।

আর আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. বলেছিলেন,

أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَلْيَقُلْ بِهِ، وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ فَلْيَقُلْ : اللَّهُ أَعْلَمُ،

فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُوْلَ لِمَا لَا يَعْلَمُ : اللَّهُ أَعْلَم* ُ

"হে মানুষ সকল! যদি কোনো ব্যক্তিকে এমন কোনো 'ইল্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, যা সে জানে; তাহলে সে যেন সে ব্যাপারে কথা বলে। আর যার নিকটে 'ইল্ম নেই সে যেন বলে: اللهُ أَعْلَم ُ)আল্লাহই সবচেয়ে জ্ঞানী)। কেননা যা সে জানে না, সে ব্যাপারে একথা বলা 'ইল্ম এর অন্তর্ভুক্ত।

আশ-শা'বী (রহি.) কে একটি মাসআলাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তারপর তিনি বলেন, "আমি এর উত্তর ভালো জানি না"। তারপর তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে বললেন, "নিশ্চয় আমরা আপনাকে 'জানি না' কথাটি বলতে লজ্জা পাই"। তারপর তিনি তাদেরকে বললেনঃ "কিন্তু ফেরেশতাগণ 'জানি না' কথাটি বলতে লজ্জা পান না, যখন তাঁরা বলেন,

لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا

"আপনি আমাদেরকে যা শিখিয়েছেন, সেটা ছাড়া আমাদের কোনো 'ইল্ম নেই"। সূরাহ আল-বাক্বারাহ; ২:৩২।

আর এখানে 'ইল্ম ছাড়া ফাতওয়া দেওয়ার ব্যাপারে অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

৩. অহংকার করা (الْكِبِ): অবশ্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংক্ষিপ্ত এবং সুস্পষ্টভবে "অহংকার" এর আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاس* ِ

"হিংসা হলো: সত্যকে দম্ভের সাথে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করা"।

এখানে, بَطَرُ الحق দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: رَبُّ احْق َ সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং النَّاس ِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: احْتِقَارُ النَّاس ِ মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করা। غَمْط ُ

তোমার শিক্ষকের সাথে তোমার বাড়াবাড়ি করা এবং তার সাথে খারাপ আচরণ করা অহংকারের অন্তর্ভুক্ত। আর এটিও অহংকারের অন্তর্ভুক্ত যে, তোমার চেয়ে নিচু পর্যায়ের কোনো ব্যক্তি তোমার কোনো উপকার করে, অথচ তুমি ঐ ব্যক্তি থেকে বিরত থাক। আর এধরণের কাজ কিছু শিক্ষার্থীর মধ্যে সংঘটিত হয়। যখন 'ইল্মের ক্ষেত্রে নিম্ন পর্যায়ের কোনো ছাত্র তাদের নিকটে কোনো বিষয়ে সংবাদ দেয়, তখন তারা অহংকার করে এবং তার সংবাদটি গ্রহণ করে না। যেমনভাবে স্রোত উঁচু স্থান থেকে ডানে ও বামে প্রবাহিত হয় এবং তাতে স্থির থাকে না, ঠিক তেমনভাবে 'ইল্ম অহংকার এবং বড়ত্বের সাথে স্থির থাকে না। আর কখনো কখনো অহংকার এবং বড়ত্বের কারণে 'ইল্মকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

৪. বিভিন্ন দল এবং মতের পক্ষাবলম্বন করা (التَّعَصُّبُ لِلْمَذَاهِبِ وَالْآرَاء) : দলাদলি এবং দলীয় মনোভাব থেকে মুক্ত থাকা একজন শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যক। কেননা এর ফলে কোনো নির্দিষ্ট দলের সাথে বন্ধুত্ব এবং শত্রুতা সংঘটিত হয়। অতএব, কোনো সন্দেহ নেই যে, এটি সালাফে ছলিহগণের কর্মপন্থার বিপরীত। সালাফে সলিহগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত নয়। বরং তারা সকলেই একটি দলে ঐক্যবদ্ধ। তারা সকলেই আল্লাহর একটি বাণীর ছায়াতলে একত্রিত হয়েছেন। বাণীটি হলো,

هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ

"তিনি তোমাদের নাম দিয়েছেন মুসলিম"। সূরা আল-হজ্জ; ২২:৭৮।

আর অত্যাচারী ব্যক্তিকে সাহায্য করার অর্থ হলো: অত্যাচার থেকে তাকে তোমার বাধা দেওয়া। অতএব, ইসলামে কোনো দলাদলী নেই। আর একারণেই যখন
মুসলিমদের মাঝে বিভিন্ন দল প্রকাশিত হলো, মুসলিম উম্মাহ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হলো, তাদের একজন আরেকজনকে পথভ্রষ্ট বলতে থাকলো এবং তার মৃত ভাইয়ের গোস্ত খেতে থাকলো ('গীবত করতে থাকলো); তখন তারা দুর্বল হয়ে পড়লো। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُم

"আর তোমরা পরস্পর দ্বন্দ্ব করো না, (যদি দ্বন্দ্ব কর) তাহলে তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের শক্তি চলে যাবে"। সূরা আল-আনফাল ৮:৪৬।

আমরা কোন কোন শিক্ষার্থীকে দেখতে পাই; যে শিক্ষার্থী শাইখগণের মধ্য থেকে কোন একজন শাইখ এর নিকটে থাকে। ন্যায় ও অন্যায় উভয়ের ক্ষেত্রেই সে ঐ শাইখ এর পক্ষ সমর্থন করে। আর অন্য শাইখ এর বিরোধিতা করে, অন্য শাইখকে পথভ্রষ্ট এবং বিদ'আতী বলে। আর সে মনে করে যে, তার শাইখ হলেন জ্ঞানবান, সংশোধনকারী এবং অন্য শাইখ হলেন মূর্খ অথবা গোলযোগ সৃষ্টিকারী। এটি (ধারণাটি) একটি বড় ভুল। বরং যার মত কুরআন-সুন্নাহ এবং রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ছাহাবাগণের মতের সাথে মিলে যাবে, তার মত গ্রহণ করা আবশ্যক।

৫. যোগ্যতা অর্জনের পূর্বে ফাতওয়া প্রদান (التَّصَدُّرُ قَبْلَ التَّأَهل) : ফাতওয়া প্রদানের যোগ্য হওয়ার পূর্বে একজন শিক্ষার্থীর ফাতওয়া প্রদান থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। কেননা যখন একজন শিক্ষার্থী এরূপ (ফাতাওয়া প্রদান) করবে, তখন এটি কয়েকটি বিষয়ের প্রমাণ হয়ে যাবে।

১ম বিষয়: স্বয়ং নিজেকে বিম্বিত করণ। যখন একজন শিক্ষার্থী (যোগ্য হওয়ার পূর্বেই) ফাতওয়া দিবে, তখন সে নিজেকে দলের নেতাদের মধ্য থেকে একজন নেতা মনে করবে।

২য় বিষয়: বিষয়গুলো তার না বুঝার উপর প্রমাণ। কেননা যখন একজন শিক্ষার্থী (যোগ্য হওয়ার পূর্বেই) ফাতওয়া দিবে; তখন কখনো কখনো সে এমন একটি সমস্যায় পতিত হবে, যা থেকে সে মুক্ত হতে সক্ষম নয়। নিশ্চয় যখন লোকেরা তাকে ফাতওয়া দিতে দেখবে, তখন তারা তার নিকট কিছু মাসআলাহ পেশ করবে, সে মাসআলাহগুলোর সমস্যা সমাধান করার জন্য।

৩য় বিষয়: যখন কোন শিক্ষার্থী যোগ্য হওয়ার পূর্বেই ফাতওয়া প্রদান করবে; তখন আল্লাহ'র ব্যাপারে না জেনে কথা বলা তার জন্য আবশ্যক হয়ে যাবে। কেননা
অধিকাংশ ক্ষেত্রে যার উদ্দেশ্য হলো না জেনে ফাতওয়া দেওয়া, সে (কোন কিছুকেই) পরোয়া করবে না। তাকে যে ব্যাপারেই জিজ্ঞেস করা হবে, সে ব্যাপারেই উত্তর দিবে (অর্থাৎ, ফাতোয়া দিবে)। আর সে 'ইল্ম ছাড়া তার দ্বীনের ব্যাপারে এবং আল্লাহ'র ব্যাপারে কথা বলার সুযোগ গ্রহণ করবে।

৪র্থ বিষয়: যখন কোন মানুষ (যোগ্য হওয়ার পূর্বেই) ফাওয়া দিবে, তখন সে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সত্যকে গ্রহণ করবে না। কেননা সে তার নির্বুদ্ধিতার কারণে ধারণা করবে যে, তার নিজের

কাছে হক্ক থাকা সত্ত্বেও যখন সে অন্যের অধীন হবে, তখন এই কাজটি এটির উপর দলীল হয়ে যাবে যে, সে ব্যক্তি 'আলিম নয়।

৬. মন্দ ধারণা করা : অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা করা থেকে বিরত থাকা একজন শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যক। উদাহরণস্বরূপ: কোন ব্যক্তির ধারণা করে একথা বলা: "অমুক ব্যক্তি শুধুমাত্র লোক দেখানোর জন্যই দান করে; ছাত্রটি শুধুমাত্র লোক দেখানোর জন্যই প্রশ্নের উত্তর দেয়, যেন এটি বুঝা যায় যে, সে একজন জ্ঞানবান ছাত্র"। মু'মিনগণের মধ্য থেকে কোন দানকারী ব্যক্তি যখন বেশি পরিমাণে সাদাক্বাহ প্রদান করে, তখন মুনাফিক্বরা বলে: "এই ব্যক্তি লোক দেখানো দান করে"। আর যখন ঐ দানকারী ব্যক্তি কম পরিমাণে সাদাক্বাহ প্রদান করে, তখন মুনাফিক্বরা বলে: "নিশ্চয় আল্লাহ এই দানের থেকে অমুখাপেক্ষী"। আল্লাহ মুনাফিক্বদের সম্পর্কে বলেন,

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِ فِي نَ فِي الصَّدَقَاتِ وَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"যারা দোষারোপ করে মু'মিনগণের মধ্য থেকে স্বেচ্ছায় সাদাক্বাহ প্রদানকারী মু'মিনগণকে এবং তাদেরকে যারা তাদের পরিশ্রম ছাড়া (সাদাক্বাহ করার জন্য) কিছুই পায় না। অতঃপর তারা তাদেরকে (স্বেচ্ছায় দানকারীদেরকে) নিয়ে উপহাস করে। আল্লাহও তাদেরকে নিয়ে উপহাস করেন। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি"। সূরা আত-তাওবাহ; ৭৯:৯।

সুতরাং, তুমি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে খারাপ ধারণা করা থেকে বিরত থাকো, যার ন্যায়পরায়ণতা সুস্পষ্ট। আর তোমার শিক্ষকের ব্যাপারে বা তোমার সঙ্গীর ব্যাপারে

খারাপ ধারণা করার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কেননা যার ন্যায়পরায়ণতা সুস্পষ্ট হয়েছে, তার ব্যাপারে ভাল ধারণা করা অপরিহার্য। পক্ষান্তরে, যার সততা সুস্পষ্ট নয়, তার ব্যাপারে তোমার অন্তরে খারাপ ধারণা হলে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমার অন্তরে যে সন্দেহ রয়েছে, তা দূর হওয়া পর্যন্ত (সে ব্যাপারে) নিশ্চিত হওয়া তোমার উপর অপরিহার্য। কেননা কিছু মানুষ মিথ্যা সন্দেহের উপর ভিত্তি করে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে এমন ধারণা করে, যার কোন সত্যতা নেই।

সুতরাং, যখন কোন ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি খারাপ ধারণা করবে, সে ব্যক্তি ছাত্রদের মধ্য থেকে হোক অথবা অন্য কেউ হোক; তখন তোমার খারাপ ধারণা করার উপযোগী কোন সুস্পষ্ট চিহ্ন

আছে কিনা, তা লক্ষ্য রাখা বাধ্যতামূলক। পক্ষান্তরে, যখন খারাপ ধারণাটি শুধুমাত্র সন্দেহের উপর ভিত্তি করে হবে; তখন ঐ মুস্লিমের ব্যাপারে খারাপ ধারণা করা তোমার জন্য বৈধ নয়, যে মুসলিমের ন্যায়নিষ্ঠতা সুস্পষ্ট। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা বেশি বেশি ধারণা করা থেকে বিরত থাকো"। সূরা আল-হুজরাত; ৪৯:১২।

আল্লাহ (একথা) বলেননি: كُلُّ الظَّن (প্রত্যেক ধারণা থেকে)। কেননা কিছু ধারণার ভিত্তি রয়েছে এবং যৌক্তিকতা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْم

"নিশ্চয় কিছু ধারণা পাপ"। সূরা আল-হুজরাত; ৪৯:১২।

সুতরাং, যে ধারণায় অন্যের প্রতি শত্রুতা সৃষ্টি হয়; কোন সন্দেহ নেই যে, সে ধারণাটি হলো পাপ। অনুরূপভাবে যে ধারণার কোন ভিত্তি নেই, (সে ধারণাটিও পাপ)।

পক্ষান্তরে, যদি ধারণাটির কোন ভিত্তি থাকে, তাহলে আলামত ও প্রমাণ অনুযায়ী তোমার মন্দ ধারণা করায় কোন সমস্যা নেই। একারণেই মানুষের জন্য উচিত হলো তার আত্মাকে স্ব-স্থানে জায়গা দেওয়া, ময়লা দ্বারা আত্মাকে কলুষিত না করা এবং উল্লেখিত গুনাহসমূহ থেকে সর্তক থাকা। কেননা আল্লাহ (দ্বীনের) শিক্ষার্থীকে 'ইল্মের কারণে সম্মানিত করেন এবং তাকে (অন্যদের) আর্দশ বানিয়ে দেন। এমনকি মানুষের (দ্বীনের ক্ষেত্রে) সমস্যাপূর্ণ বিষয়গুলোকে 'আলিমগণের দিকে ফিরিয়ে দিয়ে বলেন,

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

"অতএব, (হে অজানা লোকেরা!) যদি তোমরা (দ্বীনের কোন বিষয়ে) না জান, তাহলে (তা সম্পর্কে) তোমরা 'আলিমগণকে জিজ্ঞেস করো"। সূরা আন-না'হল ১৬:৪৩। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوْا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُوْلِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ

"আর যখন তাদের নিকটে শান্তি বা ভয়ের কোন সংবাদ আসে, তখন তারা তা প্রচার করে। আর যদি তারা রাসূল এবং তাদের মধ্য থেকে উলুল আমরগণের (অর্থাৎ, 'আলিমগণের) দিকে সংবাদটি ফিরিয়ে দিত, তাহলে তাদের মধ্য থেকে তথ্য অনুসন্ধানকারীগণ তার যথার্থতা উপলব্ধি করতেন"। সূরা আন-নিসা'৪:৮৩।

সুতরাং নিজেকে অপমান এবং নিকৃষ্টতর ক্ষেত্রে নামিয়ে দেয়া যাবে না।

ইলম তলবের গুরুত্ব, ফযীলত ও আদব

ইসলামে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিমের প্রতি ইসলামের প্রথম বার্তাই- اِقْرَا- পড়, ইলম অর্জন কর। ইসলাম থেকে ইলমকে আলাদা করা অসম্ভব। ইসলামের প্রতিটি অংশের মধ্যেই ইলম বিরাজমান। ইলম ছাড়া যথাযথভাবে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। ইলম ছাড়া ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন- কোনো ক্ষেত্রেই সত্যিকার অর্থে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। তাবেঈ উমর ইবনে আব্দুল আযীয রাহ. বলেন-

من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح.

যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া আমল করবে সে সঠিকভাবে যতটুকু করবে না করবে, বরবাদ করবে তার চেয়ে বেশি। -তারীখে তাবারী ৬/৫৭২

দ্বীনী ইলমের বিভিন্ন স্তর ও ভাগ রয়েছে। একটি ভাগ ফরযে আইন ও ফরযে কেফায়া হিসাবে। ফরযে আইন বলা হয়, যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। বিশেষভাবে এই প্রকারের ইলমের ব্যাপারেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলম অর্জন করা ফরয। -মুসনাদে আবু হানীফা (হাছকাফী), হাদীস ১, ২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৪

ঈমান-আকীদা, ইবাদাত-বন্দেগী, মুআমালাত-মুআশারাতসহ ইসলামের বড় বড় সকল অধ্যায়ের অনেক বিষয়ই এই প্রকারের ইলমের মধ্যে শামিল, যা সকলকেই শিখতে হবে। এই পরিমাণ ইলম শিখে নেওয়া প্রত্যেকের কর্তব্য। আর অধীনস্তদেরকে শিক্ষা দেওয়াও জরুরি। এ পরিমাণ ইলম না শিখলে আল্লাহর কাছে অন্যকে দায়ী করা যাবে না এবং কোনো ওজরও গ্রহণযোগ্য হবে না।

দ্বিতীয় প্রকারের ইলম হচ্ছে, ফরযে কেফায়া, যা স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয না হলেও সামষ্টিকভাবে সকলের উপর ফরয। অর্থাৎ সমাজের কিছু ব্যক্তি তা হাসিল করলে সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে। আর কেউই হাসিল না করলে সকলেই দায়ী থাকবে। এ প্রকারের ইলম অনেক বিস্তৃত। এককথায় দ্বীনের সকল বিষয়ের গভীর জ্ঞান। যেহেতু এটি সামষ্টিকভাবে সকলের উপরই ফরয তাই সকলকেই এই দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন থাকা চাই। কেউ যেন মনে না করে, এটি কেবল অমুক শ্রেণির দায়িত্ব। এই ইলমের ব্যাপারেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ.

এই ইলমকে ধারণ করবে প্রত্যেক উত্তর প্রজন্মের আস্থাভাজন শ্রেণি। তাঁরা একে মুক্ত রাখবে সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি থেকে, বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার থেকে এবং মূর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে। -শরহু মুশকিলিল আছার, হাদীস, ৩৮৮৪; শারাফু আসহাবিল হাদীস, খতীব বাগদাদী, পৃ. ২৯; বুগইয়াতুল মুলতামিস, আলাঈ, পৃ. ৩৪

ইলমকে বলা হয় মাওকূফ আলাইহি অর্থাৎ দ্বীনের প্রতিটি আমল এর উপর নির্ভরশীল। ইমাম বুখারী রাহ. সহীহ বুখারীতে একটি শিরোনাম দিয়েছেন-

باب العِلمِ قبْلَ القوْلِ والعمل.

(সকল কথা ও আমলের আগে হচ্ছে সেই বিষয়ের ইলম।)

এই কারণে হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী রাহ. বলেছেন, যে আমলের যে হুকুম তার ইলম হাসিল করারও একই হুকুম। অর্থাৎ যেই আমলটি ইসলামে ফরয তার ইলম অর্জনও ফরয। যেটা ওয়াজিব তার ইলম অর্জন করাও ওয়াজিব। যেটা সুন্নত তার ইলম

অর্জনও সুন্নত। তদ্রƒপ যেটা হারাম তার ইলম অর্জন করা ফরয। যা মাকরূহে তাহরীমী তার ইলম অর্জন করা ওয়াজিব। এককথায় ইসলামের যেই বিষয়টি যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়ের ইলম অর্জন করাও তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সঠিক ইলম ছাড়া সঠিক আমল কখনোই সম্ভব নয়।

কুরআন-সুন্নাহর ইলম হাসিল করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ

পবিত্র কুরআনের পুরোটাই ইলম। কুরআন শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়া, কুরআনের তালীম দেওয়া সবকিছুই ইলম চর্চার মধ্যে শামিল। কুরআনকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে যত জায়গায় বলা হয়েছে তার মধ্যে কুরআনের ইলম অর্জন করার বিষয়টি আবশ্যকীয়ভাবেই অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের ইলম অর্জনের গুরুত্ব কুরআনের মতই। কারণ আল্লাহ পাক কুরআন নাযিল করেছেন, যাতে আমরা এর ইলম অর্জন করি এবং সেই অনুযায়ী আমল করি। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন-

وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ.

তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা করে। -সূরা নাহল (১৬) : ৪৪

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

هُوَ الَّذِیْ بَعَثَ فِی الْاُمِّیّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ یَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَ یُزَكِّیْهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ.

তিনিই উম্মিদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য হতে, যে তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে; তাদের পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত; ইতিপূর্বে তো তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে। -সূরা জুমুআহ (৬২) : ২

সুতরাং আমরা যদি চাই, যে উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল ও নবী প্রেরণ করা হয়েছে তা পুরা হোক, তাহলে আমাদের উচিত হবে কুরআন-সুন্নাহর ইলম হাসিল করা। যাতে হাশরের ময়দানে নবী আমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করে না বলেন-

یٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا.

হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে বিলকুল পরিত্যাগ করেছিল। -সূরা ফুরকান (২৫) : ৩০

সূরা কাহাফে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আ. ও হযরত খাযির আ.-এর ঘটনা উল্লেখ করে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, একজন অনেক উঁচু মর্যাদার নবীও ইলম ও হিকমত শিক্ষার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন এবং আরেকজনের পিছে পিছে ঘুরেছেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে হযরত মূসা আ. খাযির আ.-কে বললেন-

هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا.

আমি কি তোমার অনুসরণ করব এই মর্মে যে, তুমি আমাকে হেদায়েতের বাণী শেখাবে, যা তোমাকে শেখানো হয়েছে। -সূরা কাহাফ (১৮) : ৬৬

হযরত মূসা ও খাযির আ.-এর ঘটনা সবিস্তারে কুরআনে কারিমে সূরা কাহাফের শেষে উল্লেখ আছে। সেখানে একজন ইলম অন্বেষণকারীর জন্য বহু শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে।

কুরআনে কারীমের এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে দুআ শিখিয়েছেন-

رَبِّ زِدْنِیْ عِلْمًا.

হে আমার প্রভু, আমার ইলম বৃদ্ধি করে দাও। -সূরা ত্ব-হা (২০) : ১১৪

আল্লামা কুরতুবী রাহ. বলেন, ইলমের চেয়ে অন্য কোনো আমল যদি আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় হতো তবে তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেটা বৃদ্ধির জন্যই দুআ করতে নির্দেশ দিতেন। কুরআনে কারিমে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইলম ছাড়া অন্য কোনো জিনিস বৃদ্ধির জন্য দুআ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِیَنْفِرُوْا كَآفَّةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآىِٕفَةٌ لِّیَتَفَقَّهُوْا فِی الدِّیْنِ وَ لِیُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْۤا اِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُوْنَ.

মুমিনদের সকলের একসঙ্গে অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়, তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হয় না কেন, যাতে তারা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের

সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে। যাতে তারা সতর্ক হয়। -সূরা তাওবা (৯) : ১২২

প্রখ্যাত মুফাস্সির আল্লামা কুরতুবী রাহ. বলেন, কুরআনের এই আয়াতটি ইলম অন্বেষণ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে একটি বড় দলীল। তিনি আরো বলেন, ইলম অন্বেষণ করা এমন মহা সম্মান ও মর্যাদার বিষয়, অন্য কোনো আমল যার সমকক্ষ হতে পারে না। -তাফসীরে কুরতুবী ৮/২৬৬, ২৬৮

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনী অধ্যয়ন করলে স্পষ্টভাবেই বুঝে আসে, তিনি ইলমকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয এবং বিরাট সওয়াবের কাজ হিসেবেই অবলম্বন করেছিলেন এবং এভাবে অবলম্বনের জন্যই উম্মতকে জোর তাকিদ করেছেন। ইলমের প্রতি এত উৎসাহ দিয়েছেন এবং এত অধিক ফযীলত বর্ণনা করেছেন যে, বৃদ্ধদের মাঝেও ইলম তলবের অদম্য স্পৃহা জেগে উঠেছে। শুধু তা-ই নয়, ইলমের প্রতি অনীহা প্রকাশকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

ইলমের প্রতি কোনো এক সম্প্রদায়ের অনাগ্রহের কথা জানার পর তিনি ইরশাদ করেন-

مَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يُفَقِّهُونَ جِيرَانَهُمْ، وَلَا يُعَلِّمُونَهُمْ، وَلَا يَعِظُونَهُمْ، وَلَا يَأْمُرُونَهُمْ، وَلَا يَنْهَوْنَهُمْ. وَمَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يَتَعَلَّمُونَ مِنْ جِيرَانِهِمْ، وَلَا يَتَفَقَّهُونَ، وَلَا يَتَّعِظُونَ. وَاللهِ لَيُعَلِّمَنّ قَوْمٌ جِيرَانَهُمْ، وَيُفَقِّهُونَهُمْ وَيَعِظُونَهُمْ، وَيَأْمُرُونَهُمْ، وَيَنْهَوْنَهُمْ، وَلْيَتَعَلَّمَنّ قَوْمٌ مِنْ جِيرَانِهِمْ، وَيَتَفَقَّهُونَ، وَيَتَفَطَّنُونَ، أَوْ لَأُعَاجِلَنَّهُمُ الْعُقُوبَةَ. ◌َ

ওই সম্প্রদায়ের কী হল যে, তারা প্রতিবেশীদেরকে দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ দান করে না; দ্বীন শিক্ষা দেয় না, দ্বীনের বিষয়াবলী বোঝায় না, তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করে না, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে না? ওই সম্প্রদায়েরই বা কী হল যে, তারা প্রতিবেশী থেকে দ্বীন শেখে না, দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ নেয় না, দ্বীনের বিষয়াদি বুঝে নেয় না?

আল্লাহর কসম! হয়ত তারা তাদের প্রতিবেশীদেরকে দ্বীন শেখাবে, দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ দান করবে, দ্বীনের বিষয়াদি বোঝাবে, সৎ কাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে আর যারা জানে না ওরা তাদের থেকে শিখবে, সঠিক বুঝ গ্রহণ করবে, দ্বীনের বিষয়াদি ভালোভাবে বুঝে নেবে নতুবা আমি তাদেরকে দুনিয়াতেই নগদ শাস্তি দিব। -আলমুজামুল কাবীর, তবারানী; মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ ১/১৬৪

ইলমে দ্বীনের ফযীলত

সর্বপ্রথম কুরআনী ওহীতেই ইলমের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ، خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَق ، اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَم، الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَم، عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم.ْ

পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন- সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না। -সূরা আলাক (৯৬) : ১-৫

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْن.َ

বল, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? -সূরা যুমার (৩৯) : ৯

কুরআনে কারিমের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰت.ٍ

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন। -সূরা মুজাদালাহ (৫৮) : ১১

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّين.ِ

আল্লাহ পাক যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের সহীহ সমঝ দান করেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৩৭

আরো ইরশাদ করেছেন-

لاَ حَسَدَ إِلّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

দুই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারেই হিংসা হতে পারে না। এক. আল্লাহ পাক যাকে সম্পদ দান করেছেন আর সে ন্যায়ের পথে খরচ করতে থাকে। দুই. যাকে দ্বীনী জ্ঞান দান করেছেন আর সে তা দিয়ে বিচার করে এবং তা মানুষকে শেখায়। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮১৬

অন্য হাদীসে ইরশাদ করেছেন-

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنّةِ.ِ

যেই ব্যক্তি ইলম তলবের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করবে আল্লাহ পাক এর বদৌলতে তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৯৯

হযরত সাফওয়ান ইবনে আস্সাল রা. বলেন, আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। তখন তিনি মসজিদে বসে ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এসেছি ইলম শিক্ষা করার জন্য। তিনি বললেন, তালেবে ইলমকে মারহাবা। নিশ্চয় তালেবে ইলমকে ফিরিশতাগণ বেষ্টন করে রাখে এবং তাঁদের ডানা দিয়ে তাকে ছাঁয়া দিতে থাকে। অতঃপর তাঁরা সারিবদ্ধভাবে প্রথম আসমান পর্যন্ত মিলে মিলে দাঁড়িয়ে যায়। এসব কিছু তাঁরা সে যা অন্বেষণ করছে তার ভালবাসায় করে। -আখলাকুল উলামা, আর্জুরী ১/৩৭; তবারানী কাবীর, হাদীস ৭৩৪৭; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস ৫৫০

হাদীস শরীফে ইলম অন্বেষণের রাস্তাকেও আল্লাহর রাস্তা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ العِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِع.َ

যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য বের হল সে আল্লাহর রাস্তায় বের হল। -জামে তিরিমিযী, হাদীস ২৬৪৭

অন্য বর্ণনায় এভাবে এসেছে-

مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلّا لِخَيْرٍ يَتَعَلّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ.

যেই ব্যক্তি আমার মসজিদে আসল শুধু একারণে যে, সে কোনো কল্যাণের বাণী শিখবে অথবা শেখাবে সেই ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায়। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৯৪১৯

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

যখন মানুষ মারা যায় তার সকল আমলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তিনটি রাস্তা খোলা থাকে। এক. ছদকায়ে জারিয়া। দুই. এমন ইলম, যা থেকে (মানুষ) উপকৃত হয়। তিন. নেক সন্তান, যে তার জন্য দুআ করে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৬৩১

আরো ইরশাদ হয়েছে, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে কুরআন মাজীদ শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৭

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু জর রা.-কে সম্বোধন করে বলেছেন, হে আবু জর, কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা করা তোমার জন্য একশ রাকাত নফল নামায পড়ার চেয়েও উত্তম। ইলমের একটি অধ্যায় শিক্ষা করা তোমার জন্য এক হাজার রাকাত নফল নামায পড়ার চেয়েও উত্তম। চাই এর উপর আমল করা হোক বা না হোক। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২১৯

দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা যেহেতু অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল তাই এর আদব-কায়দার প্রতি লক্ষ রাখাও অতি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সেগুলোর কয়েকটি আলোচনা করা হচ্ছে।

নিয়ত বিশুদ্ধ করা

সকল আমলের ক্ষেত্রেই নিয়ত একটি বড় বিষয়। এমনকি মুমিন ও মুনাফিকের মাঝে পার্থক্য সূচিত হয় এই নিয়তের মাধ্যমে। মুমিন এজন্যই মুমিন যে, সে ঈমান গ্রহণের ক্ষেত্রে তার

নিয়ত ঠিক রেখেছে অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ঈমান এনেছে। আর মুনাফিক এই কারণেই মুনাফিক যে, সে তার ঈমানের ক্ষেত্রে নিয়তকে বিশুদ্ধ রাখেনি। খালেস নিয়তের দ্বারা বাহ্যত ছোট আমলও আল্লাহর দরবারে অনেক বড় হয়ে যায়। আবার নিয়তের গড়মিলের কারণে অনেক বড় আমলও বিফলে যায়।

ইলম শিক্ষার পথে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও বিশুদ্ধরূপে আমল করা ছাড়াও পার্থিব বহু উদ্দেশ্য সামনে চলে আসে। এজন্য নিয়তের বিষয়ে ইলম অন্বেষণকারীর খুবই সতর্ক থাকা জরুরি। স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ تَعَلّمَ عِلْمًا مِمّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزّ وَجَلّ لَا يَتَعَلّمُهُ إِلّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا.

আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা হয় এমন ইলম (দ্বীনী ইলম) যেই ব্যক্তি পার্থিব কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শিক্ষা করবে কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৮৪৫৭; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৬৪

অন্য এক হাদীসে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

لَا تَعَلّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ، وَلَا تُمَارُوا بِهِ السّفَهَاءَ، وَلَا تَخَيّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنّارَ النّار.َ

তোমরা এই উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করো না যে, এর মাধ্যমে আলেমদের সাথে গর্ব করবে বা মূর্খদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে। কিংবা মজলিসের অধিকর্তা হবে। যে এমন করবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। -সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৭৭

বিশিষ্ট বুযুর্গ বিশর হাফী রাহ. বলেন-

لَا أَعْلَمُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ عَمَلًا أَفْضَلَ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ لِمَنْ اتّقَى اللهَ وَحَسُنَتْ نِيّتُه.

পৃথিবীর বুকে ইলম অন্বেষণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো আমল সম্পর্কে আমার জানা নেই; যদি অন্বেষণকারীর নিয়ত বিশুদ্ধ থাকে এবং সে আল্লাহকে ভয় করে চলে। -আলআদাবুশ শারইয়্যাহ, ইবনে মুফলিহ ২/৩৭

ইলম অর্জনে এ নিয়ত থাকবে যে, ইলম অন্বেষণ করা, এর জন্য মেহনত করা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন এবং তিনি এতে অত্যন্ত খুশি হন। ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পরিচয় পাওয়া যায়; তাঁর আদেশ-নিষেধ জানা যায় এবং সিরাতে মুস্তাকীমের সন্ধান লাভ করা যায়। ইলমের মাধ্যমে আল্লাহর কালাম ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী জানা ও বোঝা যায়। ইলমের দ্বারা নিজের ও অন্যের সব ধরনের মূর্খতা দূরীভ‚ত হয়। সর্বোপরি ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় দ্বীন ও শরীয়তের দাওয়াত এবং দ্বীনের প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করার কাজ আঞ্জাম দেওয়া যায়। সুতরাং শুধু এসব উদ্দেশ্যেই একমাত্র আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা ইলম শিক্ষা করব এবং তা অর্জনের জন্য চেষ্টা-মেহনত করব।

ইলমে দ্বীন শিক্ষার সঠিক পদ্ধতি

কেউ ইলম শিক্ষা করার ইচ্ছা করলে স্বাভাবিকভাবে দুই প্রকারের উপায় সামনে আসে। এক. কারো লেখা পাঠ করা। দুই. কারো কাছে গিয়ে সরাসরি তার থেকে শেখা। এই দুই পদ্ধতিরই কিছু উসূল (নিয়মনীতি) ও আদব রয়েছে। প্রথম পদ্ধতির সবচে বড় উসূল হচ্ছে সেটা কার লেখা তা যাচাই করা। অর্থাৎ আমার শিক্ষাটা যেন হয় হকপন্থী কারো বই থেকে। হকপন্থীদের বই চেনার উপায় হচ্ছে নিজের জানা-শোনা হকপন্থী কোনো আলেমের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, কোনো আলেমের কাছে না গিয়ে শুধু বই-পত্র থেকে কিছু ইসলামী জ্ঞান শিখে নেওয়া যথেষ্ট নয়। যদিও বইটি কোনো হকপন্থী আলেমের হয়। কারণ শুধু বই থেকে শিখলে আমার ভুল বুঝা বা উল্টা বুঝার সম্ভাবনা রয়েছে। অথবা আমি যা শিখছি তার বাস্তবিক প্রয়োগ কেমন হবে তা আমার কাছে অস্পষ্ট থেকে যেতে পারে। কিংবা আমার জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে ইসলামের কোনো বিষয় নিয়ে হঠাৎ আমার দিলে খটকা লাগতে পারে। যা হতে পারে আমার ক্ষতির কারণ।

এজন্যই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ.

ইলম হাসিল করতে হবে শেখা-শেখানোর মাধ্যমে। -সহীহ বুখারী ১/২৪

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস খতীব বাগদাদী রাহ. বলেন-

وَيَكُونُ قَدْ أَخَذَ فِقْهَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الْعُلَمَاءِ، لَا مِنَ الصُّحُفِ.

ইলম অন্বেষণকারী দ্বীনের বুঝ গ্রহণ করবে আলেমদের জবান থেকে; বই-পুস্তক থেকে নয়। -আলফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খতীব বাগদাদী ২/১৯৩

কুরআনে কারীমের এক আয়াত থেকেও বুঝা যায় ইলম শিক্ষার ক্ষেত্রে আসল পদ্ধতি হল আলেমদের শরণাপন্ন হওয়া। ইরশাদ হয়েছে-

فَسْـَٔلُوْۤا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

তোমরা যদি না জানো তবে আহলে যিক্রের কাছে জিজ্ঞাসা করে নাও। -সূরা নাহল (১৬) : ৪৩

বিশিষ্ট ফকীহ আল্লামা শাতেবী রাহ. তাঁর 'আলমুআফাকাত' গ্রন্থে লিখেছেন-

قالوا إِنّ الْعِلْمَ كَانَ فِي صُدُورِ الرِّجَالِ، ثُمّ انْتَقَلَ إِلَى الْكُتُبِ، وَصَارَتْ مَفَاتِحُهُ بِأَيْدِي الرِّجَال.ِ

আহলে ইলম বলেন, ইলম (প্রথমে) সংরক্ষিত ছিল মনীষীদের বুকে। পরে তা চলে এসেছে পুস্তকে। তবে চাবি রয়ে গেছে তাদেরই হাতে। -আলমুআফাকাত, শাতেবী ১/১৪০

এজন্য শুধু বই-পত্র পড়াকেই ইলম শিক্ষার জন্য যথেষ্ট মনে করা ভুল। পড়তেও হবে, আলেমদের কাছেও যেতে হবে। তবে পড়ার চেয়ে আলেমদের কাছে গিয়ে শেখা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ইলম শিক্ষার দ্বিতীয় পদ্ধতির একটি বড় মূলনীতি হচ্ছে, অপরিচিত বা যার সম্পর্কে নিজের জানাশোনা নেই- এমন কারো থেকে ইলম শিক্ষা না করা।

এক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, আমি যার থেকে ইলম গ্রহণ করছি সে হকপন্থী কি-না- তা আমার জানা থাকতে হবে। অথবা জানাশোনা আছে, এমন হকপন্থী আলেম তার ব্যাপারে কী বলেন- সেটা লক্ষ করতে হবে। বিখ্যাত তাবেঈ হযরত ইবনে সীরীন রহ. বলেন-

إِنّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُم.ْ

এই ইলম (কুরআন-সুন্নাহ্র ইলম) হচ্ছে দ্বীন। সুতরাং দেখে নাও, কার কাছ থেকে তোমরা তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছ। -সহীহ মুসলিম ১/১৪

ইলমের জন্য দরকার মেহনত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন-

إِنّ أَحَدَكُمْ لَمْ يُولَدْ عَالِمًا، وَإِنّمَا الْعِلْمُ بِالتّعَلّم.ِ

তোমাদের কেউই আলেম হয়ে জন্ম লাভ করে না। ইলম তো হাসিল হয় শিক্ষা করার মাধ্যমে। -আলমাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা, বায়হাকী ১/২৬৭

হযরত ইবনে আব্বাস রা.-কে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার এত বিপুল ইলম কীভাবে অর্জিত হয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন-

بِلِسَانٍ سَؤُولٍ، وَقَلْبٍ عَقُولٍ.

অধিক জিজ্ঞাসাকারী যবান ও সজাগ হৃদয়ের মাধ্যমে। -ফাযাইলুস সাহাবাহ, ইমাম আহমাদ ২/৯৭০; আলআহাদু ওয়াল মাছানী, ইবনু আবী আছেম ৩/২৯৩

ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে কষ্ট-মুজাহাদা শিকার করার ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর ঘটনা অতি প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন অল্প বয়সী সাহাবীদের একজন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তিনি বড় বড় সাহাবীদের কাছে গিয়ে ইলম অন্বেষণ করতেন। আর এলাকার সমবয়সী ছেলেদেরকেও বলতেন, চল আমরা সাহাবীদের কাছে গিয়ে ইলম শিক্ষা করি। কেননা তাঁরা তো এখন অনেকেই জীবিত। বন্ধুরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলত, এত বড় বড় সাহাবী থাকতে কি মানুষেরা তোমার ইলমের মুখাপেক্ষী হবে? ফলে তারা যেত না আর তিনি গিয়ে সাহাবীদের কাছ থেকে ইলম শিক্ষা করতেন।

তিনি বলেন, আমি যখন শুনতাম অমুক সাহাবীর কাছে ইলম আছে তাঁর বাড়ির দরজার সামনে গিয়ে অপেক্ষা করতাম। কোনো সময় এমনও হত যে, সাহাবীর আসতে দেরি হচ্ছে আর আমিও ক্লান্ত। তখন আমি তাঁর অপেক্ষায় আমার চাদরখানাকে বালিশ বানিয়ে তাঁর দরজায় শুয়ে পড়তাম। আর বাতাসে ধূলা উড়ে এসে আমার শরীর ধূলা ধূসরিত হয়ে যেত। যখন সাহাবী বাড়ি থেকে বের হয়ে তাঁর দরজায় আমাকে এভাবে পড়ে থাকতে দেখতেন; তখন বলতেন, আয় আল্লাহ! নবীজীর চাচাত ভাইয়ের এ কী অবস্থা! আমাকে সম্বোধন করে বলতেন, আপনার কোন্ জিনিসের প্রয়োজন? আমার কাছে খবর পাঠালে আমি নিজেই আপনার বাড়িতে গিয়ে হাযির হতাম। তখন আমি বলতাম, কখনোই না। আমিই আপনার কাছে আসার বেশি মুখাপেক্ষী। এরপর আমি তাঁর থেকে হাদীসের জ্ঞান হাসিল করতাম।

একসময় যখন বড় বড় সকল সাহাবা একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন লোকজন দ্বীনী জ্ঞান হাসিল করার জন্য আমার চারপাশে ভিড় জমাতে লাগল। তখন ঐ আনসারী ছেলেরা আমাকে দেখে বলত-

كَانَ هَذَا الْفَتَى أَعْقَلَ مِنَّا.

এই যুবকই আমাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ছিল। -সুনানে দারেমী, হাদীস ৫৯০; তবাকাতু ইবনে সা'দ ২/২৮৪

উস্তাযের দীর্ঘ সাহচর্য গ্রহণ

ইলমের জন্য জরুরি হল দীর্ঘ সময় উস্তাযের সাহচর্য গ্রহণ করা। আমাদের আকাবিরগণ শুধু এক উস্তাযের কাছেই ত্রিশ-চল্লিশ বছর পর্যন্ত আসা-যাওয়া করতেন। আরবী ভাষার বিশিষ্ট ইমাম আবু উবাইদা মা'মার ইবনুল মুসান্না রাহ. বলেন, আমি আমার উস্তায প্রসিদ্ধ আরবী ভাষাবিদ ইউনুস ইবনে আবী হাবীবের খেদমতে চল্লিশ বছর পর্যন্ত আসা-যাওয়া করেছি। -ওফাইয়াতুল আ'য়ান, ইবনে খল্লিকান ২/৪১৬

ইমাম মালেক রাহ বলেন-

كَانَ الرّجُلُ يَخْتلِفُ إِلَى الرّجُلِ ثَلاَثِيْنَ سَنَةً يَتَعَلّمُ مِنْه.ُ

শিষ্য উস্তাযের সাহচর্যে ত্রিশ বছর আসা-যাওয়া করত এবং তার থেকে ইলম অর্জন করত। -সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, যাহাবী ৮/১০৮

ইলমের ক্ষেত্রে 'কানাআত' বর্জনীয়

ইলমের ব্যাপারে কোনো প্রকারের 'কানাআত' বা পরিতুষ্টি না থাকা বাঞ্ছনীয়। দ্বীনী ইলমের প্রতি থাকতে হবে পরিপূর্ণ লোভ। ইলম অর্জনের কাজ করতে হবে ঈর্ষান্বিত হয়ে এবং প্রতিযোগিতামূলক অগ্রগামিতার সাথে। ইলম অন্বেষণে অন্তত এতটুকু মনোনিবেশ থাকতে হবে, যতটুকু থাকে দুনিয়ার মোহে ডুবন্ত ব্যক্তির দুনিয়া অর্জনে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ: مَنْهُومٌ فِي عِلْمٍ لَا يَشْبَعُ، وَمَنْهُومٌ فِي دُنْيَا.

দুই লোভী এমন যে, তারা কখনো পরিতৃপ্ত হতে পারে না- ইলম-লোভী, আর দুনিয়ালোভী। -মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ২১৩; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৯৭৯৮

সুতরাং ইলমের প্রতি আমার ভালবাসা, লোভ এবং তা অর্জনের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে মৃত্যু পর্যন্ত।

লজ্জা ও অহংকার ইলম হাসিলের পথে বড় অন্তরায়

অহংকার বড় ভয়ংকর ব্যাধি। অহংকারের কারণে অন্যান্য অনেক কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে ইলমের মতো মহা কল্যাণ থেকেও মানুষ বঞ্চিত হয়। আবার অনেকের ইলম শিক্ষা করার ইচ্ছা থাকে, কিন্তু লজ্জার কারণে শিখতে পারে না।

বিখ্যাত তাবেঈ হযরত মুজাহিদ রাহ. বলেন-

لاَ يَتَعَلَّمُ العِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلاَ مُسْتَكْبِر.ٌ

অনর্থক লজ্জাকারী ও অহংকারী ইলম থেকে বঞ্চিত হয়। -সহীহ বুখারী ১/৩৮

লজ্জা অনেক প্রশংসনীয় একটি গুণ। তবে অনর্থক লজ্জা ভালো নয়। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. আনসারী নারীদের প্রশংসা করে বলেছেন-

نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنّ الحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقّهْنَ فِي الدِّين.ِ

আনসারী নারীরা কতই না উত্তম! দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করার ক্ষেত্রে লজ্জা তাদের জন্য বাধা হয় না। -সহীহ বুখারী ১/৩৮

আর অহংকার তো মুমিনের সাথে যায় না। মুমিন হবে বিনয়ী। চলনে বলনে সর্বক্ষেত্রে বিনয়ী। ইলম অন্বেষণের ক্ষেত্রে হতে হবে আরো বেশি বিনয়ী। আমার আবার কিসের অহংকার! হযরত মূসা আ.-এর মতো মহান নবী যদি ইলমের জন্য হযরত খাযির আ.-এর পিছে পিছে ঘুরতে পারেন, ইলমের জন্য বহু কষ্ট শিকার ও সবর করতে পারেন; সেই তুলনায় আমি কে। আমার আবার কিসের অহংকার?!

ইলমের ধারক-বাহকগণকে সম্মান করা

কারো সম্মান ও মর্যাদার ঘোষণা যদি স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দিয়ে থাকেন তবে তার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করা মুনাফেকির আলামত। আলেম ও তালিবে ইলমের মর্যাদা দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল। সুতরাং তাদের মর্যাদাকে আর কেউ ছোট করতে পারে না। তাদের মর্যাদাকে যারা ছোট করবে তারা নিজেরাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে ছোট হয়ে যাবে। সমস্ত গোমরাহ ফেরকা ও বাতিলপন্থীরা উলামা-বিদ্বেষের ক্ষেত্রে একজোট। কারণ গোমরাহী ও বাতিলের বিরূদ্ধে আলেমরাই সর্বপ্রথম সোচ্চার হন। এজন্য বাতিল ও গোমরাহী চেনার একটি উপায় এ-ও যে, তারা হবে উলামা-বিদ্বেষী। হাসান বসরী রাহ. বলেন, আবুদ্দারদা রা. ও ইবনে মাসউদ রা. বলেন-

كُنْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُحِبًا أَوْ مُتَّبَعًا، وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلِكَ. قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: مَنِ الْخَامِسُ؟ قَالَ: الْمُبْتَدِعُ.

তুমি আলেম হও। নয়তো আলেমের ছাত্র হও। নয়তো আলেমকে মহব্বতকারী হও। নয়তো আলেমের অনুসারী হও। পঞ্চম ব্যক্তি হয়ো না। তাহলে তোমার ধ্বংস অনিবার্য। বর্ণনাকারী হাসান বসরী রাহ.-কে জিজ্ঞাসা করা হল, পঞ্চম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, পঞ্চম ব্যক্তি হচ্ছে, বেদআতি। -আলইবানাহ, ইবনে বাত্তাহ, বর্ণনা ২১০; আলমাদখাল, বায়হাকী, বর্ণনা ৩৮১; জামিউ বায়ানিল ইলম, ইবনু আব্দিল বার, বর্ণনা ১৪২

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে আহলে ইলমের সাক্ষ্যকে দলিলরূপে পেশ করেছেন-

شَهِدَ اللهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ.

আল্লাহ স্বয়ং এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেন এবং ফিরিশতাগণ ও ‘উলুল ইলম’ও যে, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, যিনি ইনসাফের সাথে (বিশ্বজগতের) নিয়ম-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। তাঁর ক্ষমতাও পরিপূর্ণ এবং হিকমতও পরিপূর্ণ। -সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৮

বিশিষ্ট তাফসীরকারক তাবেঈ সুদ্দী রাহ. বলেন, ‘উলুল ইলম’ দ্বারা উদ্দেশ্য-

جَمِيع عُلَمَاءِ الْمُؤْمِنِين.َ

মুমিনদের আলেমগণ।

ইমাম কালবীও এমনটি বলেন। -তাফসীরে বাগাবী ১/৪২০; তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম ২/৬১৭

প্রখ্যাত মুফাস্সির আল্লামা কুরতুবী রাহ. সুদ্দী রাহ.-এর মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। -তাফসীরে কুরতুবী ৪/৪১

এক হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِنّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتّخَذَ النّاسُ رُءُوسًا جُهّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلّوا وَأَضَلّوا.

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ইলমকে মানুষদের থেকে ছিনিয়ে তুলে নেবেন না। তবে তিনি ইলমকে উঠিয়ে নেবেন আলেমদেরকে উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে। একপর্যায়ে যখন (দুনিয়াতে) কোনো আলেম অবশিষ্ট থাকবে না তখন মানুষেরা মূর্খদেরকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে। অতঃপর তাদেরকে যখন (দ্বীনের কোনো বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করা হবে; তারা না জেনে উত্তর দেবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১০০; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৭৩

হযরত আবু উমামা রা. বর্ণনা করেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দুই ব্যক্তির আলোচনা করা হল। তাদের একজন ছিল আলেম অপরজন আবেদ। তখন নবীজী ইরশাদ করলেন-

فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُم.ْ

আবেদের (আলেম নয় এমন ইবাদাতগুযার নেককার ব্যক্তি) উপর আলেমের মর্যাদা তোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির উপর আমার মর্যাদার ন্যায়। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬৮৫

আরো ইরশাদ করেন-

إِنّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ، إِنّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنّمَا وَرّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.

নিশ্চয় আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিশ। আর নবীগণ দিনার-দিরহামের (অর্থ-সম্পদের) ওয়ারিশ বানান না। তাঁরা ওয়ারিশ বানান ইলমের। সুতরাং যেই ব্যক্তি তা গ্রহণ করল সে তো (মিরাছের) এক বিরাট অংশ গ্রহণ করল। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৩; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২১৭১৫; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৪১

হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় দুই ভাই ছিল। তাদের একজন নবীজীর দরবারে আসত এবং দ্বীনী ইলম তলব করত। অপরজন ছিল পেশাজীবি। একদিন পেশাজীবি ভাই এসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তার তালিবে ইলম ভাইয়ের ব্যাপারে অভিযোগ করল (অর্থাৎ সে দুনিয়ার কাজ-কর্ম করে না)। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাজীবি ভাইকে বললে-

لَعَلّكَ تُرْزَقُ بِهِ.

সম্ভবত তুমি তার (তালিবে ইলমের) কারণেই রিযিক পাচ্ছ। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৩৪৫
হাদীস শরীফে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলেম ও তালিবে ইলমের প্রশংসা করে ইরশাদ করেছেন-

وَإِنّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ مَنْ فِي السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حَتّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ.

নিশ্চয় ফেরেশতাগণ তালিবে ইলমের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন। আর আলেমের জন্য মাগফিরাত কামনা করতে থাকে আসমান-যমীনের সবকিছু। এমনকি পানির নিচে থাকা মাছ। (অন্য বর্ণনায়, গর্তের পিপিলিকা।) আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর তেমন তারকারাজির মাঝে চন্দ্র যেমন। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস **২১৭১৫**; জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬৮২, ২৬৮৫; ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার **১/১৬১**

বি.দ্র. কেউ কেউ এই হাদীসের-"لتضع أجنحتها" -এই বাক্যের ব্যাখ্যা করেছেন, 'ডানা বিছিয়ে দেয়া।' আবার কেউ বলেছেন এর অর্থ হল, 'তালিবুল ইলমের সম্মানে বিনয়াবনত হওয়া।' কেউ বলেছেন, 'উড্ডয়ন বন্ধ করে থেমে যাওয়া ও যিকিরের জন্য অবতরণ করা।' মূলত এ বাক্যের মাঝে এ সবক'টি অর্থেরই অবকাশ রয়েছে। (মাআলিমুস সুনান ৪/**১৮৩**; মেরকাতুল মাফাতীহ **১**/২৯৬ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায়)

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইলমের গুরুত্ব বোঝার এবং ইখলাস ও আদবের সাথে দ্বীনী ইলম অর্জনের তাওফীক দিন।

বর্তমান চ্যালেঞ্জসমূহ

১. শিক্ষার সুযোগের অভাব:

অনেক বয়স্ক মানুষ দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণ করতে চান, কিন্তু তাদের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ নেই।

২. সময় ও শারীরিক সীমাবদ্ধতা:

বয়স্কদের শারীরিক দুর্বলতা এবং দৈনন্দিন কাজের চাপ তাদের শেখার পথে বাধা সৃষ্টি করে।

৩. সামাজিক ধারণা:

সমাজে অনেক সময় বয়স্করা মনে করেন যে শৈশবে শেখার সুযোগ হারিয়ে এখন আর শেখার প্রয়োজন নেই। এই ধরনের মানসিকতা তাদের শেখার আগ্রহকে কমিয়ে দেয়।

৪. সঠিক শিক্ষক ও রিসোর্সের অভাব:

অনেক এলাকায় অভিজ্ঞ শিক্ষক বা উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমের অভাব রয়েছে।

এর সমাধান ও করণীয়

১. প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি চালু করা:

মসজিদ এবং ইসলামিক সেন্টারে বয়স্কদের জন্য বিশেষ কুরআন ও দ্বীনি শিক্ষা ক্লাস চালু করা।

নির্দিষ্ট সময়ে সহজ পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে তাদের শিক্ষা দেওয়া।

২. প্রযুক্তির ব্যবহার:

অনলাইনে সহজ এবং সুলভ কুরআন শিক্ষা অ্যাপ ও প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা।

বয়স্কদের জন্য ডিজিটাল মিডিয়ায় সহজবোধ্য ইসলামিক লেকচার এবং টিউটোরিয়াল প্রদান।

৩. পরিবারকে উৎসাহিত করা:

পরিবারের সদস্যদের উচিত বয়স্কদের শিক্ষার জন্য সময় বের করা এবং তাদের উৎসাহ দেওয়া।

৪. প্রশিক্ষিত শিক্ষক তৈরি করা:

বয়স্কদের জন্য আলাদা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের নিয়োগ দেওয়া, যারা ধৈর্য এবং সহজ পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে সক্ষম।

৫. উৎসাহমূলক কার্যক্রম:

বয়স্কদের জন্য ইসলামী প্রতিযোগিতা, যেমন: কুরআন পাঠের প্রতিযোগিতা, হাদিস মুখস্থের প্রতিযোগিতা আয়োজন করা।

সমাজে সফল শিক্ষার্থী হিসেবে তাদের উদাহরণ তুলে ধরা।

বয়স্কদের কুরআন শিক্ষা ও দ্বীনি ইল্ম অর্জন একটি সময়োপযোগী প্রয়োজন। এটি তাদের ব্যক্তিগত উন্নতির পাশাপাশি পরিবার এবং সমাজের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান সময়ে, প্রযুক্তি এবং প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে এই শিক্ষা সহজলভ্য করা গেলে, এটি পুরো সমাজের উন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে। ইসলামী সমাজ গঠনে বয়স্কদের এই শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া অপরিহার্য।

শেষকথা

মানবজীবনের প্রতিটি স্তরেই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তবে বয়স্ক বয়সে দ্বীনি ইল্মের গুরুত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জীবনের এ পর্যায়ে মানুষ অতীতের ভুলত্রুটি উপলব্ধি করে এবং ভবিষ্যতের জন্য আত্মশুদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে চায়। দ্বীনি ইল্ম কেবল ব্যক্তি জীবনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নই করে না, বরং পরিবারের সদস্যদের জন্যও একটি উদাহরণ স্থাপন করে।

বয়স্কদের মাঝে দ্বীনি শিক্ষার প্রসার তাদের জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতাকে আলোকিত করতে পারে। এটি তাদের জীবনের চূড়ান্ত পর্যায়ে মানসিক প্রশান্তি এনে দেয় এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করে। অধিকন্তু, একটি দ্বীনদার সমাজ গঠনের জন্য বয়স্ক ব্যক্তিদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নতুন প্রজন্মের কাছে দ্বীনি নির্দেশনার আলো পৌঁছে দিতে পারে।

এই গবেষণায় এ কথাও উঠে এসেছে যে, বয়স্ক বয়সে দ্বীনি ইল্ম অর্জন কেবলমাত্র ব্যক্তিগত প্রয়োজন নয়, বরং এটি সমাজে নৈতিকতার বিকাশ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক। এটি জীবনের শেষ অধ্যায়ে তাদের কাছে সার্থকতা এবং আত্মতৃপ্তির এক মহামূল্যবান উৎস হিসেবে কাজ করে।

অতএব, আমাদের সমাজে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন, যেখানে বয়স্করা সহজেই দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পান। মসজিদ, মাদ্রাসা বা কমিউনিটি সেন্টারে বিশেষ ক্লাস আয়োজনের মাধ্যমে এই শিক্ষাকে আরও সহজলভ্য করে তুলতে হবে। ব্যক্তি, পরিবার, এবং সমাজের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই এই উদ্যোগ সফল হতে পারে।

সবশেষে, বলা যায়, বয়স্কদের দ্বীনি ইল্ম শিক্ষার গুরুত্ব শুধু তাদের পারলৌকিক সফলতা নয়, বরং এটি একটি সমৃদ্ধ, ন্যায়নিষ্ঠ এবং আলোকিত সমাজ গঠনের অন্যতম চাবিকাঠি। এ বিষয়ে আমাদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা উচিত, যাতে আমাদের প্রজন্ম একটি কল্যাণমুখী সমাজ উপহার পেতে পারে।

দ্বীনি ইল্ম অর্জন করে ও তা সঠিকভাবে আমলের মাধ্যমে তারা ইহকাল ও পরকাল উভয় জীবনেই সফলতা অর্জন করতে পারবে ইং-শা-আল্লাহ!

গ্রন্থপঞ্জি

এ গ্রন্থ রচনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে, যে সকল গ্রন্থ থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে সেগুলোর তালিকা নিম্নে দেওয়া হলোঃ

১) কিতাবুল ইলম (জ্ঞানার্জন) (মুহাম্মদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন রহিমাহুল্লাহ)

২)মাসিক আল-কাউসার পত্রিকা।

৩)তালিবুল ইল্মের গুণাবলী (শাইখ বকর বিন আবদুল্লাহ আবু যায়েদ (রহ:)

৪)দ্বীনি ইল্মের ফজিলত ও তাতে সময় ব্যয় করার গুরুত্ব (মুফতি তাকী উসমানী)